রামচরিত।

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্নকর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

" প্রতিমন্বন্তরং ভূতৈ গীয়মানা চরিষ্যতি।
প্রাক্‌পবিত্রং লোকানা মিমং চারিত্র-পঞ্জিকা॥ "

হুগলি

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

উৎসর্গ।

অনরেবেল্

শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই,

মহাশয় মহনীয়চরিত্রেষু।

সবিনয়ং নিবেদনম্

আপনি মহাকবিভবভূতিপ্রণীত মহাবীর-চরিত পাঠকরিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভবকরিয়া-থাকেন, এবং কোন এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নাটকের উচ্চ, উদার, বিশুদ্ধ এবং মানবচরিতের পরমোৎকর্ষপ্রদর্শক সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবপরম্পরা বাঙ্গালাভাষায় অবতারিত হইলে, এই নীতিবিপ্লবের সময়ে উপকারের সম্ভাবনা আছে। আপনকার সেই বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া আমি ঐ গ্রন্থ অবলম্বনকরিয়া এই রাম-

চরিত রচনাকরিয়াছি। এক্ষণে ইহা আপনকার করকমলে সমর্পণকরিলাম। মহাবীরচরিতপাঠে আপনকার যাদৃশ আনন্দলাভ হইয়াথাকে, এই রামচরিতপাঠে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র হইলেই আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

চিরবিধেয়স্য

শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

বিজ্ঞাপন।

লোকোত্তর ভাবের বিন্দুমাত্র আরোপ না করিয়া দেখিলেও, আদি-কবি-বাল্মীকি-বিরচিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত অতি মহৎ এবং পরম পবিত্র বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত কবির হৃদয় হইতে, এই যে মহনীয় নিধি উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আর্য্যজাতীয়দিগের উদার এবং পবিত্রচিত্ততার বিশেষ পরিচায়ক। কারণ, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে গুণ না থাকে, তজ্জাতীয় কবিরা সেই সেই গুণে বিভূষিত নায়কের সরস প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষে যে শ্রীরামচন্দ্রচরিত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা এতদ্দেশীয়দিগের যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি সৌভাগ্যেরও বিষয়। এমন একটী চরিত্র আদর্শস্বরূপে বিদ্যমান না থাকিলে, হিন্দুজাতি সহস্রাধিক বর্ষ হইতে যেরূপে অধঃপতিত হইয়া আছে, তাহাতে কি এই জাতীয়দিগের মধ্যে আর ধর্ম্ম থাকিত, না পবিত্রতা থাকিত, না কোন প্রকার মনুষ্যত্ব থাকিত? শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অদ্যাপি হিন্দুজাতীয় পুরুষদিগকে পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, পত্নী-প্রেমানুরাগী, ত্যাগশীল, বিনয়ী ও লোকানুরঞ্জক করিয়া রাখিয়াছে; এবং রামপত্নী জানকীর চরিত্রও হিন্দু মহিলাদিগের মনে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপে চিরপ্রভাসিত হইতেছে। ওরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পুরুষ এবং স্ত্রী চরিত্র দুইটী পৃথিবীর অপর কোন জাতির মধ্যে—অপর কোন ভাষার গ্রন্থে—দৃষ্ট হয় না। সংসারাশ্রমীরা আর কোন চরিত্র পাঠ করিয়া সকল অবস্থার,—সকল বিষয়ের—সকল গুণের—যথাযথ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অপর কোন চরিত্র হইতে কেবল অনূঢ়াবস্থার, কোন চরিত্র হইতে বানপ্রস্থাশ্রমের, অথবা কোনটী হইতে একমাত্র ক্ষমা বা দয়া বা ধৈর্য্য বা সত্যনিষ্ঠা বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বা অধ্য-

বসায় বা দূরদৃষ্টি বা উচ্চাভিলাষ বা অন্য কোন গুণবিশেষের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র সেরূপ আংশিক পদার্থ নহে। উহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। উহা হইতে সকল অবস্থারই যথাযথ শিক্ষালাভ হইতে পারে।

"পরিণত-প্রজ্ঞ" মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার মহাবীর চরিত নাটকে, শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এক স্থলে "চারিত্র পঞ্জিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ঐ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই স্থূল বাঙ্গালা অনুবাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত ভাব সকলের যৎসামান্য আভাস-মাত্রই পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, যখন্ পবিত্র আর্য্য-বংশসম্ভূত ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রচরিতকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা বিধেয়, তখন্ বিচক্ষণ পাঠকগণ যে নিজ নিজ যত্নদ্বারা এই বাঙ্গালা অনুবাদ হইতেও আপন আপন "চারিত্র পঞ্জিকা" সংগ্রহ করিয়া লইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ইতি

হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়
২৯এ মাঘ সংবৎ ১৯৩৭

শ্রীরামগতি শর্ম্মণঃ।

রামচরিত।

প্রথম অধ্যায়

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কেকয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে যমজ লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। যদিও ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনুপম সৌভ্রাত্র ছিল, তথাপি অতি শৈশব হইতেই লক্ষ্মণ রামের ও শত্রুঘ্ন ভরতের ছায়ার ন্যায় নিত্যসহচর হইয়াছিলেন। তাঁহারা চারি ভ্রাতাই অতিশয় রূপবান, সুশীল, সচ্চরিত্র ও একান্ত বিনীত ছিলেন, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ও প্রভূত সদ্‌গুণশালী হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

রাম যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, এমত সময়ে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ঋষি এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রাজা দশরথের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত রামকে স্বকীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। রামের দ্বারা তিনি সমস্ত জগতের উপকৃতিজনক অতি মহৎ কার্য্য সকলের সংসাধন করিবার সূত্রপাত করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় রাজাদিগের সহিতও বিশ্বামিত্রের সাতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। বিশ্বামিত্র মহারাজ সীরধ্বজ জনককেও ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সীরধ্বজ নিজে তৎকালে এক যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী ছিলেন—এজন্য স্বয়ং যাইতে পারিলেন না—অনুজ কুশধ্বজকে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ পাঠাইয়া

দিলেন। সীতা নামে সীরধ্বজের যজ্ঞবেদিসমুদ্ভূতা অপরূপরূপা এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা এবং উর্ম্মিলা নাম্নী তাঁহার অপর এক কন্যাও কুশধ্বজের সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্রাশ্রমে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা সকলে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

যাইবার সময়ে পথিমধ্যে রাজা কহিলেন আয়ুষ্মতি সীতে! আয়ুষ্মতি উর্ম্মিলে! তোমরা সাতিশয় শ্রদ্ধাযুক্তমনে ভগবান্ বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিবে। তিনি চতুর্থ যজ্ঞিযাগ্নি স্বরূপ, পঞ্চম বেদস্বরূপ, জঙ্গম তীর্থস্বরূপ, অথবা, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ। সারথি কহিল মহারাজ! সত্যই বলিয়াছেন—বিশ্বামিত্র অপেক্ষা মহামহিমশালী ঋষি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি বিস্ময়কর ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়াছেন! এতাদৃশ তপোনিধি, তেজোরাশি, ব্রহ্মবাদী ও সমস্ত বিদ্যার আধার, মহামুনি যে, কুটুম্বের ন্যায় ব্যবহার করেন, ইহা আমাদিগের পরম শ্লাঘার বিষয়! রাজা কহিলেন সূত! যথার্থই বলিয়াছ। এরূপ প্রভাবশালী মহর্ষিদিগের সাক্ষাৎকার লাভকরিলে পাপধ্বংস হয়, মনের শান্তি জন্মে, আত্মগৌরবের বৃদ্ধি হয় এবং ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ শুভ সংসাধিত হয়।

সারথি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল রাজন্! এই যে কৌশিকীনদীবেষ্টিত হরিতপ্রান্ত কমনীয় স্থানটী অদূরে দৃষ্ট হইতেছে, উহাই সেই মহর্ষির সিদ্ধাশ্রম। দূরে দৃশ্যমান ঐ যে তিন জন আসিতেছেন, তাহার মধ্যে অধিকবয়স্কটীই ভগবান্ কুশিকনন্দন স্বয়ং। বোধহয় উনি আপনকার প্রত্যুদ্গমনার্থ আশ্রম হইতে আসিতেছেন। রাজা কহিলেন তবে আব আমাদের রথারোহণে যাওয়া উচিত নহে; এই বলিয়া কন্যাদ্বয়েব সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং পাছে আশ্রমের উপর কোন রূপ উপদ্রব ঘটে, এই আশঙ্কায় রথ, সারথি ও সৈনিকদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিয়া কন্যাদ্বয়ের সহিত পদব্রজে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র কুমার রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমের বহির্দেশে আসিবার সময়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন, রাক্ষসবিঘাতক মঙ্গল কার্য্য

সকল শুভক্ষণে সম্পন্ন করিতে হইবে—বৈদেহীর সহিত রঘুনাথের পরিণয়-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে—আরব্ধ যজ্ঞের যথাবিধি পরিসমাপ্তি করিতে হইবে এবং দুষ্টদিগের নিসর্গশত্রু রামচন্দ্রের সেই সেই অদ্ভুত চরিত সকল যাহাতে সুসংস্থাপিত হয়—তাহার উপায় করিতে হইবে। এই নানাকার্য্যের সঙ্ঘটনে আমায় যুগপৎ ব্যগ্র এবং আনন্দাপ্লুত করিতেছে! মৈথিল রাজর্ষি নিজে যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, এজন্য স্বয়ং আসিতে পারেননাই, কিন্তু সীতাও উর্ম্মিলার সহিত অনুজ কুশধ্বজকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে কুমারেরা জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনিও যাহার প্রত্যুদ্গমনার্থ যাইতেছেন—এ মহাত্মা কে?—বিশ্বামিত্র কহিলেন, বিদেহদেশস্থ নিমিবংশীয় রাজর্ষিদিগের বিবরণ শুনিয়া থাকিবে; বৃদ্ধ সীরধ্বজ এক্ষণে সেই বংশীয়দিগের প্রধান। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ইঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়াছেন। কুমারেরা জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! ইঁহারই গৃহে কি মাহেশ্বর ধনুর পূজা হয়? বিশ্বামিত্র কহিলেন হা, ইঁহারই গৃহে সেই ধনু আছে। কুমারেরা আবার কৌতুকাকুলিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—তথায় আরও এক আশ্চর্য্য বস্তু আছে না কি?—অযোনিজা কন্যা?—বিশ্বামিত্র হাসিয়া কহিলেন হাঁ—তাহাও আছে।—সেই সীরধ্বজ স্বয়ং যজ্ঞে ব্রতী আছেন, এজন্য অনুজ কুশধ্বজকে আমার যজ্ঞে পাঠাইযাছেন। তোমরা এই রাজশ্রোত্রিয়ের নিকটে যথোচিত বিনয়াবনত থাকিবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতেই উভয় পক্ষ উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। রাজার দৃষ্টি রাম ও লক্ষ্মণের উপর পড়িল এবং তাঁহাদের অপূর্ব্বশ্রীদর্শনে প্রীত হইয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, এ দুটী নূতন ক্ষতোপ্পনয়ন পরমসুন্দর যুবা পুরুষ কে? বেশভূষাদিতে বোধ হইতেছে ইহারা ক্ষত্রিয়-কুমার হইবে; যেহেতু ইহাদের পৃষ্ঠ তূণযুক্ত; বক্ষস্থল ভস্মলাঞ্ছিত; শরীর রৌরব চর্ম্মে আচ্ছাদিত; মঞ্জিষ্ঠারাগরক্ত অধোবাস মৌর্ব্বী মেখলা দ্বারা নিযন্ত্রিত এবং হস্তে ধনুঃ, অক্ষসূত্রবলয় এবং

পিপ্পলদণ্ড। এই বলিয়াই তিনি স্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এমন রমণীয় মূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই! 'এমন রমণীয় মূর্ত্তিত কখন দেখি নাই' এই কথাটী সীতা ও উর্ম্মিলার হৃদয় মধ্যেও যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা অগ্রসর হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন। ঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আরব্ধযজ্ঞ বিদেহরাজ এবং জনকপুরোহিত গৌতম শতানন্দ সুখে আছেন ত? রাজা উত্তর করিলেন, আপনি যাহাদের সহিত এরূপ কুটুম্ব ব্যবহার পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের অসুখসম্ভাবনা কি? অনন্তর রাজার ইঙ্গিতমাত্রে কন্যাদ্বয় অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজা এই বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়াদিলেন যে, এইটী যজ্ঞবেদিসম্ভূতা সীতা এবং এইটী জনকরাজের দ্বিতীয়া কন্যা উর্ম্মিলা। মুনি 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ রামের কর্ণমূলে কহিলেন দাদা! দেখুন, এই আর্য্যা আশ্চর্য্যপ্রসূতি। রাম দেখিলেন এবং মনে মনে এইমাত্র কহিলেন--ইহার উৎপত্তি দেবযজন হইতে-পিতা ব্রহ্মবাদী রাজা এবং মূর্ত্তি সুপ্রসন্না উজ্জ্বলা: ইহার প্রতি আমার মনে স্নেহের উদ্রেক হইতেছে।

অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! এ দুটী কে? মুনি কহিলেন ইহারা রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। রাম লক্ষ্মণ অমনি সবিনয়ে সমীপবর্ত্তী হইয়া নৃপতির চরণবন্দনা করিলেন। তিনি আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন আজি কি সৌভাগ্য! মহারাজ দশরথের সন্তান দর্শনকরিলাম। মহারাজের পুত্র সন্তান না হওয়ায় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টিনামক যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞপ্রভাবে মহারাজের লোকাতীত রূপগুণসম্পন্ন চারিটী পুত্র জন্মে; এক্ষণে তাহারা সমীচীন শ্রেয়োলাভবাসনায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছে, এই কর্ণসুখাবহ সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, ইহাদের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকুক। অথবা রঘুবংশীয়দিগের উৎকর্ষ নিত্যসিদ্ধই আছে। ভগবান বশিষ্ঠ বেদবিহিত বিধান অনুসারে যাহাদের সর্ব্ববিধ শুভকার্য্যের সংসাধন জন্য

ব্যাপৃত রহিয়াছেন, বৈবস্বত মনুর বংশোদ্ভব সেই ভূপালদিগের মহিমা বাক্য ও বুদ্ধির অগোচর। বিশ্বামিত্র কহিলেন তোমাদিগের ন্যায় নিরন্তর পুণ্যকর্ম্মা ও পবিত্রকীর্ত্তি লোক ব্যতিরেকে রঘুবংশীয়দিগের মাহাত্ম্য আর কে বুঝিতে পারে? যাহা হউক সখে! তোমরা পথিশ্রান্ত হইয়াছ; এই উডুম্বর বৃক্ষের ছায়ায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর—এই বলিয়া সকলের সহিত সেই তরুমূলে উপবেশন করিলেন।

এই সময়েই দূর হইতে "জগৎপতে রামচন্দ্র! জয়ী হও—আমি পতি-সহবাসিনী হইতে চলিলাম" এই শব্দ সমুচ্চরিত হইল। সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। অনন্তর বিবরণ জানিবার জন্য কুশধ্বজ ব্যগ্র হইলে বিশ্বামিত্র কহিলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। মহর্ষি পত্নীর প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে এতাবৎকাল অন্ধতমসে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে রামচন্দ্রের তেজে অহল্যা সেই দণ্ড হইতে বিনির্ম্মুক্তা হইলেন। তোমাদিগের পুরোহিত আঙ্গিরস শতানন্দ ইঁহারই তনয়। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেরই চক্ষু বিস্ময়ে বিকসিত হইল। সীতা স্নেহ ও অনুরাগের সহিত রামের প্রতি অলক্ষিতে দৃষ্টি-পাত করিয়া মনে মনে কহিলেন ইঁহার আকৃতিও যেমন প্রভাবও সেইরূপ। অনন্তর রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! কি বলিব? মহনীয়প্রভাব দশরথকুলচন্দ্র এই রামচন্দ্রকেই সীতা প্রদত্ত হইত, যদি আর্য্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া একটা অপ্রতিবিধেয় বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া না রাখিতেন। এই কথার সমাপ্তির পরেই একজন তাপস আসিয়া কহিল ভগবন্! লঙ্কেশ্বর রাবণের পুরোহিত সর্ব্বমায় নামে বৃদ্ধ রাক্ষস আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে, কার্য্যানুরোধে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। রাক্ষসের নামশ্রবণে কুমারীরা কিঞ্চিৎ ভীতা হইলেন—কুমারদিগের কৌতুক জন্মিল। ঋষি রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে সেই স্থানেই উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

লঙ্কার অধিপতি রাবণ জনকনন্দিনী সীতার লোকাতীত রূপলাবণ্যের

কথা চরমুখে অবগত হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণকরিবার বাসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মাতামহ মাল্যবান্ তাঁহাকে সে বাসনা হইতে বিরত করিয়া কহেন যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা বিবাদ বাধাইবার প্রয়োজন নাই—জনকরাজের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক সীতাকে আনিয়া বিবাহ কর। তদনুসারে সর্ব্বমায় দূত হইয়া মিথিলায় গমন করিয়াছিল। জনকরাজ তাহার প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন প্রকৃত উত্তর না দিয়া তাহাকে কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইতে বলেন। তদনুসারে সর্ব্বমায় সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিল। এক্ষণে সে পূর্ব্বোক্ত উড়ুম্বর তরুসমীপে উপনীত হইয়া প্রথমেই কুমারী দুইটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, এবং মনে মনে কহিল, এই অদ্ভুতাকৃতি জ্যেষ্ঠাটীই বোধ হয় সীতা—মহারাজেরই পত্নী হইবার যোগ্য। অনন্তর ঋষিকে নমস্কার করিয়া রাজার অনাময়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উভয়েই যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্রবিজেতা তোমাদের প্রভুর কুশল ?—রাক্ষস কহিল, হাঁ মহারাজের কুশল;—তিনি আমার দ্বারা আপনাদিগকে জানাইতেছেন যে, আপনাদিগের যে যজ্ঞবেদিসম্ভূত কন্যারত্ন আছে, তিনি তাহার প্রার্থী; যেহেতু রত্ন জগতে যেখানেই থাকুক, দেবরাজের নিকট হইতেও তাঁহারই উপভোগার্থ উপগত হয়। কন্যা কেবল পরের জন্য; যাহাকেই হউক, দান করিতে হইবে—অতএব তাঁহাকেই দান করুন—তিনি আপনাদিগের বন্ধু হইবেন এবং তাঁহার সহিতও আপনাদিগের কুটুম্বতা হইবে। এই কথা শুনিয়া সীতার হৃদয় কম্পিত হইল—তিনি ভাবিলেন কি সর্ব্বনাশ! রাক্ষসে আমায় প্রার্থনা করে! উর্ম্মিলাও উদ্ভ্রান্তাবৎ হইলেন। রাজা ও বিশ্বামিত্র কি উত্তর দিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে লক্ষ্মণ রামের কাণে কাণে কহিলেন, দাদা! দেখিতেছেন না—রাক্ষসে এই দেবীকে প্রার্থনা করিতেছে। তৎকালে রাম মধ্যে মধ্যে সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন যে, কি জন্য এই কুমারী অমৃতবর্ত্তির ন্যায় আমার নয়ন প্রীত করিতেছে! তিনি লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ধীরভাবে উত্তর করিলেন বৎস! বিবাহের

পূর্ব্বে কন্যারা সাধারণী থাকে, তখন হীন ব্যক্তিও তাহাদিগকে প্রার্থনা করিলে নিন্দাভাজন হয় না—রাবণ ত ত্রিভুবনবিজেতা এবং ব্রহ্মার প্রপৌত্র। লক্ষ্মণ কহিলেন আপনি নিতান্ত সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগের স্বভাববৈরী সেই নিশাচরের প্রতিও গৌরবপ্রদর্শন করিতেছেন। সে বেদবিধির বিধ্বংসন করায় আমাদের ক্ষত্রিয়তেজের হানি করিয়াছে এবং ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজর্ষি অনরণ্যকে বধ করিয়াছে। রাম কহিলেন, শত্রু হয়—বধ্য হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ অপ্রমেয়তপা মহাবীর অপ্রাকৃত ব্যক্তিকে তুচ্ছভাবে নির্দ্দেশকরা কর্ত্তব্য নহে। লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার কহিলেন যে ব্যক্তি বীরপুরুষের সমস্ত সদাচার ত্যাগ করিয়াছে, তাহার আবার বীরতা কি?—রাম উত্তর করিলেন বৎস! না—না—ওরূপ কথা কহিও না।—দশানন তাদৃশ বিদ্বান্ ও তাদৃশ মহাকুলপ্রসূত হইয়াও যে ধর্ম্ম্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তাহার কারণ "একাধারে সকল গুণ বর্ত্তে না" এই কথা বই আর কি বলিব? ফলতঃ কার্ত্তিকেয়-বিজেতা এক জামদগ্ন্য ব্যতিরেকে, নির্ব্বিঘ্নে বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করিয়াছে, এমন বীর, তাঁহার ন্যায়, আর কে আছে?—

এ দিকে রাক্ষস অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ কথার উত্তর না পাইয়া কহিল আপনারা কি চিন্তা করিতেছেন? এই পুরোবর্ত্তিনী ভূমিসুতা বীরলক্ষ্মীর ন্যায় সেই জগদেকবীর মহারাজের বিশাল বক্ষস্থল ভিন্ন বিশ্রামলাভের যোগ্যতর স্থল আর কোথায় পাইবেন?

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমত সময়ে আশ্রমের দিকে ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল; সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনকার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত যে সকল মহর্ষি স্ত্রী পুত্রাদির সহিত দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত হইতেছেন, তাঁহাদেরই মধ্য হইতে এই কোলাহল অনুভূত হইতেছে। লক্ষ্মণ সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন সত্য কথা—কিন্তু পুরোভাগে ও কে দৌড়িয়া আসিতেছে?—নারীরূপা বটে কিন্তু কি বীভৎস মূর্ত্তি! দেখিতেছি বৃহৎ

অস্থিনল ও নরকপাল সকল অন্ত্রদ্বারা গাঁথিয়া গলদেশ, কটি ও হস্তে অলঙ্কারের স্থায় পরিয়াছে;—রক্ত পান করিয়া বমন করিয়াছে, সেই উদ্বান্ত রুধিরধারা দোলায়মান স্তনদ্বয়ের উপর কর্দমাকারে লিপ্ত রহিয়াছে; ইহার ঘোররাবে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে; এরূপ বিকটাকারা নারী কখন দেখি নাই! বিশ্বামিত্র কহিলেন এই দুষ্টা সুকেতুর কন্যা, সুন্দাসুরের ভার্য্যা, মারীচের জননী; নাম—তাড়কারাক্ষসী। এই কথা শুনিয়া কুমারীরা রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বিহ্বলমুখে কহিলেন তাত! এ দুষ্টাশয়া কি ভয়ঙ্করা!। রাজা কহিলেন ভয় কি মা! স্থির থাক।

অনন্তর বিশ্বামিত্র রামের চিবুকে হস্তস্পর্শ করিয়া কহিলেন বৎস! ইহাকে নিপাত কর। সীতার বক্ষস্থল কম্পিত হইল—তিনি ভীতনয়নে উর্ম্মিলার মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাম কহিলেন ভগবন্! এ যে স্ত্রী!—অবধ্যা! উর্ম্মিলা অলক্ষিতে সীতার গা টিপিলেন—সীতা চকিতা হইলেন। রাজা কহিলেন সাধু!—সাধু! সত্যই তুমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্ম্মভীরু দাশরথি রামচন্দ্র! রাক্ষস এই কথা শুনিয়া মনে মনে কহিল কি! —এই সেই দশরথতনয় রামচন্দ্র? কি সর্ব্বনাশ! এমন যে তাড়কা, তাহাকেও দেখিয়া বিচলিত হইল না! আবার উহার বধার্থ নিযুক্ত হইয়া অবধ্যা স্ত্রীজাতীয়া বলিয়া ঘৃণা করিল!! বিশ্বামিত্র রামকে সম্বোধন করিয়া আবার কহিলেন বৎস! সত্বর হও—বিলম্ব করিতেছ কেন? দেখিতেছ না কি? সম্মুখে বহুল ব্রাহ্মণবর্গ কষ্টে পড়িয়াছেন। রাম কহিলেন ভগবন্! আপনাদিগের বাক্য বেদবাক্যের তুল্য, সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ। আপনি যে কর্ম্মে অনুমতি দিতেছেন, তাহাতে আর বিচার কি?—এই বলিয়া বীরোচিত পদক্রম সহকারে তাড়কার অভিমুখে গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া সীতার মুখ ম্লান হইল। তাড়কাও রামের দিকে সবেগে ধাবমান হইতে লাগিল, দেখিয়া রাজা ধনুরাস্ফালনপূর্ব্বক, "পাপে দুষ্ট রাক্ষসি! দাঁড়া,—তোকে এখনই যমগৃহে প্রেরণ করিতেছি," এই বলিয়া সেই দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং উচ্চহাস্যসহকারে কহিলেন,

দেখুন—দেখুন—আর্য্যের শরাঘাতে পাপিষ্ঠা নিশাচরীর হৃদয় দেশ ভিন্ন হইল—শরীর কাঁপিয়া উঠিল—নাসাকুহর হইতে রুধিরধারা বহিল—পাপীয়সী ছিন্নমূল তালতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল! কুমারীরা ইহা দেখিয়া "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!" বলিয়া উঠিলেন। রাজা বিস্ময়বিভ্রান্তনয়নে কহিলেন ওঃ! রাজপুত্রের কি দৃঢ়-প্রহারিতা! রাক্ষস উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল হা আর্য্যে তাড়কে! এ কি!—জলে অলাবু মগ্ন হইল—প্রস্তর ভাসিল!—বুঝিলাম আজি রাক্ষসপতির প্রতাপ স্খলিত হইল!—আজি মনুষ্যশিশুর নিকট হইতে এই অভিনব পরাভব উপস্থিত হইল!—হা ভাগ্য! এই স্বজনসংহার আমাকে দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল!—আমি কিছুই করিতে পারিলাম না! জরা ও কাতরতা আমার সকল শক্তি লোপ করিয়াছে! বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন—এ সকলই সত্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাক্ষস পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল হাঁ গো! আমি প্রথমে যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার প্রত্যুত্তর কি? বিশ্বামিত্র কহিলেন সীরধ্বজ জ্যেষ্ঠ এবং সকলের কর্ত্তা—তিনিই এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা জানেন; কুশধ্বজ কনিষ্ঠ হইয়া কি জানিবেন? রাক্ষস কহিল তিনিও কহিলেন কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রই সমুদয় জানেন। বিশ্বামিত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে কহিলেন, রামকে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়া অধিকতর প্রভাবশালী করিতে হইবে; সেই সকল অস্ত্রদানের ইহাই প্রকৃত অবসর; মুহূর্ত্ত ও সবিশেষ মঙ্গল্য; এইরূপ ভাবিয়া কহিলেন সখে কুশধ্বজ! আমি বহু কাল গুরুর পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার নিকটে, প্রয়োগ ও সংহারের মন্ত্রসমেত জৃম্ভক নামক মহাস্ত্র সকল শিক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসমুদয় রামচন্দ্রকে প্রদান করি। রাজা কহিলেন তাহা করিলে রঘুকুল পরমানুগৃহীত হয়।

অনন্তর রামচন্দ্র তাড়কাবধ সম্পাদনপূর্ব্বক সেই উড়ুম্বর বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইলে মহর্ষি আশ্রম হইতে অস্ত্র সকল আনাইয়া সেই স্থানে এবং সেই মঙ্গল মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে যথাবিধি প্রদান করিলেন। অস্ত্রপ্রভায় চতুর্দিক

বিচ্ছুরিত হইল। রাক্ষস দেখিয়া কহিল ওঃ! দিব্যাস্ত্রের তেজ কি দুর্দ্ধর্ষ! বিশ্বামিত্র রামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন বৎস! দিব্যাস্ত্র সকলের বন্দনা করিয়া বিদায় দেও। এ সকল সাধারণ অস্ত্র নহে, ব্রহ্মাদি প্রাচীন মুনিগণ বেদরক্ষার্থ সহস্র বর্ষাধিক তপস্যা করিয়া স্বকীয় তপোময় তেজস্বরূপ এই সকল দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা প্রত্যেকেই ত্রিভুবনের প্রমথন ও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন ভগবন্! এই অনুপম অনুগ্রহে আমি চরিতার্থ হইলাম; এই অনুগ্রহ প্রাপ্তিদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া আর একটী প্রার্থনা জানাইতে অভিলাষ করিতেছি—এই দিব্যাস্ত্রজ্ঞানলাভ আমার ন্যায় লক্ষ্মণেরও হউক। বিশ্বামিত্র বলিলেন 'তথাস্তু'। উর্ম্মিলার মুখকমল বিকসিত হইল। লক্ষ্মণ প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে বলিলেন, কি মহৎ অনুগ্রহ! এই বিদ্যালাভ হওয়ায় সহসা আমার প্রজ্ঞা উন্মীলিত হইল!—শরীরে যেন অপরিমিত শক্তি জন্মিল! এবং আত্মা যেন জ্যোতির্ম্ময় হইল! অনন্তর রাম দিব্যাস্ত্র দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি বিশ্বের মিত্র ভগবান্ বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলাম। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করিব —এক্ষণে তোমরা নিজ স্থানে অবস্থিতি কর,—তোমাদিগকে নমস্কার।

তাড়কাবধ, দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যাপার সমস্ত অবলোকন করিয়া রাজা কুশধ্বজ সাতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইয়া কহিলেন ভগবন্! আর্য্য সীরধ্বজের ধনুর্ভঙ্গপণে আমরা কি বঞ্চিতই হইয়াছি! এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেবতুল্য রামচন্দ্রকে সীতা সমর্পণকরিতে পারিলাম না! বিশ্বামিত্র কহিলেন সখে! এখনও কি তাহা অসম্ভব মনে করিতেছ? রাম মাহেশ্বরধনুর্ভঙ্গে সমর্থ কি না, এই মুহূর্ত্তেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পার। বোধ হয় তুমি জান না, প্রিয় মিত্র সীরধ্বজ ধনুটী আমারই আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি ঐ স্থানেই ধনু আনিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাক্ষস চকিত হইল এবং ভাবিল ইহাদের

অভিপ্রায় অনুরূপ। অনন্তর সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভোঃ কুশ-ধ্বজ! আর কতক্ষণ চিন্তা করিবে?—আমার প্রস্তাবের উত্তর দেও। রাজা কহিলেন উত্তর ত দিয়াছি—আর্য্য সীরধ্বজ জানেন। রাক্ষস কহিল আমিও ত প্রত্যুত্তর দিয়াছি—তিনি কহিয়াছেন কুশধ্বজ জানেন। এই সময়েই ধনু উপস্থাপিত হইল। বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন বৎস রামচন্দ্র! সম্মুখে যে ধনুক খানি উপস্থিত দেখিতেছ, ইহা শিবের ধনু। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ইহা রাজর্ষি জনককে দান করিয়াছেন। জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই ধনু যিনি ভঙ্গকরিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি তাঁহার দেবযজনসম্ভূতা সীতানাম্নী কন্যা প্রদানকরিবেন। সীতাকে পাইবার আশয়ে অনেকানেক রাজপুত্র এখানে আসিয়া ভগ্নমনোরথ ও লজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। বৎস! তুমি ইহাতে কৃতকার্য্য হও।

বিশ্বামিত্রের বচনাবলী শ্রবণকরিয়া সীতা ভাবিলেন এইবারে সংশয়া-পন্ন হইলাম। রাম গভীর দৃষ্টিতে একবার ধনুকের প্রতি নিরীক্ষণ করি লেন। অনন্তর ঋষি ও রাজার চরণবন্দনাপূর্ব্বক ধনুকের সমীপবর্ত্তী হইয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রণাম করিলেন এবং ঐ ধনু ভূমিতল হইতে উদ্ধৃত করত মৌর্ব্বীযোজনা করিয়া সবলে এমত আকর্ষণ করিলেন যে, উহা মর্ মর্ শব্দ সহকারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সীতা আনন্দ ও লজ্জায় জড়ীকৃত হইয়া মধুরতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন; উর্ম্মিলা হর্ষভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন কি সৌভাগ্য! লক্ষ্মণ আনন্দ বেগে উচ্ছলিত হইয়া কহিলেন কি আশ্চর্য্য! আর্য্যের সবল আকর্ষণে শৈব শরাসন ভগ্ন হওয়ায় যে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, উহা এখনও যেন আমাদের কর্ণবিবরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! আর্য্যের অদ্ভুত বালচরিতের ঘোষণাপক্ষে এই টঙ্কারধ্বনিই জগতে ডিণ্ডিমধ্বনি হইল। রাক্ষস ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধপ্রায় হইয়া মনে মনে কহিল দুরাত্মা রামের কি অলৌকিক অদ্ভুত শক্তি!! রাজা হর্ষভরে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কহিলেন বৎস—রঘুনন্দন—রামচন্দ্র! এস এস—আমি তোমায় চুম্বনকরি—আলিঙ্গনকরি—হৃদয়ে রাখিয়া রাত্রি

দিন বহনকরি—অথবা তোমার চরণপঙ্কজদ্বয় বন্দনাকরি! রাম লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন অতি বাৎসল্য বশতঃ অযোগ্য কথা বলিতেছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন সখে! তুমি গুরু—রাম তোমার অর্ভকস্বরূপ। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনারা সীতাকে যে সকল আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা সফল হইল,—এক্ষণে এই উৎসবেই আমি লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা দানকরিলাম। দানের কথা শুনিয়া কুমারীরা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা ও সাশ্রুনেত্রা হইলেন। রাক্ষস মনে মনে কহিল—যাহা দেখিবার তাহা দেখিলাম। আর কি? বিশ্বামিত্র কহিলেন রাজন্! তোমার এ শুভ প্রস্তাবে আমি অত্যাহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলাম। কিন্তু আমার আরও কিছু কথা আছে। রাজা কহিলেন আজ্ঞা করুন। মিশ্বামিত্র কহিলেন মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামে তোমার যে দুই কন্যা আছে, আমি ভরত ও শত্রুঘ্নের নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রার্থনা করি। রাক্ষস কুপিত হইয়া মনে মনে কহিল, বনবাসী ও ব্রাহ্মণ হইয়াও দুরাত্মার ক্ষত্রিয়ের সহিত কুটুম্বভাব অবলম্বনের আগ্রহ দেখ। রাজা উত্তর করিলেন--ভগবন্! এ বিষয়ে কি কিছু বিচার্য্য আছে? তবে এক কথা এই যে, আমি স্বাধীন নহি—আর্য্য সীরধ্বজ ও শতানন্দকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলে ভাল হয় না কি?—বিশ্বামিত্র হাসিয়া কহিলেন আমিই সীরধ্বজ ও শতানন্দের কার্য্যবিবেক্তা—অতএব তজ্জন্য তোমার কোন শঙ্কা নাই। রাজা কহিলেন তবে এক্ষণে আপনকার আজ্ঞাই প্রমাণ; জনক ও রঘুবংশীয়দিগের সম্বন্ধ কাহার প্রীতিপ্রদ না হইবে—যে সম্বন্ধে আপনিই দাতা ও আপনিই গ্রহীতা।

এইরূপ কথোপকথনের পর বিশ্বামিত্র আপন এক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং আমার কথানুসারে ভগবান্ বশিষ্ঠকে এই কথা জানাও যে, আমি শতানন্দের স্থানীয় হইয়া নিমিবংশীয় চারিটী রাজকন্যা চারিটী রঘুকুমারকে দানকরিয়াছি, এবং বশিষ্ঠের স্থানীয় হইয়া ঐ দত্তা কন্যাদিগকে গ্রহণকরিয়াছি। এক্ষণে

আপনি সকল মহর্ষি ও কুটুম্বস্বজনকে নিমন্ত্রণ করত যথোচিত সজ্জার সহিত মহারাজ দশরথকে সঙ্গে লইয়া বিদেহনগরে আগমন করুন; তথায় মৈথিলরাজের যজ্ঞসমাপ্তির পর গোদানমঙ্গল অনুষ্ঠিত হইলে কুমারদিগের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কুমারেরা মনে মনে ভাবিলেন এ ব্যাপার আমাদিগের প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইল। কুমারীরা এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন যে, ভাগ্যক্রমে আমাদের সকল ভগিনীর চিরকাল একত্র থাকা ঘটিল।

রাক্ষস আর স্থিরচিত্তে থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে কহিল, মহাশয়! আর একবার আমি ধর্ম্মকথা বলি—শুনুন। আপনারা এই কন্যাকে যে পাত্রান্তরে দিতেছেন, তাহা আপনাদিগেব ভাল কার্য্য হইতেছে না। পৌলস্ত্য ইচ্ছা করিলে ইহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনি যে নয়মার্গানুসারে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা আপনাদিগের শ্লাঘার বিষয় জ্ঞানকরা উচিত। তিনি ত্রিলোকপতি; তাঁহার সহিত সখ্য আপনাদিগের কি স্পৃহনীয় নহে?। আমি বলিতেছি এই সীতাকে যে কোন প্রকারে হউক, লঙ্কায় যাইতেই হইবে।

এই কথার কোন উত্তর দেওয়া হইতে না হইতেই আশ্রমের দিকে পুনর্ব্বার কোলাহল উদ্গত হইল। সকলেই সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আকালিক মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্করাকার—এই দিকেই দৌড়িয়া আসিতেছে—এ দুই জন কে? বিশ্বামিত্র কহিলেন ইহাদের এক জন মারীচ, অপর সুবাহু। ইহারা রাবণের অনুচর; যজ্ঞের বিঘ্নকরাই ইহাদিগের কার্য্য। এই বলিয়া তিনি রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ঐ দুই যজ্ঞবিঘ্নের নিরাকরণের জন্য আদেশ দিলেন। আদিষ্ট হইবামাত্র তাঁহারা ধনুর্ব্বাণগ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুই রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। কুমারীদ্বয়ের মুখশশী পুনর্ব্বার মেঘাচ্ছন্ন হইল; বৃদ্ধ রাক্ষস সর্ব্বমায় বড় আনন্দিত হইল; সে ভাবিল—উত্তম হইয়াছে! যখন্ মহাবীর মারীচ ও সুবাহু উপস্থিত, তখন্ ইহারা যজ্ঞধ্বংস না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। যাহাহউক, কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে; তৎপরে মাল্যবানের নিকটে

যাইয়া সমস্ত বিবরণ জানাইব। এই সময়ে রাম লক্ষ্মণ ও সুবাহু মারীচের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। তদ্দর্শনে রাজা ধনুরাস্ফালনপূর্ব্বক দূর হইতে উচ্চস্বরে কহিলেন বৎস রাম! বৎস লক্ষ্মণ! সাবধান হইয়া যুদ্ধ কর —এই আমি তোমাদিগের সহচারী হইতেছি; এই বলিয়া তিনি তদভি-মুখে গমনে উদ্যত হইলে, বিশ্বামিত্র হাসিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক থামাইলেন এবং কহিলেন সখে! স্থির হও—সহানুজ রামচন্দ্রের পরাক্রম কতদূর, এইখানে বসিয়াই দেখ। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা দেখিলেন সুবাহু রামের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল—মারীচ অসহনীয় বাণ বেগে প্রতিহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করিল, এবং তাহাদের অনুচরেরা হত ও আহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া সর্ব্বমায় পলায়ন করিল। অনন্তর বিশ্বামিত্র পরমা-নন্দের সহিত সকলকে সমভিব্যারে লইয়া আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে যজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত কয়েক দিন পরম সমাদরে রাখিলেন; পরে তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় গমন করিলেন। ওদিকে ভগবান্ বশিষ্ঠ মহারাজ দশরথ ও তাঁহার আনুযাত্রিকগণকে সঙ্গে লইয়া ঐ সময়েই মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় জনকের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর ও শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির শুভ পরিণয়কার্য্য যথাবিধি ও যথোচিত সমারোহের সহিত সমাহিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাল্যবান্ রাবণের মাতামহ ও অমাত্য। তিনি সর্ব্বমায়ের নিকট হইতে সিদ্ধাশ্রমের সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বৎস্যোনাস্তি উদ্বিগ্ন হই-লেন এবং লঙ্কাস্থ রাজভবনের এক নিভৃত গৃহে বসিয়া মনে মনে ঐ

বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, তাড়কা ঘাতী দশরথসুতের কি অদ্ভুত পরাক্রম! মহীধরসদৃশ মারীচও তাহার বাণবেগ সহ্য করিতে পারে নাই! তাদৃশ বাহুবলসম্পন্ন মহাবীর সুবাহু এবং তাহার অনুচরগণ তাহার শরমুখে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! দেবতাদিগের তেজোময় সেই শাম্ভবীয় ধনুও রাম দ্বিখণ্ড করিয়াছে! বিশ্বামিত্র বড় গভীরবুদ্ধি লোক। আমাদের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন হইবে—বা আমরা ভীত হইব, এই বুঝিয়াই তিনি আমাদের দূতের সমক্ষেই রামকে বিজয়-জননী অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিয়াছেন। সীতাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিলে জনক রাজার যে লাঘব হইত, তাহা হইল না, এ দিকে রামের অত্যদ্ভুত বলবিক্রম দর্শনে দেবতারা সাহসী হইয়া উঠিল; বোধ হয় তাহারা আর আমাদের সেরূপ মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিবে না। ফলতঃ আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, রাবণের প্রতাপ আর অক্ষুণ্ণ থাকে না—ভগ্ন হয়!

মাল্যবান্ গভীরভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে রাবণ-ভগিনী শূর্পনখা সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং মাতামহকে প্রণামাদি করিয়া সমীপে আসীন হইলে মাল্যবান্ তাহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসাকরিলেন। শূর্পণখা কহিল আমি এইমাত্র রাজসভা হইয়া আসিলাম; তথায় শুনিলাম মিথিলায় সে সকল বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে, আর ঐ বিবাহের পর অগস্ত্য মহর্ষি মাহেন্দ্রধনু রামকে যৌতকস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। মাল্যবান্ শুনিয়া সচিন্ত হইলেন এবং কহিলেন পৃথিবীতে যে সমস্ত অতর্ক্যশক্তি আয়ুধ ছিল, তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মর্ষিদিগের নিকট হইতে রামে উপনত হইতেছে! ব্রাহ্মণদিগের অনুগ্রহই ক্ষত্রিয় জাতির অমোঘ অস্ত্র; যেহেতু ব্রাহ্ম ও ক্ষত্রিয় তেজ একত্র মিলিত হইলে দুরাধর্ষ হয়। শূর্পনখা কহিল, রামত মানুষ, তজ্জন্য এত চিন্তা কি? মাল্যবান্ কহিলেন, বৎসে! এরূপ কহিও না। মানুষ হইলে কি হয়—রাম অতি অদ্ভুত পদার্থ! আজি সুরাসুর সকলেই রামের চরিতকীর্ত্তন করিতেছে। ঋষিরাও সৎপাত্র দেখিয়া রামেতেই সকল শক্তি সমর্পণ করিতেছেন।

ব্রহ্মাও বরপ্রদান সময়ে মানুষ হইতেই আমাদের ভয়ের কথা বলিয়াছিলেন। এমত স্থলে রামের সহিত বিরোধ না করিয়া সদ্ভাব করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইত, কিন্তু তাহা হইবার যো নাই। যেহেতু রাম স্বভাবতঃ ধর্ম্মের রক্ষিতা, আমরা ধর্ম্মধ্বংসকারী; সুতরাং বিরোধ অপরিহার্য্য, কিন্তু এ বিরোধ বড় প্রবল প্রতিযোগীর সহিত। শূর্পণখা কহিল সে সত্যকথা: তাহা না হইলে মহারাজ এত উদ্বিগ্ন হইবেন কেন? আমি দেখিয়া আসিলাম, তিনি রাজসভায় অবনত-বদনে ও শূন্যমনে বসিয়া আছেন—কাহারও সহিত অধিক কথা কহিতেছেন না। মাল্যবান কহিলেন, ওরূপ উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্টই কারণ আছে। দেখ দেখি বিদেহরাজের কি গর্ব্ব! কন্যাদান করিলে যুগাদিগুরু প্রজাপতি-সন্তান মহর্ষিগণ এবং আমরা তাহার কুটুম্ব হইতাম, তাহা তাহার শ্লাঘনীয় হইল না! না হউক—কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ, তপোবলে প্রদীপ্তশ্রী ও জগতের অধিপতি মহারাজ দশাননকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করিল!—কি আশ্চর্য্য! মহারাজ স্বয়ং অর্থিতাপ্রকাশ করিয়াও লব্ধকাম হইলেন না! আবার তাঁহারই বিরুদ্ধাচারী ও অনিষ্ট-কারী দাশরথিকে সেই কন্যা প্রদত্ত হইল! শত্রুর এরূপ উৎকর্ষ, আপনার ঈদৃশ মাননাশ ও যশোহানি এবং এতাদৃশ স্ত্রীরত্নের অপ্রাপ্তি, দৃপ্তস্বভাব রাবণ কিরূপে উপেক্ষা করিবেন?

এই অবসরে এক রক্ষিপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনারা মধ্যে মধ্যে পরশুরামের নিকটে দূতপ্রেরণ করিয়া থাকেন; সম্প্রতি যে দূত পাঠাইয়াছিলেন, সে এই পত্রখানি আনিয়াছে, এই বলিয়া পত্রপ্রদান পূর্ব্বক রক্ষিপুরুষ চলিয়া গেল। মাল্যবান্ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রোল্লিখিত কথা এই—"স্বস্তি—মহেন্দ্রদ্বীপ হইতে পরশুরাম লঙ্কানগরীতে অবস্থিত অমাত্য মাল্যবানকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন, এবং পরম-মাহেশ্বর লঙ্কেশ্বরকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিতেছেন যে, আমরা দণ্ডকা-রণ্যবাসী তপোধনদিগকে অভয়দানের অঙ্গীকার করিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি শুনিতেছি যে, বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি তোমাদের স্ববর্গীয়েরা তথায় উপদ্রব করিতেছে, অতএব তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া সাধুবৃত্তি অবলম্বন

করাও; বিবেচনা কর, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উপদ্রব না করাই তোমা-দিগের মঙ্গল—কারণ, তাহা না করিলেই জামদগ্ন্য তোমাদিগের মিত্র থাকেন, নচেৎ তোমাদিগের প্রতি তাঁহার মন কলুষিত হয়।" শূর্পনখা শুনিয়া কহিল, প্রভুরা অধীনদিগকে যেরূপ ভাবে পত্র লেখেন, এ পত্র-খানিও সেইরূপ; ইহা আমার ভাল লাগিতেছে না। মাল্যবান্ কহিলেন বৎসে! বল কি?—তিনি যে জামদগ্ন্য! তাঁহার ন্যায় আভিজাত্য, তপস্যা, বিদ্যা, বল, বিক্রম পৃথিবীতে আর কাহার আছে? তিনি এক্ষণে শান্তিগুণাবলম্বী এবং সর্ব্বস্ব দানকরিয়া নিরীহভাবে অবস্থিত। দশানন শৈব, তিনিও শৈব,—তিনি সময়ে সময়ে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং সেই উপদেশদানসময়ে তাঁহার ভাষা কখন কখন কিছু কর্কশ হয়। এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি নিমীলিতনয়নে গাঢ়-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চিন্তা করিতে-ছেন? মাল্যবান্ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন বৎসে! এই ভাবিতেছি যে, জামদগ্ন্য শিবের শিষ্য; রাম যে শৈবধনুঃ ভঙ্গকরিয়াছে, এ সংবাদ যদি তাঁহাকে জানান যায়, তাহা হইলে তিনি কখনই ক্ষমা করিবেন না; অবশ্যই রামের সহিত যুদ্ধ করিবেন; সেই যুদ্ধে যদি দুই জনেরই নিধন হয়, তাহা হইলে ত ভালই—কিন্তু তাহা যদি না হয়; যদি এক পক্ষেরই জয় হয়, তাহা হইলে কিরূপ হইবে—তাহাই চিন্তার বিষয়। যদি পরশুরাম বিজয়ী হয়েন, তবে তিনি যেরূপ কোপনস্বভাব, তাহাতে রামকে বিনষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, সুতরাং আমাদের একান্ত অভীপ্সিত রাম নিধন সাধিত হইবে। কিন্তু যদি রাজপুত্র জয়ী হয়—তাহা হইলে কিরূপ হইবে?—সে ব্রাহ্মণহিতৈষী, সুতরাং ব্রহ্মর্ষিকে বধ করিবে না। পরা-জয়ের পর ভার্গব মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলে তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র সকল উহার হস্তগত হইতেও পারে। ফলতঃ ভার্গবের পরাজয় আমাদের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর।

শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল, বিশেষ কি? কিছু বুঝিতেছি না। মাল্যবান

কহিলেন বৎসে! বিশেষ এই যে, জামদগ্ন্য এক্ষণে অরণ্যচারী; তিনি রাঘবকে বধ করিয়াও পুনর্ব্বার সেই অরণ্যচারীই থাকিবেন; কিন্তু রাঘব অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী; সে ভার্গবকে পরাজিত করিতে পারিলে সকলেই তাহাকে উৎসাহশক্তিসম্পন্ন ও মহাবিজয়ী মনে করিবে। দেবতারা মনে মনে আমাদিগের প্রতি কুপিত আছেন, তাঁহারা এতাদৃশ মহাবীরকে আপনাদের স্ববর্গীয় না করিয়া ছাড়িবেন না। রাবণকে পরাজিত করাতেই কার্ত্তবীর্য্যের পরাক্রম প্রচণ্ড বলিয়া প্রথিত হইয়াছিল। জামদগ্ন্য সেই কার্ত্তবীর্য্যের নিহন্তা। এক্ষণে দাশরথি যদি সেই জামদগ্ন্যকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে ত পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ আর কেহই থাকিবে না! শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এ বিষয়ে কি বিবেচনা করিতেছেন?—মাল্যবান্ কহিলেন, পরশুরামের উত্তেজন করাই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। শূর্পণখা কহিল, আপনিই ত কহিলেন তাহাতে এক-পক্ষে সাতিশয় অনিষ্ট-শঙ্কা আছে। মাল্যবান্ কহিলেন, সত্য বটে, কিন্তু যদিই সেরূপ ঘটে, শক্ত্যনুসারে তাহারও প্রতিবিধান করা যাইবে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিও যে, যদি এখনকার পরশুরাম, পূর্ব্বের সেই পরশু-রামই থাকেন, তাহা হইলে পরশুরামের পরাজয় কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। যাহা হউক এক্ষণে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, চল আমরা মহেন্দ্রদ্বীপে গিয়া মিথিলায় যাইবার জন্য পরশুরামকে উত্তেজিত করি। তাঁহাকে দর্শন করাও একটা পরম লাভ জানিও—যেহেতু তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন—তিনি মাহাত্ম্যের সাগর, পবিত্রতার আকর, নিরতি-শয় সুজন, সকলের সুখপ্রদ এবং সর্ব্বঙ্কষ প্রভুত্ব ও বিশুদ্ধ তপস্যার এক-মাত্র আধার। তাঁহাকে দেখিলে সত্ত্বগুণের উদ্রেক ও পাপের ধ্বংস হয়।

অনন্তর মাল্যবান্ শূর্পণখাকে সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন, এবং তথায় পরশুরামের সাক্ষাৎকার ও চরণবন্দনাপূর্ব্বক দাশরথিকৃত শৈবশরাসনভঙ্গের কথা উত্থাপনকরিয়া তাঁহাকে এরূপে উত্তেজিত করি-লেনযে, তিনি ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া রামনিধনের জন্য তৎক্ষণাৎ বিদেহ-নগরে যাত্রা করিলেন।

যৎকালে পরশুরাম জনকপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তৎকালে রামচন্দ্র সীতা ও তাঁহার সখীগণের সহিত কন্যান্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। একজন শুদ্ধান্তচারী পুরুষ তথায় আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে ভগবান্ পরশুরাম আসিয়াছেন। তিনি আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত কহিলেন যে, কৈলাসপর্ব্বতের উদ্ধরণের ও ত্রিভুবনবিজয়ের দ্বারা যাঁহার বাহুবল পরীক্ষিত হইয়াছিল, সেই রাব-ণেরও বিজেতা কার্ত্তবীর্য্য ও যাঁহার পরশুমুখে দেহপাত করিয়াছে; যিনি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়দিগকে রণশায়ী করিয়াছেন; যাঁহার শস্ত্রবলে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের তলভেদ হইয়াছে; গণপতি কার্ত্তিকেয় ভৃঙ্গি প্রভৃতি ও যাঁহার রণপাণ্ডিত্যে পরাজিত হইয়াছেন, সেই পরশুরাম নিজগুরু শঙ্করের শরাসনভঙ্গে কুপিত হইয়া আসিয়াছেন এবং আপনাকে দেখিতে চাহি-তেছেন।

রামচন্দ্র শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া জামদগ্ন্যের সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত কৃতোদ্যম হইলেন। সীতা ও সখীগণ ব্যাকুল হইয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাম কহিলেন, ভগবান্ পরশুরাম সদ্গুণের আকর, ত্রিপুরান্তক মহাদেবের শিষ্য, শাস্ত্রানুশীলন-জনিত বিশুদ্ধচরিত্রতার আদর্শ এবং ভৃগুবংশের ধুরন্ধর; বিশেষতঃ আমাকে দেখিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন; তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়, অতএব তোমরা ভীত হইয়া কেন আমার গমনে বাধা দিতেছ? সীতা বিহ্বলমুখী হইয়া সখীদিগের মুখে নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, এখন্ কি করি? সখীরা কহিল কুমার! এত ত্বরার প্রয়োজন কি?—রাম কহিলেন বিলম্বে উৎসাহের ভঙ্গ হয়। সখীরা কহিল শুনি-য়াছি পরশু রাম বার বার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছেন—তাঁহার সাহস অতি বিষম! রাম কহিলেন, কেবল ঐ কথামাত্র বলায় তাদৃশ মহা-জ্ঞাননিধির মাহাত্ম্যের অপহ্নব করা হয়। তিনি একবিংশতিবার পৃথি-বীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছেন; কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করি-য়াছেন; অশ্বমেধ যজ্ঞে নিজ গুরু কশ্যপকে সদ্বীপা পৃথিবী দান করি-

য়াছেন, এবং শস্ত্রবলে সমুদ্রের বারিরাশি উৎসারিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে দ্বারদেশে অতিশয় কোলাহল হইয়া উঠিল, এবং একটী বালক দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, ভার্গব মুনি ক্রোধভরে আপনকার অন্বেষণ করিতে করিতে এই কন্যান্তঃপুরেই প্রবেশ কবিতেছেন! দ্বারবানেরা তাঁহার আকার দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইয়াছে; কেহই তাঁহাকে নিষেধকরিতে সাহসী হয় নাই। রাম শুনিয়া ধীরস্বরে কহিলেন, ইহাঁরাই সদাচারপদ্ধতির প্রণেতা;—ইনি তাদৃশ বিজ্ঞ হইয়াও কেন এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন? যাহা হউক সত্বরেই নিকটে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য হইতেছে, এই বলিয়া আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সখীরা কহিল ঐ শোন চতুর্দ্দিকে "হা রামচন্দ্র! হা চন্দ্রমুখ! হা জামাতঃ!" এই শব্দ কেবল উত্থিত হইতেছে। ভর্ত্তৃদারিকে! তুমি স্বয়ং কুমারকে নিবারণ কর। সীতা কহিলেন আমরা সত্বরে যাই—উনি অনেকদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, এই বলিয়া সবেগে ধাবমান হইলেন। সখীরা কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কহিল কুমার! কুমার! একটু দাঁড়াও—ভর্ত্তৃদারিকা তোমার অনুসরণ করিতেছেন—কিন্তু অত বেগে যাইতে পারিতেছেন না। রাম শুনিবা মাত্র প্রণয় ও অনুকম্পায় পরিপ্লুত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং কহিলেন তোমাদের সখী ভীতা ও কাতরা হইয়াছেন, উহাঁকে সান্ত্বনা করা তোমাদিগেরই কর্ত্তব্য। সখীরা সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! ভর্ত্তৃদারক সুরাসুর বিমর্দ্দন-সমর্থ, অদ্বিতীয় বীর, বিজয়লক্ষ্মী-লক্ষণলাঞ্ছিত এবং কি বীরত্ব কি বিনয় কি সৌন্দর্য্য—সর্ব্ব বিষয়েই জগতে উপমারহিত, ইত্যাদি কথা বলিয়া তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের নিকট প্রশংসা করিয়া থাক—এবং সেইরূপ প্রশংসা করিবার সময়ে আহ্লাদে তোমার নেত্র বিস্ফারিত হইয়া উঠে, তবে এক্ষণে উহাঁর বিজয়যাত্রাসময়ে কি জন্য এত কাতরা হইতেছ? সীতা কহিলেন সর্ব্বক্ষত্রিয়ধ্বংসকারী পরশুরামের সম্মুখে যাইতেছেন, এই জন্য। রাম স্নেহ ও পরিহাসের সহিত কহিলেন

প্রিয়ে! নির্ভয়ে ও সুস্থ মনে ফিরিয়া যাও; দেখিতেছি তুমি ভয়ে কাঁপিতেছ, তোমার মধ্যভাগ যেরূপ ক্ষীণ, তাহাতে এমন বিষম কম্পনে ভাঙ্গিয়া যাইবে! সীতা শুনিয়া লজ্জিতা ও অধোমুখী হইলেন।

এই সময়ে অনতিদূরেই শব্দ হইল "দাশরথি রাম কোথায়?" সখীরা ভয়বিহ্বলমুখে কহিল তিনিই ডাকিতেছেন নয়? রাম কহিলেন তাদৃশ মহাবীরের ভিন্ন এরূপ জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর আর কাহার হইতে পাবে?—যাহা হউক এই স্বরে আমার কর্ণবিবর যেন আপ্যায়িত হইতেছে। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সীতা আর থাকিতে না পারিয়া পুরোভাগে গমন করত তাঁহার ধনুকখানি ধরিলেন এবং কহিলেন আর্য্যপুত্র! যতক্ষণ পিতা না আইসেন, ততক্ষণ তোমার যাওয়া হইবে না। সখীরা ভাবিল বিপদাশঙ্কায় ভর্ত্তৃদারিকার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল! রাম মনে মনে ভাবিলেন প্রীতি অপর সকল ভাবকেই পরাজিত করে। অনন্তর সীতার চিবুকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তবে ধনুক খানি ছাড়িয়াই যাইব। এই সময়ে অদূরে আবার শব্দ হইল, "রাম দাশরথি কোথায়?" রাম যাইবার জন্য আরও উৎসুক হইলেন। সীতা কহিলেন যদি ধনুক ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা কর, তবে বলপূর্ব্বক তোমায় ধরিয়া রাখিব। শুনিয়া আহ্লাদে রামের হৃদয়কন্দর পরিপ্লুত এবং মুখকমল বিকসিত হইল। এই সময়ে সখীরা পুরোভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, সকল ক্ষত্রিয়কুলের মহারাক্ষস ভার্গব মুনি ঐ আসিতেছেন—ওঃ—কি ভয়ানক মূর্ত্তি!—হস্তে শাণিত পরশু সূর্য্যকরস্পর্শে ঝক্ ঝক্ করিতেছে; মস্তকে জটাভার অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে, এবং পদভরে বসুন্ধরা কাঁপিতেছে। রাম দেখিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন হাঁ ইনিই সেই ভৃগুনন্দন। ইহাঁকে যে, ত্রিভুবনের মধ্যে একবীর, দুর্দ্ধর্ষ তেজোরাশি, অপরিমেয় প্রতাপ ও তপস্যার আধার এবং মূর্ত্তিমান্ বীররসস্বরূপ বলিয়া থাকে, তাহা যথার্থ। আশ্চর্য্য!—ইনি পবিত্র হইয়াও ভীমকর্ম্মা এবং ব্রতশোষিতশরীর হইয়াও অমিতশক্তি। ইহাঁকে দেখিলে বোধ হয় যেন ইনি ত্রিপুরবিজয়ী ভগবান্ ত্রিলোচনের ব্রাহ্মণ-

বেশধারিণী প্রলয়কালিকী সংহারমূর্ত্তি। ইহাঁর আকারে শান্তি ও বীরতা উভয় রস যেন মিলিত হইয়া রহিয়াছে। দেখ ইহাঁর পরিধান কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, স্কন্ধে তূণীর এবং হস্তে শরাসন, শর ও কুঠার!—ইনি নিকটেই আসিলেন। ইনি গুরু লোক, অতএব প্রিয়ে! তুমি অপসৃতা এবং কৃতাবগুণ্ঠনা হও। সীতা ভয়বিভ্রান্তনয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! রক্ষা কর—রক্ষা কর—অসমসাহসিকের কার্য্য করিও না। রাম কহিলেন অয়ি প্রিয়ে! উনি মুনি এবং বীর—যে ভাবেই আমার নিকটে আসুন—তাহাই আমার প্রিয়। অনন্তর অতি মৃদুলস্বরে বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি কাঁপিতেছ কেন? তুমি যে ক্ষত্রিয়া! এবং আমিও এই বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাবীরের বাহুকণ্ডূতিনিবারণসমর্থ রঘুবংশীয় ক্ষত্রিয়!

এই অবসরে জামদগ্ন্য সমীপবর্ত্তী হইলেন। তিনি কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ক্রোধভরে আপনিই কহিলেন দেখ দেখি—দুরাত্মা ক্ষত্রিয়বটুর কি অনাত্মজ্ঞতা! সে ধনুর্ভঙ্গকালে ভগবান্ ভবানীপতিকে স্মরণকরিয়া ভীত হইল না! না হউক—তিনি শান্তস্বভাব ও সর্ব্বভূতে সমান দয়াবান্।—কিন্তু মদমত্ত তারকাসুরের নিপাত করিয়া যে সমস্ত সংসারকে নিরুপদ্রব করিয়াছে, তাঁহার সেই পুত্র স্কন্দকে অথবা স্কন্দেরই তুল্য প্রিয় শিষ্য আমাকে সে কিরূপে বিস্মৃত হইল? আমি যে, এত দিন নিরীহ হইয়া শমগুণ অবলম্বন করিয়াছিলাম, ইহা তাহারই তিক্ত পরিণাম। যেহেতু ক্ষত্রিয়েরাও আবার আধিপত্য করিতে চলিল—আবার আয়ুধ ধারণ করিল! এবং আমাকেও আবার তাহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার সকল শুনিতে হইল। রাম এই সমস্ত দর্পবচন শ্রবণকরিয়াও কিছু মাত্র বিকৃতচিত্ত হইলেননা—তিনি মনে মনে কহিলেন অপ্রমেয় তপোরাশি, প্রচণ্ডবীর্য্য, যশোনিধি ও মদাধ্মাত মুনিবর রোষবশে অভিধাবন করিতেছেন, দেখিয়া আমার এই বাহু অভিনবশিক্ষিত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে ও পাদগ্রহণ করিতে যুগপৎ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বুঝিতেছি ইহা শিষ্টাচার প্রদর্শনের স্থল নহে।

এই সময়ে জামদগ্ন্য উচ্চ ও বিকৃতস্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাশরথি রাম কোথায়?" রাম উত্তর করিলেন, আমি এই এখানে আছি—আপনি এই দিকে আসুন। জামদগ্ন্য চকিত হইলেন এবং কহিলেন সাধু রাজপুত্র সাধু!—তুমি সত্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয়। আমি দর্পবেগে বিমর্দ্দন করিবার জন্য তোমায় অন্বেষণ করিতেছি, তুমি সেই আমারও নিকটে, মৃগেন্দ্রমুখে করিকরভের ন্যায়, আত্মসমর্পণ করিতেছ! স্ত্রীগণ এই কথা শুনিয়া অমঙ্গলোক্তি নিরাসবাসনায় "শান্তি শান্তি" বলিয়া উঠিল। জামদগ্ন্য রামের সর্ব্বাবয়ব নিরীক্ষণ করত মনে মনে ভাবিলেন, ক্ষত্রিয়কুমারটী বড় রমণীয় ছিল! ইহার আকার যেমন মুগ্ধ তেমনই প্রগল্‌ভ, যেমন মনোহর তেমনই গম্ভীর। একবার মাত্র দেখিয়াই ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যে আমার মন আবর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ইহাকে বধ করিতেই হইবে;—হায়! নিষ্ঠুর বীরব্রতে ধিক্! অনন্তর রামকে কহিলেন অবিমর্দ্দিতপূর্ব্ব শাম্ভবধনুর্বিমর্দ্দনে জামদগ্ন্য কুপিত হইয়াছেন, তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্ত-ভীমভুজদণ্ডপ্রেরিত এই জ্বালাভাস্বর পরশু আজি তোমার কণ্ঠচ্ছেদ করিবে। এই পরশু মহাদেবের হস্ত হইতে বিযুক্ত হওয়াতেই তাঁহার নাম 'খণ্ডপরশু' হইয়াছে।

রাম ধৈর্য্য, বহুমান ও কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনি সানুচর কার্ত্তিকেয়কে পরাজিত করায় ভগবান্ নীললোহিত প্রসন্ন হইয়া বহু কালের অন্তেবাসী আপনাকে যে পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ খানি কি সেই পরশু? সখীরা কহিল ভর্ত্তৃদারিকে! দেখ দেখ! ভর্ত্তৃদারকের হৃদয় যেন গৌরবে পূর্ণ হইয়াছে—ভয়ের লেশ মাত্র নাই—অপ্রকম্প্য ধীরতা দ্বারা শিবশিষ্যের ভয়প্রদর্শনে যেন উপহাস করিতেছেন। সীতা কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না—কেবল সবিস্ময়ে ও সাশ্রুলোচনে চাহিয়া রহিলেন। জামদগ্ন্য তাদৃশ নির্ভীক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন এ ত এক অদ্ভুত পদার্থ, দেখিতেছি! কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য! কি অলৌকিক সৌজন্য! কি গম্ভীর বীরগর্ব্ব! অনন্তর প্রকাশ করিয়া কহি-

লেন দাশরথে! হাঁ—আর্য্যপাদদিগের প্রিয় সেই এই পরশু। শস্ত্র প্রয়োগকৌশলের প্রদর্শনাবসরে কলহ উপস্থিত হইলে কার্ত্তিকেয় প্রমথ সৈন্যে পরিবৃত হইলেও আমাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন—এই সামান্য কার্য্যেই দেবাদিদেব গুরুদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই পরশু আমায় প্রদান করিয়াছেন। রাম মনে মনে কহিলেন—"এই সামান্য কার্য্যেই পরিতুষ্ট হইয়া" কহিতেছেন—ওঃ! কি প্রকাণ্ড গর্ব্ব! অনন্তর বলিলেন ভগবন্! এই নিমিত্তই ভূমণ্ডলে এবং দ্যুমণ্ডলে আপনকার বীরবাদ এরূপ বিতত। যে পরশু হস্তবিযুক্ত হওয়ায় ভগবান্ প্রচণ্ড চণ্ডীপতি ত্রিভুবনে 'খরণ্ডপরশু' নামে খ্যাত হইয়াছেন, তারকবিপুর বিজয়ার্জ্জিত সেই পরশুই হস্তগত হওয়াতে আপনি 'পরশুরাম' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অথবা আপনকার সকলই অলৌকিক—জমদগ্নি হইতে আপনকার উৎপত্তি এবং ভগবান্ পিণাকপাণি হইতে শস্ত্রশিক্ষা; আপনকার যে বাহুবল, তাহা বাক্যাতীত এবং সেই সেই কার্য্য দ্বারা সুব্যক্ত; সমুদ্রমুদ্রিত মহীমণ্ডল আপনকার নিস্বার্থ দানবিষয়; এবং আপনি সত্য, বেদ ও তপস্যার একমাত্র আধার।

জামদগ্ন্য এই সকল কথা শুনিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিলেন রাম! তোমার আকৃতি যেরূপ অভিরাম, আশয় ও গুণগণও সেইরূপ অভিরাম। এই সর্ব্ববিধ রমণীয়তায় তুমি আমার সাতিশয় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছ। আমার যে বক্ষস্থল গজাননদশনদ্বারা উল্লিখিত এবং ষড়ানন-শরজালে ব্রণিত, আজি সেই বক্ষস্থল অদ্ভুত বীরলাভে রোমাঞ্চিত হইয়া তোমায় আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে! সখীরা সীতাকে কহিল ভর্ত্তৃদারিকে! দেখ, ভর্ত্তৃদারকের সৌভাগ্য দেখ—তুমি কিন্তু সর্ব্বদা পরাঙ্মুখী থাকিয়া চক্ষুকে বঞ্চিত করিতেছ। সীতা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাম কহিলেন ভগবন্! আলিঙ্গন করা, যে কার্য্যে আপনি আসিয়াছেন, তাহার প্রতিকূল ব্যাপার। জামদগ্ন্য মনে মনে ভাবিলেন ক্ষত্রিয়কুমারের অন্তঃকরণ সৌজন্যপূত হইলেও নিজগুণ ও পরগুণের তারতম্য বোধে সম্যক্ সমর্থ; অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড অহঙ্কার—কিন্তু তাহা সহজাত বিনয়

দ্বারা আচ্ছন্ন—অতি নিপুণমতি ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে দুর্বিভাব্য। দেখ—আমার অপ্রাকৃত চরিতাতিশয়প্রভাবে ইহার অন্তঃকরণ বিলক্ষণ আবর্জ্জিত হইয়াছে, তথাপি আমার প্রতি আস্থা নাই! এমন শিশুবীর—এমন অপ্রমেয় মাহাত্ম্যের সারময় পদার্থ—কখনও দেখি নাই! ইহার উর্জ্জস্বল শরীর সমস্ত ভুবনের অভয়প্রদানে সমর্থ বলিয়া বোধ হয়। এই শরীরে রাজশ্রী, বিশুদ্ধ তেজ, ধর্ম্ম, সম্মান, বিজয় এবং পরাক্রম যেন বিস্ফুরিত হইতেছে। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন ধনুর্ব্বেদ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম লোকত্রাণ ও বেদবিধিরক্ষার নিমিত্ত শরীরপরিগ্রহ করিয়াছেন; অথবা সমস্ত সামর্থ্যের সমবায়, বা সর্ব্বগুণের সঞ্চয়, বা জগতের পুণ্যরাশি এই ক্ষত্রিয়কুমাররূপে আবির্ভূত হইয়াছে! এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া স্ত্রীগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন—বধূটী অভ্যন্তরেই প্রবেশ করুন। রামও ভাবিলেন, তাহা হইলেই ভাল হয়।

এই সময়ে দ্বারদেশ হইতে এক জন উচ্চস্বরে কহিল "মহারাজ সীরধ্বজ ধনুর্ব্বাণহস্তে এই দিকেই আসিতেছেন, জনকবংশীয়দিগের পুরোহিত গৌতমপুত্র শতানন্দও সমভিব্যাহারে আছেন।" সখীরা শুনিয়া সীতাকে কহিল ভর্তৃদারিকে! পিতা আসিতেছেন—আর ভয় নাই—চল আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। সীতা "সংগ্রামলক্ষ্মি! তোমার নিকটে এই আমার অঞ্জলি" মনে মনে এই কথা বলিয়া রামের প্রতি সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সখীদিগের সহিত চলিয়া গেলেন। জামদগ্ন্য দূর হইতে জনককে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন ইনিই সেই সুবিজ্ঞ আঙ্গিরস-রক্ষিত রাজর্ষি জনক; আদিত্যশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যমুনি ইহাঁকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। ইনি অতীব সাধুশীল—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া দৃষ্টিমাত্রেই আমার শিরঃশূল জন্মে।

ওদিকে আসিবার সময়ে শতানন্দ জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! এ স্থলে কর্ত্তব্য কি? জনক উত্তর করিলেন, ভগবন্! ইনি ঋষি;—যদি অতিথিভাবে আসিয়া থাকেন, তবে ইহাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য এবং শ্রোত্রিয়ের উপযুক্ত মধুপর্ক প্রদান করুন্—আর তাহা না হইয়া যদি শত্রুভাব

অবলম্বন করা এবং আমাদের পুত্ররূপ রামচন্দ্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে ঐ নয়বিহীনের প্রতি কার্ম্মুকেরই অধিকার।

এ দিকে রাম জামদগ্নের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনকার চক্ষু হইতে ওরূপ জলধারা পড়িতেছে কেন? জামদগ্ন্য চক্ষু পুঁছিয়া কহিলেন—উহা কিছু নহে;—কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবের পর আবার কহিলেন রাম! তোমার রূপ নয়নানন্দ!—তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনোমধ্যে স্নেহরাশি উচ্ছলিত হইতেছে! ঐ নূতন পরিণয়সূত্র তোমার হস্তে এখনও বদ্ধ রহিয়াছে; এমত অবস্থাতেও 'গুরুর অপমান করিয়াছ' এই অপরাধে তোমায় বধ করিতেই হইবে, এই ভাবিয়া আমার মনে দুঃখ জন্মিয়েছে। রাম কিঞ্চিৎ সোপহাসস্বরে উত্তর করিলেন ভার্গব! তবে বুঝি আপনি আমার প্রতি দয়া করিতেছেন! জামদগ্ন্য কুপিত হইলেন এবং কহিলেন অরে! আমার দয়া জন্মিয়াছে দেখিয়া, বাঁচিয়া গেলি, মনে করিলি না কি? তাহা হইবে না—তবে কি না, তোর দেহটী সজলজলধরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও মনোহর, সুতরাং আমার এই কঠোর কুঠার তোর ঐ কম্বুবৎ কণ্ঠদেশে যে পতিত হইবে, এই কষ্ট! রাম পুনর্ব্বার সদর্পস্বরে কহিলেন সত্য সত্যই না কি আপনি করুণাবেশে বিচলিত হইতেছেন! জামদগ্ন্য কহিলেন আঃ! আমার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া মদভরে স্ফীত হইয়া দাঁড়াইল দেখিতেছি! অরে ক্ষত্রিয়ডিম্ভ! তুই বালক এবং এই তোর নূতন বিবাহ হইয়াছে, এই জন্য তোকে বধকরিতে একটু দয়া হইতেছিল, কিন্তু ইহা জানিস্ যে, আমি সেরূপ দয়াবান্ নহি; জগতে এ প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, পরশুরাম নিজজননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছেন!—আরও শোন্—আমার পিতাকে এক ক্ষত্রিয় বধ করিয়াছিল; এই জন্য পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছি—ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ক্রোধবশতঃ ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছি এবং পাচটী হ্রদ ক্ষত্রিয়রুধিরে পরিপূর্ণ করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছি;—আমার স্বভাব জগতে কাহার নিকটে অবিদিত? রাম কহিলেন সে

সকল কার্য্যে কেবল নৃশংসতা প্রকাশিত হইয়াছে—নৃশংসতা পুরুষের দোষ —তাহাতে আবার শ্লাঘা কি? জামদগ্ন্য কহিলেন আঃ! ক্ষত্রিয়বটো! অতিরিক্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলি। তবে আয়—ধনুক অবনত কর্—প্রহার কর্;—আমি পূর্ব্বপ্রহার ভাল ভাসি, যেহেতু আমি প্রহার করিলে আর কাহারও প্রতিপ্রহারের অবসর থাকে না—কুঠারাগ্নি ধক্ করিয়া প্রজ্বলিত হয়—স্কন্ধে পড়ে এবং শরীর মস্তকশূন্য হইয়া যায়।

এই সময়ে জনক ও শতানন্দ সবেগে সন্নিহিত হইয়া কহিলেন বৎস রামচন্দ্র! স্থিরভাবে অবস্থিতি কর—আমরা আসিয়াছি। রাম অনুচ্চ স্বরে কহিলেন কি উৎপাত! এক্ষণে আবার অনুমতির সাপেক্ষ হইতে হইল। জামদগ্ন্য শতানন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আঙ্গিরস! মঙ্গল ত? শতানন্দ কহিলেন বিশেষতঃ আপনকার দর্শনে। যাহা হউক, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি আমাদিগের পূজ্যতম অতিথি—অতএব যদি অনুগ্রহ করেন, তবে আমরা যথোচিত আতিথ্যসৎকার করিতে প্রস্তুত আছি। জামদগ্ন্য উত্তর করিলেন পুরোহিত!—শ্রোত্রিয়, গৃহমেধী, যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য সুচরিতগণের অগ্রগণ্য; তাঁহার গৃহে এরূপ শিষ্টাচারপ্রাপ্তিরই সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি আতিথ্যগ্রহণাভিলাষী নহি। শতানন্দ কহিলেন তবে আপনি অবৈধরূপে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছেন। জামদগ্ন্য উত্তর করিলেন আমি অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণ—সার্ব্বভৌমগণের গৃহাচারের অভিজ্ঞ নহি। রাম মনে মনে কহিলেন যিনি সমস্ত ভুবন গুরুকে দক্ষিণা দিয়াছেন, তাঁহার মুখে এক জন সামন্ত রাজার প্রতি এইরূপ কথা সোপহাসগর্ব্ব মাত্র। শতানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের জামাতা রঘুবংশীয় যুবক রামচন্দ্রের অনিষ্টাচরণে কি জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন?

এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর দান হইতে না হইতেই এক জন কঞ্চুকী আসিয়া কহিল মহারাজ! হস্তসূত্রমোক্ষণরূপ মঙ্গল কার্য্যের জন্য দেবীগণ একত্র মিলিত হইয়াছেন—অতএব বরকে প্রেরণ করুন। জনক ও শতানন্দ কহিলেন বৎস রামচন্দ্র! শ্বশ্রূজন তোমায় ডাকিতেছেন তথায় গমন কর।

রাম কহিলেন ভগবন্ জামদগ্ন্য! গুরুগণ এইরূপ আদেশ করিতেছেন। জামদগ্ন্য কহিলেন যাও—লৌকিক ধর্ম্ম প্রতিপালনকর—আত্মীয়েরাও তোমাকে দেখিয়া লউন; কিন্তু অরণ্যচারীরা জনপদমধ্যে অধিকক্ষণ থাকে না—আমি শীঘ্রই গমন করিব—অতএব প্রত্যাগমনে যেন বিলম্ব না হয়। রাম কহিলেন তাহা হইবে না—কেবল গুরুবচনানুরোধেই যাইতে হইল, কি করিব? এই বলিয়া তিনি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

এই অবসরে সুমন্ত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আপনাদিগের তিন জনকেই নিকটে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা মহারাজ দশরথের সমীপে আছেন। এই কথা শুনিয়া সীরধ্বজ, শতানন্দ ও পরশুরাম তিন জনেই তাঁহাদের নিকটে যাইবার জন্য কন্যাঃন্ত- পুর হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

জনকপুরীর এক প্রকোষ্ঠমধ্যে মহারাজ দশরথ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষি ও অপরকয়েক জন একত্র উপবিষ্ট ছিলেন, এমত সময়ে জামদগ্ন্য, শতানন্দ ও সীরধ্বজ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া সকলে পরস্পর যথাযথ অভ্যর্থনাদি করিলেন; রাজর্ষি সীরধ্বজের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে মহারাজ দশরথ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন্ বশিষ্ঠ এবং বিশ্বা- মিত্র জামদগ্ন্যকে সম্বোধনকরিয়া কহিলেন বৎস জামদগ্ন্য! তোমায় বলি শোন—এই মহারাজ দশরথ, সাধারণ লোক নহেন, নিরন্তর যাগ যজ্ঞ ও

সুরশত্রুগণের বিনাশসাধন করায় ইনি পুরন্দরের প্রিয় মিত্র; যেরূপ ইন্দ্রের দ্বারা অমরাবতী, সেইরূপ এই বীরের দ্বারা পৃথিবী রাজন্বতী হইয়াছেন; অস্মাদৃশ মহর্ষিগণ ইহাঁর সন্নিধানে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন; অধিক কি ইনি পৃথিবীর সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ; এই পুত্রপ্রিয় বৃদ্ধ রাজা তোমার নিকটে অভয়দান প্রার্থনাকরিতেছেন, অতএব এই শুষ্ক কলহ হইতে বিরত হও—তোমার আতিথ্যের জন্য বৎসতরী নিহত এবং সঘৃত অন্ন প্রস্তুত হউক—তুমি স্বয়ং বেদজ্ঞ—বেদজ্ঞদিগের গৃহে আসিয়াছ, অতএব তোমাকে লইয়া এক দিন আমোদ করা যাউক। জামদগ্ন্য উত্তর করিলেন আপনা দিগের অনুরোধ আমার অনুল্লঙ্ঘনীয়; এ জন্য আমি দাশরথিকে ক্ষমা করিতে পারিতাম, কিন্তু এ স্থলে তাহা পারিতেছি না, যে হেতু দাশরথি অতি প্রভূতবলবিক্রমসম্পন্ন এবং এক্ষণ হইতেই লোকে বিখ্যাত হইতেছে। দেখুন যদি আমি আপনাদিগের কথায় তাহাকে ক্ষমা করিয়া যাই—তবে ভবিষ্যতে যখন্ লোকে এই বিষয়ের আলোচনা এবং আন্দোলন করিবে, তখন্ কেহই জানিবে না যে, আমি গুরুজনদিগের অনুরোধেই ক্ষমা করিয়াছি; সকলেই জানে যে, আমি ক্ষমাশীল নহি—অতএব এই ক্ষমার কারণান্তরনির্দ্দেশ করিয়া তাহারা আমার যশে কলঙ্কারোপ করিবে। বীরকার্য্যের প্রতি অকারণে দোষারোপ করা লোকের কেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অপ্রাকৃত লোকদিগের ভুবনব্যাপী যশোরাশির যৎকিঞ্চিৎ নিন্দাবীজ প্রাপ্ত হইলেই প্রাকৃত লোকেরা নানারূপ অলীক কথায় তাহাকে পল্লবিত করে, সুতরাং তাহাদিগের কর্তৃক প্রচারিত কলুষ কিম্বদন্তীর সহজে বিরতি হয় না।

বশিষ্ঠ কহিলেন অয়ি বৎস! চিরকালই অস্ত্রপিশাচীর অনুসরণ কেন করিবে? জামদগ্ন্য! তুমি শ্রোত্রিয়—তুমি অরণ্যবাসী—তোমার এ জুগুপ্সিত পথে যাইবার প্রয়োজন কি?—তুমি পবিত্র পথ অবলম্বন কর। সুখিতের প্রতি মিত্রবুদ্ধিকে মৈত্রী, দুঃখিতের দুঃখপ্রহরণেচ্ছাকে করুণা, পুণ্যশীলের চরিতে হর্ষপ্রকাশকে মুদিতা এবং পাপাচারের প্রতি ঔদাসীন্যপ্রদর্শনকে উপেক্ষা কহে; এই চতুর্ব্বিধ ভাবনাই চিত্তকে প্রসাদিত

করিবার উপায়—ইহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ—অতএব সেই ভাবনা বৃত্তির পরিগ্রহ কর; শোকসম্পর্ক-শূন্যা 'জ্যোতিষ্মতী' নাম্নী চিত্তবৃত্তি তোমাতে প্রস্ফুরিত হউক; পরশু পরিত্যাগ কর এবং ঐ চিত্তবৃত্তির প্রস্ফুরণ-জনিত, ঊর্জ্জস্বল, অন্তর্জ্জ্যোতির প্রকাশক, সত্যময় 'ঋতম্ভরা' নামক প্রজ্ঞান তোমাতে আবির্ভূত হউক। বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ;—ব্রাহ্মণের পক্ষে সেইরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা পাপরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; কিন্তু তুমি সেরূপ আচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য দিকে অভিনিবিষ্ট হইতেছ! আরও দেখ এই ঋষিদিগের সমিতি—স্থবির যুধাজিৎ—অমাত্য-সমেত বৃদ্ধ নরপতি লোমপাদ, এবং অবিরতযজ্ঞ প্রাচীন ব্রহ্মবাদী জনক-রাজ—ইঁহারা সকলেই তোমার নিকটে যাচক হইয়াছেন—এই সকল মহাত্মার অনুরোধ লঙ্ঘনকরা তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

জামদগ্ন্য কহিলেন সত্য বটে—কিন্তু আমি শত্রুর মূলকে উৎপাটিত না করিয়া আচার্য্য ত্রিলোচন ও আচার্য্যানী পার্ব্বতীর নিকটে মুখ দেখাইতে লজ্জিত হইতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন—যদি গুরুভক্তিই তোমার সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ামিকা হয়, তবে আমারও প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য —বোধ হয় তুমি অনবগত নহ যে, আমি তোমার পিতা জমদগ্নির মাতুল। আরও দেখ—হিরণ্যগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ, ভৃগু ও অঙ্গিরার উৎপত্তি হয়; ইনি সেই বশিষ্ঠ, তুমি ভৃগুবংশজ এবং এই শতানন্দ সেই অঙ্গিরার প্রপৌত্র। জামদগ্ন্য কহিলেন আপনারা সকলেই আমার পূজ্য—আপনাদিগের আদেশ লঙ্ঘন হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিব—কিন্তু শস্ত্রগ্রহণরূপ মহাব্রতকে এই রূপে দূষিত করিব না। বিশেষতঃ আমার পক্ষে মোক্ষ অপেক্ষাও মানরক্ষণ অধিকতর প্রিয়;—দেখুন আপনারা আমার জ্ঞাতি, তথাচ আমার এই বাহু চাপ-গুণ-কিণ-লাঞ্ছিত। ফলকথা যখন্ আমি আপনাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আয়ুধপরিগ্রহ করিয়াছি, তখন্ এরূপ স্থলে আয়ুধের যথাযোগ্য কার্য্য ব্যতিরেকে কখনই নিবৃত্ত হইব না। বিশ্বামিত্র এ সকল কথার উত্তর করিলেন না—মনে মনে ভাবিলেন কি গর্ব্ব! পদে পদে কেবল আপন মাহাত্ম্যেরই উল্লেখ! এরূপ অসহ-

নীয় আত্মশ্লাঘা শ্রবণকরিয়া মনে বিস্ময় জন্মিতেছে! জামদগ্ন্য আবার কহিলেন ভগবন্ কুশিকনন্দন! বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিরা ব্রহ্মবিষয়েই সতত একাগ্রমনা—উহাঁদের কথা ছাড়িয়া দিউন, আপনি বীরচরিতে প্রাচীন গুরু—অতএব আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি এবং আপনিই বলুন যে, যে ব্যক্তি ভৃগুর বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও শস্ত্রগ্রহণ করিয়াছে, এরূপ স্থলে তাহার কি করা কর্ত্তব্য? বশিষ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিলেন, ছেলেটী গুণগৌরবে অতি সুমহান্ কিন্তু স্বভাবটী বড় আসুর। ভাল মন্দ সকল প্রকার মনোবৃত্তিরই সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তি হওয়াতে, বোধ হয়, ইহাঁর গর্ব্বের এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন বৎস! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলি যে, এক কার্ত্তবীর্য্যের অপরাধে বিকৃতচিত্ত হইয়া তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয়-জাতিরই একবিংশতিবার উচ্ছেদ করিয়াছিলে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত ক্ষত্রিয়দিগকেও ক্ষমা কর নাই। অনন্তর চ্যবন প্রভৃতি তোমার পিতৃপুরুষবর্গ কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া সে ক্রোধ হইতে বিরত হইয়াছ;—এক্ষণে আবার এরূপ ক্রোধ কি জন্য করিতেছ? জাম-দগ্ন্য কহিলেন, দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য আমার পিতৃহত্যা করায় আমি যে ক্রোধে ক্ষত্রিয়জাতির সমুন্মূলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে ক্রোধ আমি যে ত্যাগ করিয়াছিলাম—তাহা মিথ্যা নহে। দেখুন অশনিখণ্ডসদৃশ আমার এই পরশু প্রীতিকর ক্ষত্রিয়নিধন ত্যাগকরিয়া কেবল সমিধ ও ইন্ধনের ছেদকার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়াছিল এবং প্রচ্যুত-বাণদণ্ড এই ধনুঃখণ্ডও বিগলিতবিষবহ্নি আশীবিষের ন্যায় শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করি-য়াছিল। ফলকথা চ্যবনাদির অনুরোধে আমার কোপানল ও পরশু এইরূপ শান্ত হওয়াতেই কালক্রমে ক্ষত্রিয়জাতি দগ্ধোত্থিত তরুরাজির ন্যায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছে। দাশরথি কেবল পুনর্ব্বিরূঢ় ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া নহে, কারণান্তরেও আমার বধ্য হইয়াছে। সুতরাং আমি স্থির করিয়াছি যে, এই দুর্ম্মর্য্যাদ রাঘবশিশুর মস্তকচ্ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার বনপ্রস্থান করিব, তৎপরে রঘুবংশীয় ও

জনকবংশীয় অথবা সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গ নির্ভয়ে ও সুস্থমনে অবস্থান করিতে থাকুক— কিন্তু এরূপ ঔদ্ধত্য যেন আর কখন প্রদর্শিত না হয়।

শতানন্দ এতক্ষণ তুষ্ণীম্ভূত ছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল;—তিনি কর্কশস্বরে কহিলেন কাহার সাধ্য—আমার প্রিয়তম যজমান রাজর্ষি বিদেহরাজের ছায়াকেও স্পর্শ করে, তাঁহার জামাতৃ-শরীর-স্পর্শের কথা দূরে থাকুক;—আমরা এই গৃহমেধী জনকের গৃহে যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় সম্পূজিত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেছি; যদি আমরা বর্ত্তমান থাকিতে সেই রাজর্ষির ভবনে পরপরিভব সঙ্ঘটিত হয়, তবে আমাদিগকে ধিক্—ব্রহ্মণ্যদেবকে ধিক্ এবং অঙ্গিরার কুলকে ধিক্। বিশ্বামিত্র হর্ষভরে কহিলেন—সাধু! বৎস গৌতম সাধু!—ত্বাদৃশ পুরোহিতের দ্বারাই রাজা সীরধ্বজ চরিতার্থ হইয়াছেন—তুমি যাঁহার রাজ্যরক্ষিতা পুরোহিত, তাঁহার রাজ্যে পীড়া বা কোনরূপ অনিষ্টসঙ্ঘটন কখনই হইতে পারে না। জামদগ্ন্য অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন গৌতম! তোমার ন্যায় বহু বহু ক্ষত্রিয়পুরোহিত ঐরূপ ব্রহ্মতেজঃ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাকৃত তেজঃ অপ্রাকৃত তেজের সন্নিধানে নির্ব্বাপিত হয়। শতানন্দ ক্রোধভরে কহিলেন অরে বৃষ! অরে অদ্ভুত পাষণ্ড! অরে দুর্বিনীত! তুই নিরপরাধ রাজকুলের কদর্থন করিয়া মহাপাতকী ও অতি বীভৎসকর্ম্মা হইয়াছিস্ এবং স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া ধনুর্ব্বাণ বহন করিয়া বেড়াইতেছিস্! তুই আবার আমার নিকটে গর্ব্ব করিস্!—হাঁরে! তুই কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ! অহো—মহাব্রাহ্মণের কি সদাচার!—জননীর শিরশ্ছেদ!!—গর্ভস্থ বালক বালিকার হত্যা!! এবং অধ্বরদীক্ষিত রাজগণের প্রাণবধ!! জামদগ্ন্য কহিলেন অরে স্বস্তিবাচনিক! দুষ্ট! সামন্তপুরোহিত!—অরে অহল্যাপুত্র!—আমি স্বধর্ম্মত্যাগী! শতানন্দ আবার কহিলেন আঃ দুষ্ট! দুর্ম্মুখ! ভৃগুকুলকলঙ্ক!—রাজগণ ও গুরুগণ নিজ মহিমাতেই ক্ষমাশীল—ইহাঁরা তোমায় ক্ষমা করেন—করুন্—কিন্তু শতানন্দশর্ম্মা ক্ষমা করিবেন না। এই বলিয়া কমণ্ডলু হইতে উদকগ্রহণপূর্ব্বক আচমন করিলেন।

বশিষ্ঠ উচ্চস্বরে কহিলেন—আরে কে আছ গো—কে আছ?—সান্ত্বনা কর—সান্ত্বনা কর—এ আঙ্গিরস ব্যজনবিধূত ও ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্তব্রহ্মজ্যোতিঃ!—শতানন্দ সক্রোধে শাপজল গ্রহণকরিয়া কহিলেন ভো ভোঃ সভাসদ্গণ! সকলে শ্রবণ কর—ঔৎপাতিক পবনে বিঘট্টমান বজ্রাগ্নি যেরূপ মহীরুহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে—আমি কুপিত হইয়া তোমাদিগের আততায়ী এই দুর্বৃত্ত তাপসাধমকে সেইরূপ এই মুহূর্ত্তেই ভস্ম করিতেছি। এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে একজন চর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, মহারাজ দশরথ আপনকার এই ক্রোধবৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন; তাঁহার অনুরোধ এই যে, আপনি ক্ষান্ত হউন্—গৃহাগত অতিথির প্রতি দুর্দ্ধর্ষ তপস্তেজঃ প্রয়োগকরিবেন না—উনি অতিশয় গুণবান্ এবং ব্রাহ্মণ, এবং আপনাদিগের জ্ঞাতি—বিশেষতঃ গৃহাগত; উহাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে; উনি বিদ্বান্ হইয়াও যে সাধুমার্গ হইতে বিচলিত হইয়াছেন, তাহার প্রতীকারে আমাদিগের ক্ষাত্রতেজই প্রযুক্ত হইবে—আপনি শান্ত হউন। বশিষ্ঠ শতানন্দের হস্ত হইতে শাপজল অপহরণপূর্ব্বক কহিলেন বৎস শতানন্দ! ক্ষান্ত হও—তোমাদিগের রাজগৃহের কুটুম্ব মহারাজ দশরথ যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই সাধু পরামর্শ। আরও বিবেচনা কর—যাহার যে কর্ম্ম, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য—আমরা অনর্থনিবারণের উপায়স্বরূপ স্বস্ত্যয়নই করিব—তুমি অগ্নিবেদিতে গিয়া শান্তিহোম কর এবং বামদেব বিজয়মঙ্গলাবহ বৈদিকমন্ত্র পাঠ করুন—এই বলিয়া তিনি শতানন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে বিনিষ্ক্রান্ত করিলেন।

জামদগ্ন্য ক্রোধভরে আস্ফালন করিয়া কহিলেন দেখত—ক্ষত্রিয়বল-রক্ষিত দুর্ব্বৃত্ত বটুর কি গর্জ্জন! অথবা উহার কথায় কাজ কি? ভো ভোঃ! কোশলেশ্বর ও বিদেহপতির প্রসাদোপজীবী ব্রাহ্মণগণ! ও সপ্তদ্বীপ-সপ্তকুলপর্ব্বত-বাসী ক্ষত্রিয়বর্গ! আমি বলিতেছি—সকলে শ্রবণ কর—তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ তপোবল বা শস্ত্রবলের গর্ব্ব করিয়া থাকে, সে যদি আমার উদ্দেশ্য সাধনের বিরোধী হয়, তবে বলুক,

এবং আসুক—আমি আজি পৃথিবীকে অরামা, অজনকা ও অদশরথা করিয়া তাহারও সমস্তবংশধ্বংস করিব। এই কথা বলিবার পরই দূর হইতে শব্দ হইল অহে ভার্গব! তোমার এ অতিগর্ব্ব ভাল নহে! জামদগ্ন্য দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সোপহাসস্বরে কহিলেন—হাঁ—জনক ও আবার আমার গর্ব্বে অসহিষ্ণু হইয়া কোপভরে এই দিকে আসিতেছেন! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই কথা বলার পরই জনক নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনা আপনি কহিলেন—শত্রুগণের ধ্বংস, বয়সের পরিণাম, অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃতি এবং পরব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি এই সকল কারণবশতঃ আমার যে ক্ষত্রিয়তেজঃ এতাবৎকাল প্রশান্ত হইয়াছিল, আজি তাহা পুনর্ব্বার উদ্দীপিত হইয়া ধনুর্গ্রহণের জন্য আমাকে ত্বরাবান্ করিতেছে। জামদগ্ন্য কহিলেন দেখ জনক! তুমি ব্রহ্মবাদী, প্রাচীন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক, এবং সূর্য্যশিষ্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তোমাকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছেন, এই জন্য তোমার প্রতি বিনয়প্রদর্শন করাগিয়াথাকে, কিন্তু তাহা বলিয়াই তুমি যে ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ নির্ভয়ে কটূক্তি আরম্ভ করিলে, ইহার কারণ কি?—জনক কহিলেন সভাসদ্‌গণ! আপনারা শুনুন—উনি অম্বভেদ করিবেন—আর উহাঁকে আমরা মাথায় তুলিয়া রাখিব!—উনি মহাত্মা ভৃগুর বংশে উৎপন্ন এবং তপস্যায় নিরত, এই জন্য সহস্র অনিষ্ট করিলেও আমরা উহাঁর প্রতি বরাবর ক্ষমা করিয়াই আসিতেছি, কিন্তু নিরন্তরই উনি তৃণের ন্যায় আমাদিগকে পদদলিত করিলে কি সহিতে পারাযায়? উনি ব্রাহ্মণ হইলেও অবশ্যই উহাঁর দমনের জন্য ধনুর্গ্রহণ করিতে হয়—যেহেতু গত্যন্তর নাই। জামদগ্ন্য রোষ, উপহাস ও দম্ভের সহিত কহিলেন—কি কহিলে গো কি কহিলে? "ধনুর্গ্রহণ করিতে হয়"!—কি আশ্চর্য্যের কথা! কি হাস্যের কথা! এই জরাজীর্ণ অকর্ম্মণ্য ক্ষত্রিয় যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, এই অনুরোধে উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেই এতদূর গর্ব্বিত হইয়াছে যে, শত্রুদিগের শিরঃশাণে শাণিত দীপ্তজাল আমার এই কুঠার দেখিয়াও ভীত হইতেছে না—এবং যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছে! জনক

কহিলেন বটে! তুমি আমার প্রশ্রয় দিয়া থাক? তবে আইস— এই বলিয়াই তিনি ধনুকে জ্যারোপণ করিলেন।

এই অবসরে রাজা দশরথ দূর হইতে উচ্চস্বরে কহিলেন—মহারাজ! করেন কি? ক্ষান্ত হউন—আপনি প্রাচীন ধনুর্দ্ধর; আপনার যে হস্ত নিরন্তর অসংখ্য যজ্ঞীয় গোদানে পবিত্র এবং পলিতাকীর্ণ, সেই হস্ত কি আজি ব্রাহ্মণবধার্থ শস্ত্রগ্রহণ করিবে? জনক কহিলেন সখে মহারাজ দশরথ! দেখ দেখি—এই পাপ আমাদের অধিক্ষেপ করিতেছে—করুক—তাহাতে কথা নাই, কারণ ব্রাহ্মণের গালিতে কে কোপ করে?— কিন্তু বৎস রামচন্দ্রের অমঙ্গল কথা নিরন্তর শুনাইতেছে, সুতরাং এ বটুকে কিরূপে ক্ষমা করাযায়। জামদগ্ন্য কহিলেন দুরাত্মন্ ক্ষত্রিয়াধম! তুমি আমায় বটু বল!—এত বড় স্পর্দ্ধা!—আইস—আমার এই তীক্ষ্ণধার কুঠার তোমার অঙ্গসকল পশুর অঙ্গের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিবে, এই বলিয়াই তিনি পরশু উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা দশরথ সবেগে নিকটে আসিয়া কহিলেন ভার্গব! ভার্গব! কি কর?—এই নরপতি আমাদের যেরূপ প্রিয়, আমাদের নিজ শরীরও সেরূপ প্রিয় নহে—ইঁহার প্রতি ওরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিলে আমরা সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হই। জামদগ্ন্য কহিলেন দুঃখিত হইয়া কি করিবে? দশরথ উত্তর করিলেন, তোমায় ক্ষমা করিব না। জামদগ্ন্য কহিলেন, হাহা! তুমিও যে আবার প্রভুর ন্যায় আমার শাসন করিতে আসিলে! অহে! স্মরণ কর, আমি স্বভাবতঃ নিষ্করুণ সেই জামদগ্ন্য রাম এবং তুমিও ক্ষত্রিয়। দশরথ কহিলেন সেই জন্যই তোমায় উপেক্ষা করা হইবে না— যেহেতু দুর্দ্দান্তদিগের দমনকার্য্য ক্ষত্রিয়েরই আয়ত্ত; তুমি দুর্দ্দান্ত এবং আমরা দুর্দ্দান্তের শাসিতা ক্ষত্রিয়। অতএব তোমায় বলা যাইতেছে—শান্ত হও—নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই তোমার যথোচিত দমন করিব; শান্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের হস্তে ক্ষত্রিয়ধার্য্য অস্ত্রের সমাবেশ আর থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। জামদগ্ন্য হাসিয়া কহিলেন, আমার পরম ভাগ্য যে, বহুকালের পর তোমার ন্যায় দুর্দ্দান্তবিনেতা একটী ক্ষত্রিয় প্রাপ্ত হইলাম। দশরথ

উত্তর করিলেন—অহে! তাহাতে কি কিছু সন্দেহ আছে?—যে অজ্ঞ বা জ্ঞানবিষয়ে সন্দিহান অথবা কারণবশে যাহার জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি কোন অযুক্ত কার্য্য করে, তবে তদীয় গুরুদেব তাহার শাসনকর্ত্তা, কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও তাহার অন্যথাচরণ পূর্ব্বক যে বিরুদ্ধ কার্য্যে রত হয়, রাজারা যদি তাহার শাসন না করেন, তাহা হইলে সংসার বিপ্লুত হইয়া যায়। বিশ্বামিত্র কহিলেন অহে ভার্গব! মহারাজ দশরথ অতি সঙ্গতই কহিতেছেন—যদি তোমার জ্ঞান নাজন্মিয়া থাকে, অথবা সন্দেহবিধুর বা বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে, তবে ভগবান্ বশিষ্ঠের চরণে আশ্রয়গ্রহণ কর। বোধ হইতেছে তোমার জ্ঞানে দোষ জন্মিয়াছে, নচেৎ এরূপ দুর্ব্যবহার কেন হইবে? যাহা হউক রাজারা এমত স্থলে ক্ষমা করিতে পারেন না। জামদগ্ন্য কহিলেন ধর্ম্মবিষয়ে, তত্ত্বোপদেশে এবং শস্ত্রবিদ্যায় ভগবান্ শঙ্করই আমার একমাত্র উপদেষ্টা; যে ব্যক্তি সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শাসন করিয়াছে, কোন্ ক্ষত্রিয় তাহার আবার শাসন করিবে?—বশিষ্ঠের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ এবং উনি যেরূপ বৃদ্ধ, তাহাতে আমার মাননীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিযোগিতায় উনি আমার অধিক বা তুল্য কখনই নহেন;—আমার তুল্য তপোবল ও জ্ঞানবল আর কাহার আছে? বশিষ্ঠ স্মিতমুখে কহিলেন, ভৃগুর সন্তানের নিকটে পরাজয়, ইহা বড় প্রিয় কথা; কিন্তু আমাদের গৃহে প্রাচীন, প্রশস্ত ও চিরপ্রিয় যে শিষ্টাচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং যাহা আমাদেরই পালন করা কর্ত্তব্য, তাহার যে বিপ্লব ঘটিতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয়।

জনক, দশরথ ও বিশ্বামিত্র তিন জনেই কোপভরে কহিলেন অনার্য্য! উদ্ধত! জগতের সনাতনগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠের প্রতি ও এরূপ নিরঙ্কুশ উক্তি! দেখ—এখনই দুষ্টগজতুল্য তোমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। জামদগ্ন্য কহিলেন, ইহাতে আমি ভয়ে কাঁপিতেছি! অগো! বলি শোন—বৃদ্ধদিগের বচনানুরোধে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া হৃদয়দহনকারী যে ক্রোধকে এতাবৎ কাল আমি সংযত রাখিয়াছিলাম, আজি তোমাদিগের এই অবমাননায় প্রলয়-বায়ু-বিঘট্টিত-সাগরস্থ বাড়বানলের ন্যায়

আমার সেই ক্রোধ পুনর্ব্বার বিস্ফুরিত হইতেছে। বলিতে কি?—বিকৃতিপ্রাপ্ত আমার ক্রোধ এবং এই পরশু তুল্যরূপেই জ্বলিতেছে; দেখিতেছি দশরথের দোষেই পৃথিবীস্থ রাজগণ হত হইল এবং কুপিত কৃতান্তের দ্বাবিংশ মহোৎসবের উপক্রম হইল। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ ঋষি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন হায় হায়! এটী আমাদের স্বজন, কিন্তু দর্পোদ্ধত হইয়া যেরূপ ঘোর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাতে ইহার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন দেখিতেছি। নির্ব্বোধ ভার্গবশিশু আমার প্রতি অবজ্ঞা করিতেছে, করুক—আমি কলুষ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে, বৎসের অকল্যাণ হইবে।

বিশ্বামিত্র আবার সক্রোধে কহিলেন অরে জামদগ্ন্য! তুই আমাদের তপোবল বা শস্ত্রবল কিছুই নাই ভাবিতেছিস্—তুই এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সমাজের অধিক্ষেপ করিতেছিস্ এবং বৎস রামচন্দ্রে ঘোরাশয় হইতেছিস্; তোর এই অবৈধ আচরণে আমরা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছি; তুই সম্বন্ধানুরোধে আমার পালনীয়, এই জন্যই কিছু করিতে পারিতেছি না, কিন্তু ক্রোধ যেরূপ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমার এই দক্ষিণ হস্ত শাপোদকগ্রহণে এবং বামহস্ত পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ কার্ম্মুকান্বেষণে ব্যগ্র হইয়াছে। জামদগ্ন্যও ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কহিলেন অরে কৌশিক! তুই ব্রহ্মবলই প্রদর্শন কর্ অথবা স্বজাতি-সমুচিত শস্ত্রবলই অবলম্বন কর্—আয়্—আমি উদগ্র তপোবহ্নি দ্বারা তোর ব্রহ্মবল ভস্মীভূত করিব এবং দ্বিতীয় পক্ষে এই পরশুই তোর সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে; এই বলিয়াই তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এই অবসরে রামচন্দ্র দূর হইতে উচ্চস্বরে কহিলেন ভগবন্ গুরো! শান্ত হউন্—পৌলস্ত্যবিজয়ী কার্ত্তবীর্য্যের নিহন্তা ও কার্ত্তিকেয়ের বিজেতা মুনিকে আমিই জয় করিতেছি—আপনাদের সকলকে প্রণাম করি। দশরথ দেখিয়া কহিলেন এই যে, বৎস রামচন্দ্র উপস্থিত! এক্ষণে কি করা যায়? জনক কহিলেন মহারাজ! বৎস, বোধ হয়, গুরুদেব কৌশিকের অধিক্ষেপশ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়াই যোদ্ধৃবেশে সবেগে আসিতেছেন—আপনি

অনুমোদন করুন—বৎস বিজয়ী হইবেন;—উনি দৃপ্তদিগের বিনেতা ও জগতের অদ্বিতীয় বীর; বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি আমরা সকলেই এই সংগ্রামে প্রতিভূস্বরূপ রহিলাম—আপনি স্থির জানিবেন, বৎস অবশ্যই বিজয়ী হইবেন। দশরথ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পুরোভাগে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঈষৎশঙ্কিত স্বরে কহিলেন, আপনাদিগের বাক্য বিখ্যাতকীর্ত্তি রঘুবংশ চিরকালই লোকরক্ষাকার্য্যে ব্রতী; রামচন্দ্র সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইনি বালক—তথাপি ইহাঁতে আপনারা গুরুতর মহিমার অনুভব করিতেছেন! আপনারা জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রভাবে জগতের সমস্ত ভূতভব্য অবগত আছেন, সুতরাং আপনাদিগের বাক্যে কে সন্দিহান হইতে পারে?

জামদগ্ন্য রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন—আইস—রাজপুত্র! আইস—জামদগ্ন্যকে পরাজিত কর সে!—এই বলিয়াই আবার স্মিত-মুখে কহিলেন—পারিবে না বাপু! পারিবে না।—রেণুকানন্দন বড় দুর্দ্দম—তোমার যম!—এই কথা বলিয়াই পরশু আস্ফালন করিতে করিতে যুদ্ধযোগ্যক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন—রাম ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া রণক্ষেত্রের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরশুরাম ধনুতে গুণযোজনা করিয়া রামকে নিজ ধনুতে গুণযোজনা করিতে বলিলেন। রাম তাহা করিলেন। অনন্তর পরশুরাম তাঁহাকে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে অনুজ্ঞা করিলে রাম উত্তর করিলেন—ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণ; আপনি প্রহার না করিলে আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি রূপে আপনকার শরীরে অস্ত্রপ্রহার করিব? আমাকে ক্ষমা করুন, আপনিই অগ্রে প্রহার করুন্। পরশুরাম রামের তাদৃশ সৌজন্যে একান্ত মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু অগ্রে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া নিজ বীরতার লাঘব প্রদর্শন করিতে তাঁহার লজ্জাবাধ হইতে লাগিল, অতএব বলিলেন "রামচন্দ্র! ক্ষত্রিয়কুমার! ব্রাহ্মণের আজ্ঞাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, তুমি আমার আজ্ঞায় আমার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ কর।" রাম আর বিলম্ব করিলেন না—'যথা আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ শরসন্ধান করিলেন এবং সেই শরদ্বারা ভৃগুপতির ধনুর জ্যা ছেদনকরিয়া দিলেন। পরশুরাম পুনর্ব্বার ধনুতে জ্যাসংযোগ করিলেন, রাম পুনর্ব্বার

সেই জ্যা ছেদনকরিলেন, এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল—পরশুরাম যত বার ধনুতে জ্যারোপণ করেন, রাম তত বারই তাহা কাটিয়া ফেলেন। তখন পরশুরাম ক্রোধ এবং লজ্জায় একান্ত অধীর হইয়া আপনার ধনুর্দণ্ড লইয়াই রামের প্রতি সবলে নিক্ষেপ করিলেন—ধনু অতি প্রবলবেগে আকাশপথে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতে লাগিল, কিন্তু রাম সবেগে চারি পাঁচ পদ ভূমি অগ্রসর হইয়া আপন ধনুর দ্বারা পরশুরাম—প্রক্ষিপ্ত ধনুর গতিরোধ করিলেন, এবং ভার্গবকে হুহুঙ্কার রব করিতে করিতে ভ্রম্যমাণ কুঠারের সহিত তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত দেখিয়া ঐ ধনুর দ্বারাই কুঠারের বাঁটের উপর এমনি অশনিবেগে আঘাত করিলেন যে, কুঠার হস্তস্খলিত হইয়া অতি দূরে প্রক্ষিপ্ত হইল। পরশুরাম নিরস্ত্র এবং স্তব্ধ। রাম ভক্তিভাবে মুনির চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলেন। পরশুরামের সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মার্ক্ত—চক্ষে নিরর্গল বারিধারা—কণ্ঠতালু বিশুষ্ক। তিনি বহুকষ্টে রামের হস্ত ধারণ করিলেন, এবং অতি মৃদুস্বরে বলিলেন রামচন্দ্র! লৌকিক রাজশাসন অতিক্রমকরিয়া চলিবার শক্তি আমার তিরোহিত হইল—আমি বশ্যতা স্বীকার করিলাম।"

চতুর্থ অধ্যায়।

উত্তেজনা দ্বারা জামদগ্ন্যকে রামবিজয়ের জন্য মিথিলায় প্রেরণকরিয়া মাল্যবান্ ও শূর্পণখা উভয়েই, কিরূপ ব্যাপার ঘটে, জানিবার জন্য গুপ্তভাবে মিথিলায় অবস্থান করিতেছিলেন। মিথিলার প্রান্তবর্ত্তী কোন নিভৃত স্থানে মাল্যবান্ বসিয়া আছেন, এমত সময়ে শূর্পণখা তথায়

উপস্থিত হইয়া দাশরথির বিজয়বার্ত্তা বিজ্ঞাপনকরিল। মাল্যবান্ বলিলেন, বৎসে! তোমার আসিবার পূর্ব্বেই অনুচরের মুখে ও সংবাদ পাইয়াছি, এবং রামবিজয়ে আনন্দিত দেবগণের দুন্দুভিধ্বনিও এই স্থান হইতে শুনিতেছি। কি আশ্চর্য্য! ইন্দ্রাদি দেবগণও রামের বন্দি-কার্য্য করিতেছে! শূর্পণখা কহিল, ঠাকুর দাদা! আপনি যাহা স্থির করেন, কখনই তাহার অন্যথা হয় না, কিন্তু এখন্ এরূপ হইতেছে কেন? ইহাতে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? মাল্যবান্ কহিলেন, বৎসে! ভগ্নোদ্যম হইও না, যাহা বলি শোন—আমি চরদ্বারা অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি—রাজা দশরথ ভরতমাতা কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটী বর দিবার অঙ্গীকার পূর্ব্বে করিয়াছেন। ঐ কৈকেয়ীর পরিচারিকা মন্থরা ভরতের সংবাদ জানিবার জন্য সম্প্রতি অযোধ্যা হইতে মিথিলায় আসিয়াছে। তুমি তাহার বেশ পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ যেরূপ করিবে—আইস, তোমার কাণে কাণে তাহা বলিয়া দিই—এই বলিয়া শূর্পণখার কর্ণে কি বলিয়া দিলেন।

শূর্পণখা হৃষ্ট হইল, এবং কহিল হতভাগা ইহাতে সম্মত হইবে কি? মাল্যবান্ কহিলেন, বৎসে! ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সদ্বৃত্তভঙ্গ হওয়া কখনই সম্ভব নহে—বিশেষতঃ তাদৃশ বিজিগীষু রামের;—সে অবশ্যই পিতৃনিদেশ প্রতিপালন করিবে। শূর্পণখা কহিল তাহাতে আমাদের লাভ কি? মাল্যবান্ উত্তর করিলেন লাভ বিলক্ষণ আছে; এইরূপে তাহাকে নিজ দেশ হইতে সুদূরে আনিয়া অপরিচিত ভূমি বিন্ধ্য-কান্তারে রাক্ষসদিগের অন্তিকে উপস্থাপিত করিতে পারিলে অনায়াসেই তাহার উচ্ছেদসাধন করা যাইতে পারিবে। ঐ স্থানে বিরাধ দনু কবন্ধ প্রভৃতি আমাদের আত্মীয়েরা তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্নার্থ নিরন্তর বিচরণ করিবে। রাম তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশ্যই প্রতীকারের চেষ্টা করিবে—কিন্তু সে তখন্ রাজশক্তিবিহীন, সুতরাং তাহার উৎসাহশক্তি কোন কার্য্যকারিণী হইবে না। রাবণের সীতাগ্রহণনির্ব্বন্ধ কোন ক্রমেই নিবার। করিতে পারা যাইতেছে না—এরূপ হইলে সে কার্য্যও অনায়াসে

সম্পন্ন হইবে। শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল, রামের সঙ্গে লক্ষ্মণকে আনিবার প্রয়োজন কি? মাল্যবান্ কহিলেন, লক্ষ্মণও রামের ন্যায় প্রবল বীর ও অস্ত্রপারদর্শী—অতএব রামের প্রতি যেরূপ ছদ্মদণ্ডপ্রয়োগের প্রয়োজন, লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ। শূর্পণখা কহিল দাশরথি এক্ষণে দূরে রহিয়াছে, তাহাকে নিকটে লইয়া যাওয়া এবং কোনরূপ শত্রুতা না থাকিলেও তাহার সহিত অপরিহার্য্য স্ত্রীবৈর উৎপাদন করা, এ দুইটী কাজই আমার ভাল লাগিতেছে না। মাল্যবান্ কহিলেন, বৎসে! তুমি বুঝিতেছ না; অযোধ্যারাজ্য আমাদের রাজ্যেরই সংলগ্ন, সুতরাং ভূমিসন্নিকর্ষে রাম আমাদের সন্নিকৃষ্টই আছে; তদ্ভিন্ন সে যখন্ তাড়কা সুবাহু প্রভৃতি অস্মদীয়গণের বিমর্দ্দন করিয়াছে, তখন্ আর সে অনাবদ্ধবৈর কি সে? আর দেখ, এরূপ না করিলেও রাম রাবণের বৈর সর্ব্বতোভাবেই অপরিহার্য্য। যে হেতু রাম জগতের পালয়িতা, আমরা জগতের নিষ্পীড়নকারী—অতএব এরূপ বিরুদ্ধস্বভাব পক্ষদ্বয়ের সন্ধি কোন ক্রমেই সম্ভব নহে; তোমাকে বলিয়াছি—দেবতারা পর্য্যন্ত রামের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, অতএব তাদৃশ অদ্বিতীয় পুরুষকে আমরা যে, একটু রাজ্যাংশ দান করত সন্তুষ্ট রাখিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; রামের প্রতি জনসাধারণ যেরূপ প্রীতিসম্পন্ন, তাহাতে আমরা যে, বুদ্ধিবলে কাহারও সহিত তাহার ভেদোৎপাদন করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিব, তাহাও অসম্ভব —সুতরাং রামের সহিত বিগ্রহ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু রাম প্রবল শত্রু; প্রবলের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ ফলপ্রদ হয় না—তাহার প্রতি গুপ্তদণ্ডই প্রয়োগ করিতে হয়—তাহারই এই উপক্রম করিতেছি। রামকে আপন কোষ্ঠে আনিয়া সীতাহরণ করিলেই আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে; পত্নী শত্রুর হস্তগত হইলে, রাম হয় ত লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিবে—তাহাও যদি না করে, নিতান্ত অবমানিত ও প্রতাপশূন্য হইয়া থাকিবে—অথবা অনুতাপ করিয়া আমাদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য উপযাচক হইবে। আর যদিই সেরূপ না হইয়া পরিভবোদ্দীপিত ক্রোধের বেগে আমাদের

সহিত যুদ্ধার্থই উদ্যত হয়, তাহা হইলে সমুদ্র তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ সে অপরিমেয়বীর্য্য; কিন্তু সে স্থলে আর এক উপায় করিলেই চলিবে—ইন্দ্রপুত্র বালী ভীমবীর্য্য ও প্রকাণ্ড বীর; পূর্ব্ব হইতেই তাহার সহিত রাবণের সৌহৃদ্য আছে; সেই বালীর দ্বারা শত্রুর বধসাধন করা অতি সহজ হইবে। ফল কথা এই উপলক্ষে অনেক বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে।

শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল কি কি বিষয়ের? মাল্যবান্ উত্তর করিলেন বৎসে! তুমি রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী এবং রাজকার্য্যেরও অভিজ্ঞা, অতএব তোমার নিকটে মনের সমস্ত কথা প্রকাশ করি, ইহাতে মন্ত্রভেদ হইবে বলিয়া আমার শঙ্কা নাই—বিবেচনা কর, রাম দুই প্রকারে আমাদের শত্রু; প্রথমতঃ রাজ্যের সন্নিকর্ষবশতঃ সে নিয়তই আমাদের অপকারক ও অপকার্য্য—দ্বিতীয়তঃ সে ধর্ম্মপালক ও প্রজারঞ্জন ক্ষত্রিয়। আমাদের তৃতীয়নপ্তা রাবণানুজ বিভীষণও ধর্ম্মপক্ষপাতী; অতএব রাম সন্নিহিত হইলে বিভীষণ তাহার সহিত যে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাই গুরুতর শঙ্কার বিষয়। কুম্ভকর্ণের থাকা না থাকা সমান; কারণ সে নিতান্ত নিদ্রাব্যসনী এবং অত্যন্ত অবিনীত। বিভীষণের গুণদর্শনে প্রজাসাধারণে তাহার প্রতিই অনুরক্ত হইতেছে; খরদূষণ ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসাচারেই রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; ইহারা রাজার নিকটে ধনগ্রহণ করে, এই জন্য মুখতঃ অনুরাগ দেখায়, কিন্তু বস্তুগত্যা রাজানুরক্ত নহে; শুনিতে পাওয়াযায় প্রজারাও কখন কখন বিরক্ত হইয়া বিভীষণের গুণানুবাদ করিয়া কুমন্ত্রণা করে। ফল কথা রাজকুল এক্ষণে অন্তর্ভেদে জর্জ্জর হইয়াছে, এমত সময়ে কোন শত্রু আক্রমণ করিলে রক্ষা করা দুষ্কর হইবে।—অতএব বিভীষণের দণ্ডবিধান ভিন্ন এ বিপদের প্রতীকার দেখি না।—কিন্তু সে দণ্ড কিরূপ হইবে?—প্রকাশদণ্ড?—গুপ্তদণ্ড?—সংরোধন?—বা নির্ব্বাসন?—ইহার মিধ্যে প্রকাশদণ্ড সমসম্বন্ধ রাক্ষসগণ কখন সহ্য করিবে না; গুপ্তদণ্ডও বহুজনকর্ত্তৃক অনুমীয়মান হইয়া প্রকৃতিকোপ উৎপাদন করিবে; বল-

পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি আন্তরিক-স্নেহসম্পন্ন খরদূষণ প্রভৃতি বিকৃত হইবে; এবং নির্ব্বাসিত করিলেও তথায় যাইয়া উহার সহিত মিলিত হইবে; অতএব খরাদির বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।—বৎসে! সেই কার্য্যেই রামের প্রয়োজন।

শূর্পণখা বিষণ্ণবদনে কহিল, ঠাকুরদাদা! যাই বলুন—অন্নজীবী হওয়া ভাল কাজ নহে; দেখুন রাবণ ও খরাদির সহিত সম্বন্ধ তুল্য হইলেও আপনাকে এইরূপ চিন্তা করিতে হইতেছে। মাল্যবান্ কহিলেন সত্য বটে, রাজ্যতন্ত্ররক্ষার ভারগ্রাহী নীতিজ্ঞ মন্ত্রীদিগকে স্নেহ, দয়া, সুখ, ধর্ম্ম সমুদয়ে জলাঞ্জলি দিয়া রাজ্যেরই হিতচিন্তা করিতে হয়। শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করিল খরদূষণ প্রভৃতির সাহায্য-প্রাপ্তি-রহিত হইলে বিভীষণ কি করিবেন বোধ হয়? মাল্যবান্ উত্তর করিলেন বিভীষণ বড় বুদ্ধিমান্; সে আমাদিগের বিরক্তি ঈষন্মাত্র বুঝিতে পারিলে স্বয়ংই অপসৃত হইবে, এবং সে অপসরণে আমরাও উপেক্ষা করিব; তাহা হইলে বিভীষণের অকারণ ভয় ভাবিয়া লোকে আমাদিগের প্রতি অবিরক্ত থাকিবে। বিভীষণ পলায়িত হইয়া নিশ্চয়ই সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইবে, যেহেতু শৈশবকাল অবধি উহাদের অত্যন্ত সৌহৃদ্য আছে। সুগ্রীব এক্ষণে বালীর প্রসাদদত্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করে। যদি বিভীষণ সুগ্রীবের নিকটে যায়, তবে তখন্ রামকে ছাড়িয়া বালীর দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধির উপায় দেখিব। আর যদি সে সুগ্রীবের নিকটে না যাইয়া রামের আশ্রয়গ্রহণ করে, তাহা হইলেও আমরা বালীকে এরূপে উত্তেজিত করিতে পারিব, যাহাতে বালী তাহা কোন মতেই সহ্য করিবে না—অবশ্যই প্রতীকার করিবে। শূর্পণখা সাশঙ্কমনে জিজ্ঞাসা করিল, রাম পরশুরামবিজয়ী অদ্ভুত বীর।—সে যদি জনিতবৈর বালীকে ব্যাপাদিত করে, তাহা হইলেত রাম ও বিভীষণের সংযোগ অনর্থকর হইয়া উঠিবে।—মাল্যবান্ হাসিয়া কহিলেন বৎসে! যে বালীকে মারিবে, সে আমাদের সকলকেই বধ করিবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। সেই সর্ব্বনাশের সময়ই যদি উপস্থিত হয়, তখন্ আমাদের ঐ কুলতন্তু বিভীষণ

জীবিত থাকিবে, ধার্ম্মিক রামচন্দ্র তাহাকেই রাজলক্ষ্মী প্রদান করিবে, —আর কি বল?

শূর্পণখা সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুরদাদা! এমনও কি ঘটিবে? মাল্যবান্ কহিলেন বৎসে! এখন্ যাও—যে কার্য্যে পাঠাই-তেছি, তাহা সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিও। যখন্ জনক ও দশরথের সমীপে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র না থাকিবেন, তখন্ই এই কার্য্যের চেষ্টা করিবে—তাঁহারা নিকটে থাকিলে ব্যাঘাত হইবে। আমি এক্ষণে লঙ্কাতেই গমন করি। শূর্পণখা 'যে আজ্ঞা' বলিল এবং 'হা অম্ব! তোমা-কেও শোকের মুখ দেখিতে হইবে' সাশ্রুনয়নে এই কথা বলিয়া মিথিলা-নগরে প্রবেশ করিল। মাল্যবান্ মনে মনে কহিলেন—হা বৎস খরদূষণপ্রভৃতি! আমি পাপাত্মা তোমাদিগকে বধ্যরূপে স্থাপন করিলাম!—' হা বৎস বিভীষণ! 'কার্য্যানুরোধে তুমিও পরিত্যাজ্য হইলে? হা মদ্বৎসল বৎস রাবণ! তোমার মহৎ সঙ্কট দেখিতেছি! হা বৎসে কৈকসি! তোমার কি দুর্ভাগ্য! তুমি আর দীর্ঘকাল তিন পুত্রকে দেখিতে পাইবে না!—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি লঙ্কাভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে যে স্থানে ভার্গব ও রামচন্দ্রের সংগ্রাম হইতেছিল, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র জনক ও দশরথ তাহার অনতিদূরেই অবস্থান করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের বিজয়বার্ত্তা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র জনক ও দশরথ আনন্দভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। জনক দশরথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজন্! কি সৌভাগ্যের কথা যে, বৎস রামচন্দ্র ঈদৃশ সমরকৌশল শিক্ষা করিয়াছেন!—বৎসের অসামান্য, অলৌকিক ও মহা-ফলপ্রদ এই সকল অদ্ভুত কার্য্য কেবল আমাদেরই নহে, সমস্ত জগতের আনন্দপ্রদ! বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গনকরিয়া কহিলেন সখে কুশিক-নন্দন! রামচন্দ্রের যে এই অদ্ভুত মহিমা প্রকটিত হইতেছে, তদ্দ্বারা কেবল আমরা নহি, সমস্ত ভুবনও চরিতার্থ হইতেছে—আমরা সূর্য্য-বংশীয়দিগের কুলগুরু বটি, কিন্তু ইহা আমাদিগেরও আশীর্ব্বাদের অতিরিক্ত; এই কার্য্যে কেবল তোমারই প্রভাব প্রকাশিত হইতেছে। বিশ্বামিত্র

কহিলেন, এরূপ কহিবেন না—ও সকল প্রকৃষ্ট পুণ্যসমূহের ফল; নচেৎ এরূপ সর্ব্বজনহিতকর কার্য্যের উৎপাদনে আমার কি ক্ষমতা আছে? দশরথ কহিলেন ভগবন্ গাধিনন্দন! ওরূপ বলিবেন না—সূর্য্যবংশের দিলীপাদি পূর্ব্বতন রাজগণ তেজোরাশি এই অরুন্ধতীপতিকে কুলদেবতার ন্যায় সাতিশয় ভক্তিসহকারে যে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং অমোঘবাক্ ভূরিতপা ঋষিগণ এই বংশীয়গণের প্রতি যে সকল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তেরই এই শুভ ফল যে, আপনি আমাদিগের প্রতি এরূপ প্রসন্ন হইয়াছেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন রাজন্! যথার্থই বলিয়াছেন—বিশ্বামিত্র সাধারণ তপস্বী নহেন—যাহা বাক্য ও মনের অগোচর—এবং যদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কিছুই হইতে পারে না, সেই তীব্র অপ্রমেয় তপোরাশি এই দুর্দ্ধর্ষ ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রে দীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র কহিলেন আপনি ব্রহ্মার পুত্র, বিদ্যাময় ও তপোময় এবং জগতের গুরু; আপনি আমাকে যদি ঐরূপ বলিয়া স্তব করেন, তাহা হইলে আমি সত্যই ঐরূপ—যেহেতু আপনি সত্যবাক্। কিন্তু রামচন্দ্রের ওরূপ মহিমাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—যেহেতু মহারাজ দশরথ উহাঁর প্রসবিতা। ইনি সাধারণ ক্ষত্রিয় নহেন;——বৈবস্বত মনুর বংশে পূর্ব্বে উৎপন্ন যে সকল রাজগণ আপনকার উপদিষ্ট বিধান অনুসারে প্রজাদিগের প্রতিপালয়িতা ও যাঁহারা মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশির ন্যায় পবিত্রচরিত্র, এই ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব গুণনিধি মহারাজ দশরথ তাঁহাদিগের শ্লাঘনীয় উত্তরাধিকারী! ইহাঁর মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব?—বৃত্র ও জম্ভাসুরের দময়িতা, ত্রিজগতের অধিপতি এবং দেবতাদিগের নিয়ন্তা দেবেন্দ্র স্বয়ং অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে অনেকবার এই মহাবীরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব ঈদৃশ ব্যক্তির পুত্র এরূপ গুণসম্পন্ন না হইবে কেন?—বৎসের বিক্রমের তুলনা নাই—যে দশানন দেবাধিপতি ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়াছিল, হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্য তাহাকে পরাজিত করেন; বৎস সেই কার্ত্তবীর্য্যের নিহন্তা, ত্রিভুবনে বিখ্যাতনামা মহাবীর জামদগ্ন্যকেও এক্ষণে সমরে পরাস্ত করিলেন!

অতএব প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিতে গেলে বৎসের তুল্যকক্ষ বীর পৃথিবীতে কেহই রহিল না, অনুমিত হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—এমত সময়ে অদূরে কোলাহল হইল। বিশ্বামিত্র সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই যে বৎস রামচন্দ্র জামদগ্ন্যের সহিত এই দিকেই আসিতেছেন—আহা! বীরলক্ষ্মী ও বিজয়লক্ষ্মীতে বৎসের কি শোভাই হইয়াছে! বৎস ঈদৃশ বীর্য্যোন্নত হইয়াও মাননীয় মুনির নিকটে কিরূপ অবনত ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন! গুরুর প্রতি কৃতাপরাধ শিষ্যের যেরূপ, হৃতদর্প ভৃগুপতির প্রতি উঁহারও সেইরূপ সলজ্জভাব কি রমণীয়ই দেখাইতেছে!

ইহাঁরা এদিকে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ওদিকে রামচন্দ্র পথিমধ্যে জামদগ্ন্যকে সম্বোধনকরিয়া কহিলেন ভগবন্! ব্রহ্মবাদীরা আপনকার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়াথাকেন এবং আপনি বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার নিধিস্বরূপ; আমি দৈবাধীনতায় আপনকার প্রতি অপরাধ করিয়াছি, এক্ষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। পরশুরাম কহিলেন বৎস! তুমি জামদগ্ন্যের অপকার কর নাই—উপকারই করিয়াছ।—দেখ, যে এক দর্পাময় আমার পবিত্র ব্রাহ্মণজাতি, বংশমর্য্যাদা, শাস্ত্রজ্ঞান ও চরিত্র—এ সমুদায়কে এতাবৎকাল কলুষিত করিয়া রাখিয়াছিল, আজি ব্রাহ্মণবৎসল প্রিয়তম তুমি আমার সেই দর্পাময়ের প্রশমন করিয়া যথার্থই কুশলসাধন করিয়াছ! রামচন্দ্র কহিলেন যখন্ শস্ত্রগ্রহণ পর্য্যন্ত দুর্য্যোগ ঘটিয়া গেল, তখন্ আর কিরূপে অপরাধ করি নাই?—জামদগ্ন্য উত্তর করিলেন শস্ত্রগ্রহণ তোমাদের ন্যায্যকর্ম্ম—যেহেতু বৈদ্য ও রাজা উভয়েই সমান—তাঁহারা দুষ্ট-শরীর ব্যক্তির দোষের অন্যরূপে প্রশমন করিতে না পারিলে শস্ত্রব্যবহারই করিয়াথাকেন। রামচন্দ্র কহিলেন আপনকার সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য; অতএব এক্ষণে চলুন। জামদগ্ন্য জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! কোথায় আমায় যাইতে হইবে? রামচন্দ্র কহিলেন, যেস্থানে পিতা ও শ্বশুর মহাশয় আছেন—যেস্থানে পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আছেন।

জামদগ্ন্য মনে করিলেন, ইহা ত পারাযায় না, কিন্তু রাজনিয়োগও অনতিক্রমণীয় ; এই ভাবিয়া তিনি শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন সৌম্যতা-বশতঃ অচণ্ডপ্রকৃতি কিন্তু প্রচণ্ডবিক্রম এই রামচন্দ্র আপনাদিগের সন্নিধানে আগমন করিতেছেন, যাঁহার জৈত্র শাসন আজি জামদগ্ন্যের নিকটেও অপ্রতিহত হইয়াছে। রাজদ্বয় শুনিয়া পরস্পর কহিলেন, এ অতি গভীর সৌজন্যোদ্‌গার। এই উক্তির শেষ হইবামাত্র রামচন্দ্র সহসা সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলের চরণবন্দনা করিলেন—সকলেই মহাসমাদবে উহাঁকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর জামদগ্ন্য বশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্ মৈত্রাবরুণ! আমি প্রণামপূর্ব্বক আপনাদের সকলকে জানাইতেছি যে, রামচন্দ্র আমার দর্পজ্বরের প্রশমন করিয়াছেন; আপনারা বৃদ্ধ ও গুরু—আপনাদের বাক্য লঙ্ঘন করায় আমার যে, গুরুতর পাপ জন্মিয়াছে, তাহা এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি; অতএব সেই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহার উপদেশ প্রদান করুন; আপনারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা-কর্ত্তা; আপনাদিগের নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়া মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ সংহিতাপ্রণয়ন করিয়াছেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! তোমাকে দুর্ব্বিনীত দেখিলেই আমাদের দুঃখ হয়, নচেৎ আমাদের আর কোন অসুখই নাই। তুমি নিষ্পাপ শ্রোত্রিয়দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব তুমি পরিপূতই আছ। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রামচন্দ্রই তোমার পাপের শোধন করিয়াছেন, যে হেতু আচার্য্যেরা কহেন রাজদণ্ড প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপের পরিশোধক হইয়া থাকে। দশরথ কহিলেন, ভগবন্ জামদগ্ন্য! আপনি স্বভাবতই পবিত্র; আপনকার আবার পবিত্রীকরণ কি? তীর্থ জল ও অগ্নিকে অন্যবস্তু দ্বারা শুদ্ধ করিতে হয় না। জামদগ্ন্য লজ্জিত হইয়া মনে মনে কহিলেন, ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও—অভ্যন্তরে লীন হই! জনক কহিলেন, ভগবন্! যদি অপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে বিশ্রব্ধভাবে উপবেশন দ্বারা আমা

দের গৃহ পবিত্র করুন—এই পবিত্র আসন—ইহাতে উপবেশন করুন। ‘আপনি সূর্য্যশিষ্যের শিষ্য—আপনি রাজর্ষি—আপনকার যাহা অভিরুচি’ এই বলিয়া জামদগ্ন্য উপবেশন করিলেন; জনক প্রভৃতি ও উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর দশরথ কহিলেন, ভগবন্! আপনারা অরণ্যবাসী—জনপদমধ্যে প্রায় আগমন করেন না—আমরাও গৃহকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যগ্র; সুতরাং নিতান্ত অভীষ্ট হইলেও আপনকার দর্শনলাভ করিতে পারি না; আজি পুণ্যবলে চিরপ্রার্থিত আপনকার সমাগম লাভকরিয়া চরিতার্থ হইলাম। লোকে মহাপুরুষ দর্শনকরিলে তাঁহার স্তবাদি করিয়া থাকে, কিন্তু আপনকার পবিত্র তেজঃ স্তুতিপথের অতীত; সুতরাং কি বলিয়া আপনকার স্তব করিব? আপনি সসাগরা বসুন্ধরা দান করিয়াছেন—, আপনাকে আমি কি দিব? আপনি শমগুণাবলম্বী তপস্বী; আপনকার সেবকের প্রয়োজন নাই—সুতরাং সেবক হইয়া যে, চিত্তের নির্বৃতি লাভ করিব, তাহারও উপায় নাই; তথাপি বিনয়াঞ্জলিসহকারে নিবেদন এই যে, আপনি সপুত্র দশরথকে বশম্বদ ভৃত্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন। জামদগ্ন্য কহিলেন, রাজন্! তোমরা যে, এরূপ সৌজন্যময় হইবে, তাহা বিচিত্র নহে; দেখ, জগতের মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির্নিধি ভগবান্ সবিতা, তোমাদিগের বংশের প্রসবিতা;—নিত্যযজ্বা, প্রকৃত রাজর্ষি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ এবং বেদের ন্যায় অপ্রমেয়মহিমা ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ধর্ম্মোপদেশক। আরও দেখ, যদ্দ্বারা দেবরাজের সংগ্রাম ব্যাপার বিদূরিত হয়, তাদৃশ ধনুঃ তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির উপায়; সপ্তদ্বীপনিবিষ্ট-যূপশ্রেণী-সমলঙ্কৃত বসুমতী তোমাদিগের পুরী; এবং ভগবতী ভাগীরথী, সাগর এবং সেই সেই অদ্ভুত চরিত সকল তোমাদিগের কীর্ত্তিকলাপের দেদীপ্যমান পতাকা। এরূপ মহাবংশসম্ভূত, মহামহিমশালী মহোদয়েরা এরূপ সৌজন্যপূর্ণ না হইয়া কখনই গর্ব্বিত হইতে পারেন না। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কর্ণে কর্ণে কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র হইতেই এই সকল প্রিয়বাক্য বলিতে শিক্ষা পাইয়াছেন!

অনন্তর জামদগ্ন্য রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার অরণ্যগমনে অনুমোদন কর। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমিও আর এখানে থাকিয়া কি করিব?—আমি রঘুনন্দন ও জনককন্যাদিগের পরিণয়মঙ্গল দর্শনকরিলাম এবং রামচন্দ্রকে ভৃগুপতিবিজেতা দেখিয়া পরম সুখী হইলাম—এক্ষণে আশ্রমে প্রতিগমন করি।—দশরথ কহিলেন, বৎস রাম! তোমার ভগবান্ কৌশিক প্রস্থান করিতে উদ্যত। বিশ্বামিত্র সজল-নয়নে রামকে আলিঙ্গনকরিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না; কিন্তু কি করিব,—আহিতাগ্নিরা অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানানুরোধে স্বেচ্ছানুসারে দীর্ঘকাল কোথাও অবস্থান করিতে পারেন না। বশিষ্ঠ কহিলেন, উহার জন্য ক্ষোভ কি?—নিজের এক গৃহ হইতে অপর গৃহে গমন বা আগমন স্বেচ্ছাপ্রণোদনমাত্র। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, আমরা উভয়ে মিলিয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করি—আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিলে মধুচ্ছন্দের মাতার নিকট আমার আদর বাড়িবে। বশিষ্ঠ কহিলেন এই সামান্য কার্য্যের জন্যও কি আমার প্রতি আপনার কিছুমাত্র প্রভুতা নাই?—জনক ও দশরথ এই সকল কথোপকথন শুনিয়া পরস্পর কহিলেন ব্রহ্মর্ষিদিগের সমাগম কি রমণীয়!—কি পবিত্র!—ইঁহাদিগের পরস্পরের মাহাত্ম্য পরস্পরের নিকটেই বিদিত—অন্যে ইঁহাদিগের স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ;—এতাদৃশ মহর্ষিদিগের, স্নেহানুবৃত্তির কথা দূরে থাকুক, বিরোধও অপূর্ব্ব দৃশ্য!

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে এক পরিচারিকা আসিয়া কহিল, রামবধূ এই পার্শ্বস্থ গৃহে অবস্থিত হইয়া আপনাদিগকে বন্দনাকরিতেছেন। ঋষিদ্বয় উচ্চ স্বরে কহিলেন, বৎসে জানকি! আমরা এই আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বাকার-হৃদয়ঙ্গম মহাবীর তোমার পতি দেবরাজের সমস্ত ভয় ভঞ্জনকরুন এবং ইন্দ্রাণী এই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের গৃহিণী বলিয়া মনে মনে তোমার সগৌরব পূজা করিতে থাকুন। রাম শুনিয়া সস্পৃহ-

ভাবে মনে মনে কহিলেন, যদি কখন নিঃশেষে রাক্ষসকুলের উন্মূলন করিতে পারি, তবেই এ আশীর্ব্বাদ সফল হয়। অনন্তর ঋষিদ্বয় "তোমা-দের মঙ্গল হউক—তোমরা এইরূপ সুখে কালযাপন কর" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রাজদ্বয় তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। জামদগ্ন্যও তাঁহাদিগকে সম্বোধনকরিয়া কহিলেন, ভার্গব আপনাদিগকে অভি-বাদন করিতেছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কহিলেন বৎস! তোমার এই মনঃপ্রশম স্থির থাকুক—পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হউক এবং অন্তকরণে সকলের শুভসাধনসঙ্কল্পই অবিচ্ছেদে বিরাজ করুক, এই বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জামদগ্ন্য রামচন্দ্রকে নিভৃতে আহ্বান করিলেন এবং কহিলেন বৎস! ক্ষত্রিয়কুলের বিধ্বংসনবাসনায় আমি শস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তদভাবে আমার এই ধনুর্ধারণ বিফল; কেবল ইন্ধনাদিচ্ছেদনের জন্য এই পরশু খানি আবশ্যক; অতএব তোমায় বলি শোন—দণ্ডকারণ্য-মধ্যে পবিত্র সরিৎসকলের উপকূলে অনেক ঋষি বাস করেন; লঙ্কা-বাসী রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের বিধ্বংসনের জন্য সতত তথায় বিচরণ করে; উহাদিগের উন্মূলন যাঁহাদ্বারা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারই হস্তে আমার এই ধনুর্ব্বাণ ন্যস্ত হওয়া উচিত; অতএব আমি ইহা তোমাকেই দিলাম। রাম প্রণাম করিয়া 'আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য' এই বলিয়া সেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রামের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পরশুরামের প্রস্থানের পর রামচন্দ্র সাশ্রুলোচনে ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহি-লেন, ভগবান্ ভার্গব চলিয়া গেলেন!——আমি এখন্ কি করি?—যে কোন প্রকারে হউক দণ্ডকারণ্যে গমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু গুরুজন আমার প্রতি যেরূপ স্নেহে বদ্ধ, তাহাতে তথায় যাইবার জন্য ইহাঁদের নিকট হইতে যে কোনরূপে বিদায় পাইব, তাহার সম্ভাবনা নাই। জামদগ্ন্যকে রাক্ষসেরা ভয় করিত; এক্ষণে তিনি অস্ত্রত্যাগ

করিলেন। আমার হস্তে তাঁহার অস্ত্র আসিল বটে, কিন্তু আমি পরাধীন;—অতএব দেখিতেছি, দুরাত্মা যাতুধানেরা তপস্বীদিগকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবে! রাম এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া কহিলেন আর্য্য! মধ্যমা মাতা কেকয়ীর প্রিয়সখী মন্থরা অযোধ্যা হইতে এখানে আসিয়াছেন, এবং আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। রাম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, উত্তম হইয়াছে!—দেখা দিলে উহাঁর শিশুজন-বিরহ-জনিত বৈমনস্য বিদূরিত হইবে। অতএব বৎস! সত্বরে উহাঁকে লইয়া আইস। লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মন্থরা-বোধে যাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসমীপে উপস্থিত হইলেন, সে মন্থরা নহে—মন্থরাবেশধারিণী শূর্পণখা।

শূর্পণখা রামসমীপে গমনসময়ে চিন্তা করিল, আমি ত মন্থরার বেশ পরিগ্রহ করিয়া ঠিক মন্থরাই হইয়াছি! কিন্তু ভাগ্যে বশিষ্ঠ বা বিশ্বামিত্র নিকটে নাই—তাই রক্ষা! নচেৎ আমার মায়া প্রকাশ হইয়া পড়িত। অনন্তর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে ভাবিল, এই সেই পরশুরামবিজয়ী ক্ষত্রিয়কুমার রাম! আহা চিত্তোন্মাদকর কি রমণীয় রূপ! জগতে সেই রমণীই ধন্য, এই পুরুষরত্ন যাহার প্রতি পত্নীভাবে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেন! যদিও বালবৈধব্যানলে আমার হৃদয়ের সমস্ত সুখাশা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি অমৃতনিষ্যন্দিনী এই মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাহা যেন আবার অঙ্কুরিত হইতেছে!—রামচন্দ্র সন্নিহিত হইয়া মন্থরাবোধেই তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, মাতার কুশল ত?

শূর্পণখা কহিল, হাঁ—তোমার মাতার সমস্ত মঙ্গল;—তিনি স্নেহ-বশতঃ প্রস্রুতস্তনী হইয়া উদ্দেশে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তোমায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বৎস! পূর্ব্বে মহারাজ আমায় দুইটী বর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই বরদ্বয়ের প্রার্থিনী, এবং তদর্থ এই লেখন মহারাজের নিকটে প্রেরণ করিলাম; ইহা অগ্রে তুমি পাঠ করিবে, পরে মহারাজকে দিবে এবং যাহাতে আমার মনোরথ সিদ্ধ

হয়, তাহা করিবে। রামের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ পত্র লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—পত্রে যাহা লিখিত ছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই—"এক বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হউক"—এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই লক্ষ্মণ মনে মনে ভাবিলেন, এ কি?—জ্যেষ্ঠ আর্য্য বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ আর্য্য ভরতের রাজ্য-প্রার্থনা!—আবার পাঠ করিলেন "অন্য বরের দ্বারা রাম অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করুক"—আবার ভাবিলেন মা! একি!—আর্য্যের বনগমনপ্রার্থনা করিলে কেন?—আবার পাঠ করিলেন "এবং তথায় জটাবল্কলধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করুক এবং সীতা ও লক্ষ্মণ ভিন্ন অন্য কোন পরিজন তাহার অনু-গমন করিতে না পাউক"—লক্ষ্মণ আর থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আঃ পাপে! রণ্ডে! দুষ্ট মাতঃ!—আর্য্য প্রভৃতি আমরা সকলেই তোমায় 'অম্বা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি, আজি তাহা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে এই নিদারুণ অভিলাষ প্রকাশ করিলে! রাম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন বৎস! ওরূপ কহিও না, ইহা অনুগ্রহের পরা-কাষ্ঠা! যে স্থানে গমনের নিমিত্ত মন এত সমুৎসুক হইয়াছে, সেই স্থানেই গমনের আদেশ হইতেছে!—তোমার সহিতও বিরহ হইতেছে না!—ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?—লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ শান্ত ও হৃষ্ট হইয়া মনে মনে কহিলেন এখন্ ইহাই সৌভাগ্য যে, আর্য্য আমায় সঙ্গে লইতে অসম্মত নহেন। অনন্তর রাম কহিলেন, আর্য্যে মন্থরে! তুমি অযোধ্যায় যাইয়া মাতাকে আমার প্রণাম জানাইও এবং কহিও আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিলাম। শূর্পণখা 'সংসার ধন্য! যাহাতে ঈদৃশ কল্পদ্রুমও উৎপন্ন হয়' এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে ভরতমাতুল যুধাজিৎ ও ভরত দুই জনে মহারাজ দশরথের নিকটে গমন করিতেছিলেন, লক্ষ্মণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন এবং রামকেও দেখাইলেন। রাম দেখিয়া কহিলেন বৎস ভরতকে আলিঙ্গন না করিয়া যাইলে মনে সুখ হইবে না, কিন্তু বৎস আমার প্রবাসজন্য দুঃখে কাতর হইবে, অতএব এ সময়ে উহার সহিত সাক্ষাৎ করাও

কষ্টকর। যাহা হউক, এক্ষণে মহারাজের নিকটেই গমন করা যাউক—এই বলিয়া তদভিমুখেই চলিলেন।

ওদিকে যুধাজিৎ ও ভরত দশরথের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, দেব! অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ তাড়কাদিবিজয়ের সংবাদে পরমাহ্লাদিত হইয়া এখানে আসিয়াছে এবং ঐকমত্যে এই নিবেদন করিতেছে যে, আপনি এক্ষণে সর্ব্বকার্য্যকুশল রামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করুন—তাহা হইলে তাহারা যৎপরোনাস্তি প্রীত ও পূর্ণকাম হয়। দশরথ শুনিয়া জনককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! প্রজারা যেন আমার হৃদয়ের সহিতই মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ প্রার্থনা জানাইতেছে, তাহা শুনিলে ত!—কিন্তু রামপ্রিয় ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এখানে নাই—এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? জনক হৃষ্টমুখে কহিলেন, এ কার্য্য তাঁহাদিগের যে ঐকান্তিক প্রীতিকর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পরোক্ষে ইহা সম্পন্ন হইয়া গেলে তাঁহারা আরও প্রীত হইবেন, অতএব তজ্জন্য চিন্তা নাই;—বিধিজ্ঞ বামদেব উপস্থিত আছেন, কোন কার্য্যই অঙ্গহীন হইবে না। দশরথ কহিলেন, তবে এই ভার্গববিজয়-মহোৎসবের সহিত অভিষেকমহোৎসব মিলিত করা যাউক। রাম কিঞ্চিৎ দূর হইতে এই কথা শুনিয়া মনে মনে কহিলেন, এ আবার কি!—দশরথ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন, এবং কহিলেন, অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গ্রহ কর, এবং যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকে তাহা দিয়া পূর্ণকাম কর।

রাম সহসা নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—আমি প্রার্থী। দশরথ হাসিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কিসের প্রার্থী? রাম কহিলেন, আপনি মধ্যমা মাতাকে যে দুইটী বর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি আজি তাহা চাহিতেছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণকরুন। দশরথ কহিলেন, রঘুবংশীয়েরা সত্যসন্ধ—তুমি অবাধে প্রকাশ কর;—বিশেষতঃ তুমি দূত হইয়া প্রার্থনা করিলে, কে এমন আছে, যে আপন প্রাণপর্য্যন্ত দিতে না পারে? তখন্ রাম পত্রপাঠ করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি সঙ্কেত করিলেন। লক্ষ্মণ

পূর্ব্ববৎ পত্রপাঠ করিলেন। জনক, যুধাজিৎ ও ভরত শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—হায়! এ কি! এ কি!—এ কি সর্ব্বনাশ!—দশরথ মূর্চ্ছিত হইলেন; রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। জনক কহিলেন পবিত্র রাজবংশে উৎপন্না এবং ইক্ষ্বাকু-কুলতিলক মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী হইয়া সাধ্বী আর্য্যা কেকয়ী কেন যে, রাক্ষসীর ন্যায়, এরূপ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য!

রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, পিতঃ! পিতঃ! যদি রঘুবংশীয়েরা সত্যসন্ধ হয়েন—যদি রাম আপনাদিগের প্রীতিপাত্র হয়—তাহা হইলে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন—মধ্যমা মাতার প্রার্থনা সফলা হউক। দশরথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিলেন, হউক—আর উপায় কি! জনক কান্দিয়া কহিলেন, হা বৎস রামচন্দ্র! হা বৎস লক্ষ্মণ! ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধকালে পুত্রের প্রতি রাজলক্ষ্মী সমর্পণপূর্ব্বক যাহা অবলম্বন করিয়াছেন, তোমরা এই ক্ষীরকণ্ঠ অবস্থায় সেই বানপ্রস্থব্রত পরিগ্রহ করিলে!—বৎসে জানকি! তুমি ধন্যা! যেহেতু গুরুনিয়োগানুসারেই তোমার পত্যনুগমন হইল। দশরথ কহিলেন, হা বৎসে জানকি! বিবাহ মঙ্গল নিঃশেষিত না হইতেই তোমাকে অরণ্যচর রাক্ষসদিগের মুখে বলি দিলাম!—এই কথার পরই দশরথ ও জনক উভয়েই মূর্চ্ছিত হইলেন।

রাম লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন গুরুজনেরা বড়ই কাতর হইতেছেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! শোক ও স্নেহের বেগ এই রূপই হইয়া থাকে, তাহাতে কি করা যাইবে?—ওদিকে ভরতজননী কালক্ষেপ প্রতিষেধ করিয়াছেন, অতএব, আমাদিগের বিক্লব হইলে চলিবে না। রাম কহিলেন, সাধু! বৎস সাধু! তোমার চিত্তসার কি অলৌকিক দৃঢ়তাসম্পন্ন! তবে এক্ষণে বৈদেহীকে আনয়ন কর। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভরত দেখিয়া শুনিয়া বিহ্বল হইলেন এবং যুধাজিতকে কহিলেন, মাতুল! মাতুল! এই কি আপনাদের বংশের উপযুক্ত কার্য্য? যুধাজিৎ কহিলেন বৎস! আমায় কিছু বলিওনা—আমি ভগিনীর কার্য্যদর্শনে

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি! এই কার্য্যদ্বারা তাহার স্বামী মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতেছে—পুত্রদ্বয় বনে যাইতেছে—বধূ রাক্ষসদিগের মুখে বলির ন্যায় প্রহিত হইতেছে—লোকের অবলম্বনযষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—কুল কলঙ্কিত হইতেছে এবং সমস্ত জগতে অনির্মোচ্য অপযশ রটিতেছে!!

এই সময়ে লক্ষ্মণ সীতাকে সমভিব্যাহারে আনিয়া কহিলেন আর্য্য! এই আর্য্যা আসিয়াছেন। রাম, এই দিকে আইস, বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সকল গুরুজনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, মাতুল! এই পিতা, শ্বশুর মহাশয় ও অপত্যবৎসল মাতৃগণ রহিলেন, শোকের সময়ে আপনিই ইহাঁদিগকে সান্ত্বনা করিবেন—আমরা চলিলাম। যুধাজিৎ, 'আমি কেমন করিয়া তোমাদিগকে অরণ্যে ছাড়িয়া দিব!' এই বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভরত ও অনুগমন করত কহিলেন, মাতুল! বলুন এক্ষণে আমি কি করি?—যুধাজিৎ কহিলেন, রামচন্দ্র! তোমার পাদপরিচারক ভরত অরণ্যে তোমার অনুগমন করিতেছে, ইহাকে অপেক্ষাকর। রাম কহিলেন, ভরত কিরূপে অনুগমন করিবে? উহার প্রতি ত বর্ণাশ্রমপালনের গুরুনিয়োগ আছে? ভরত কহিলেন, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্নের উপর সে ভার সমর্পিত হউক। রাম কহিলেন, এ বিষয়ে কি কাহারও নিজের অভিরুচি আছে? ভরত কহিলেন আমার এই অভিরুচি। রাম বিরক্তস্বরে কহিলেন, কি!—আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার বা অন্য কাহারও গুরু-নিয়োজিত পথ উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি আছে?—তখন্ ভরত, তবে নিতান্তই আমি পরিত্যক্ত হইলাম, এই বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। যুধাজিৎ তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক কর্ণে কর্ণে পরামর্শ করিয়া রামকে কহিলেন বৎস রামচন্দ্র! ভরত তোমায় এই জানাইতেছে যে, ভগবান্ শরভঙ্গমুনি তোমাকে যে পাদুকাযুগল প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে প্রদান কর। রাম তৎক্ষণাৎ তাহা চরণ হইতে উন্মোচন করিয়া ভরতকে দিলেন—ভরত লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন।

অনন্তর রাম ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার

দিব্য—তুমি সত্বরে প্রতিনিবৃত্ত হও এবং সম্প্রতি চিরপ্রমূঢ় তাতদ্বয়ের মূর্চ্ছাপনোদন কর। ভরত কহিলেন, আমি আপনকার এই পাদুকাযুগলকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া জটাধারী হইয়া নন্দিগ্রামে অবস্থানপূর্ব্বক, যত দিন আপনি প্রত্যাবৃত্ত না হয়েন ততদিন, প্রজাপালন করিব, এই বলিয়া সীতাও রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ভরতকে প্রণাম করিলেন এবং ভরত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অতিকষ্টে নেত্রজল সম্বরণ করিলেন। পরে রাম কহিলেন, বৎস ভরত! আর বিলম্ব করিওনা—তাতদ্বয়ের চৈতন্যসম্পাদন কর। ভরত দেখিয়া কহিলেন হায় হায়! এখনও উহাঁরা মূর্চ্ছিত রহিয়াছেন, এই বলিয়া মুখে জলোচ্ছ্বাস দিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। জনক প্রাপ্তসংজ্ঞ হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং 'হায়! আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে!' এই বলিয়া বিহ্বলের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দশরথ ও সহসা সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! তুমি যাইওনা—যাইওনা;—আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে!—আমি যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইতেছি—মর্ম্মচ্ছেদকারিণী নূতনবিধ ব্যথা আমার সর্ব্বাঙ্গ আক্রমণ করিতেছে—তোমার মুখচন্দ্র আমার চক্ষুর উপর অর্পণ কর এবং কথা কহ—হা পুত্র! একবারে আমার প্রতি অকরুণ হইওনা!—এই বলিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—অগো! আমি কোথায় যাইতেছি! জনকও ভরত তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া ভীত হইলেন এবং ধরা ধরি করিয়া তাঁহাকে বিজনস্থানে লইয়া গেলেন।

যুধাজিৎ কহিলেন, বৎস রাম! জনকপুরের অবস্থার প্রতি একবার নেত্রপাত কর—যে পুরী তোমার বিবাহমহোৎসবে তাদৃশ আনন্দময়ী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কেবল শোকময়ী হইয়াছে!—সকলেই সকল কার্য্য ত্যাগকরিয়া কেবল হাহাকার করিতেছে এবং নরনারীগণের নেত্রজলে পথ কর্দ্দমিত হইয়া যাইতেছে। রামচন্দ্র কহিলেন, মাতুল! এখন আর ওকথায় কাজ নাই—আপনি ফিরিয়া যাউন, ভরতকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যুধাজিৎ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার অনুগমন

করিব। রাম কহিলেন সে কি! আপনি গুরুজন, আপনি অনুগন্তা হইতে পারেন না; তদ্ভিন্ন আমরা তিন জনেই যাইব, ইহাই মাতার আদেশ। যুধাজিৎ কহিলেন, আমি একাকীই তোমার অনুগমন করিতেছি না। আমি এই মাত্র সংবাদ পাইলাম, অযোধ্যার যে প্রজাবর্গ এখানে আসিয়াছে, তাহারা সকলেই তোমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বহির্গত হইলেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। রাম কহিলেন, মাতুল! মাতুল! শিশুদিগকে ধর্ম্মলোপ হইতে রক্ষা করা গুরুজনেরই কার্য্য, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হউন, এবং প্রজাবর্গকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করুন, এই বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। যুধাজিৎ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার অনুরোধ অনুল্লঙ্ঘনীয়, অতএব মন্দভাগ্য আমি প্রজাদিগকে বঞ্চনা করিতে চলিলাম। এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণ ও সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহু লক্ষ্মণ! হে বৈদেহনন্দিনি! পাপাত্মা আমি তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া নিবৃত্ত হইলাম,—তোমাদিগের কল্যাণ হউক। অনন্তর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস! লোকের প্রাতঃস্মরণীয় তোমার এই চারিত্রপঞ্জিকা যুগে যুগে প্রাণিগণকর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়া চলিবে। এই বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, এক্ষণে আমাদের আর বিলম্ব না করিয়া সত্বরে বনপ্রস্থান করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া যাওয়া যাইবে?—আপনকার স্মরণ আছে, শৃঙ্গবেরপুরনিবাসী নিষাদপতি গুহ বলিয়াছিলেন যে, বিরাধ নামক রাক্ষস ঐ প্রদেশে সর্ব্বদা উপদ্রব করিয়া থাকে। রাম কহিলেন, তবে আমরা বিরাধের উচ্ছেদের নিমিত্ত ঐ স্থান হইয়া প্রয়াগসন্নিহিত বহুল-মুনিগণ-সংসেবিত ভাগীরথী-প্রবাহ-পূত চিত্রকূটপর্ব্বতে গমন করিব, এবং তথায় বিচরণকারী রাক্ষসগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ গৃধ্ররাজ জটায়ুর অধিষ্ঠিত জনস্থানে গমন করিব। এই বলিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

গরুড়ের দুই পুত্র—সম্পাতি ও জটায়ু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি কনিষ্ঠ জটায়ুকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে, জটায়ুকে কোন সাংঘাতিক বিপৎ-পাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং বিকলাঙ্গ হইয়াছিলেন। সম্পাতি সেই অবস্থায় মলয় পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন। একদা তিনি ঐ মলয়-গিরির কন্দরকুলায়ে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে জনস্থানবাসী জটায়ু জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার বাসনায় সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে অগ্রজের চরণবন্দনা করিলেন। সম্পাতি বহু-দিনের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর কথোপকথনাবসরে সম্পাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রকে বন-বাসার্থ প্রেরণকরিয়া মহারাজ দশরথের মৃত্যু হইয়াছে এবং রামচন্দ্র সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় কাতর হইয়াছেন, ইহা আমি পূর্ব্বে শুনি-য়াছি, এক্ষণে এই কালবিপ্রকর্ষে রামচন্দ্রের পিতৃমরণশোক কিছু মন্দীভূত হইয়াছে ত? জটায়ু কহিলেন বিদ্যা, তপোযোগ, বৃদ্ধজন-সংসর্গ, স্বাভা-বিকী ধীরতা ও রক্ষাকার্য্যে ব্যাসক্তি—এই সকল কারণ বশতঃ তাঁহার দৌ-র্মনস্য দীর্ঘকাল থাকিতে পায় না। সম্পাতি কহিলেন, তাহা সত্য—তাদৃশ জ্ঞানরাশির শোক তাপ সত্বরে শান্ত হইবারই কথা। যাহা হউক বিরাধের বিনাশে পরিতৃপ্ত আগন্তুকদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন করেন; তথায় শরভঙ্গ তাঁহার সমক্ষে হুত হুতাশনে মন্ত্রপূত নিজশরীর বিসর্জ্জনকরেন। অনন্তর সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি বহুল ঋষিবর্গের সহিত শ্রীরামের সহবাস হয়। জটায়ু

কহিলেন এ সকলই সত্য, কিন্তু এক্ষণে তিনি অগস্ত্যমুনির আদেশানুসারে পঞ্চবটীতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। সম্পাতি বহুক্ষণ স্মরণ করিয়া কহিলেন, হাঁ জনস্থানমধ্যে গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটী নামে এক প্রদেশ আছে বটে।

জটায়ু কহিলেন, ঐ পঞ্চবটীবনে রাবণভগিনী শূর্পণখা রঘুনন্দনদিগের প্রতি সাভিলাষা হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সম্পাতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! বল কি! অনেকযুগজীবিনী সেই বৃদ্ধা রাক্ষসী ক্ষীরকণ্ঠ সেই বৎসদিগকে লজ্জিত করিতে লজ্জাবোধ করে নাই! যাহা হউক, তাহার পর?—জটায়ু কহিলেন, তাহার পর লক্ষ্মণ তাহার কর্ণ ও নাসা ছেদনকরিয়া দিয়া দশাননবংশের যতদূর অবমাননা করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন। সম্পাতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ত তন্মূলক অবশ্যই বিবাদ বাধিয়া থাকিবে। জটায়ু কহিলেন, হাঁ বাধিয়াছে বৈকি—কিন্তু রামচন্দ্র তদুপলক্ষে চৌদ্দ হাজার চৌদ্দ রাক্ষস এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছেন। সম্পাতি বিস্ময়গদ্গদ-স্বরে কহিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য! অথবা দাশরথির পক্ষে এমন আশ্চর্য্যই বা কি! যাহা হউক, আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, এক প্রকাণ্ড বিরোধের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে; অতএব বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষণকালের জন্যও সীতা রাম ও লক্ষ্মণের কাছছাড়া হইবে না। বিবেচনা কর, দশানন সহোদরা ভগিনীর তাদৃশ নিকার এবং আত্মীয়বর্গের বারবার সেইরূপ বিনিপাত কি প্রকারে সহ্য করিবে? সে মদান্ধ, মায়াবী, প্রভুতাশালী, অমিতবীর্য্য ও সন্নিধানস্থিত; এরূপ সপত্ন বড়ই কষ্টকর। অতএব বৎসদিগকে অতিশয় সতর্কতার সহিত রক্ষাকরিতে হইবে। বৎস জটায়ু! তুমি তাঁহাদিগের সমীপে যাও, আমিও সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক কৃতাহ্নিক হইয়া বৎসদিগের মঙ্গলকামনা করি, এই বলিয়া সম্পাতি সাগরতীরে গমন করিলেন।

অনন্তর জটায়ু সবেগে গমন করত মনে মনে কহিলেন, আমি যেন প্রলয়মারুতের প্রচণ্ডবেগে পুঞ্জীকৃত অন্তরীক্ষভাগ গ্রাস করিয়াই পুরোভাগে

প্রচলিত হইতেছি;—এই সম্মুখে জনস্থানমধ্যবর্ত্তী ঘনঘনাবৃত প্রস্রবণ-পর্ব্বত;—উহার কন্দরমধ্যে গোদাবরীর জলপ্রবাহ প্রবেশ করিয়া মনোহর কলকলধ্বনি করিতেছে; ঐ গোদাবরীর তীরভাগ নিবিড় ও স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি তরুরাজি দ্বারা কি রমণীয়ই দেখাযাইতেছে! এই ত সম্মুখে পঞ্চ-বটী। এই বলিয়া তিনি পঞ্চবটীর প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়া উদ্বিগ্ন-ভাবে কহিলেন, এ কি! দেখিতেছি, এক চিত্রাঙ্গ মৃগ রামকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে;—লক্ষ্মণও সেই দিকে যাইতেছেন;—এক জন ভিক্ষু উটজ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল;—একি! এ যে রাবণ!—হায় হায়! দুরাত্মা পিশাচ-মুখ-বহুল-খরযোজিত রথে রামবধূকে বলপূর্ব্বক আরোহণ করাইয়া কোথায় লইয়া চলিল! এই বলিয়াই তিনি সবেগে সেই দিকে ধাবমান হই-লেন এবং রাবণরথের নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন, পৌলস্ত্য! পৌলস্ত্য! যাঁহারা প্রলয়কালে বেদের রক্ষাকর্ত্তা এবং যাঁহারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি তাঁহাদের বংশে জন্মিয়াছ—বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যায় পরি-নিষ্ণাত হইয়াছ—সর্ব্বলোকনিয়ন্তা কৃতান্তকে স্ববশে রাখিয়াছ, এবং রাজধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ—পরস্ত্রীহরণরূপ এমত গর্হিত বুদ্ধি তোমার কেন হইল? রাবণ ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। তখন জটায়ু ক্রোধভরে কহিলেন দুরাত্মন্! রাক্ষসাধম! দাঁড়া—দাঁড়া—আজি তোর শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রক্ত, মাংস, বসা, মস্তিষ্ক প্রভৃতি ভোজন করাইয়া শ্যেনীসুতদিগকে তৃপ্ত করিব। এই বলিয়া তিনি রাব-ণের উপর আক্রমণ করিলেন;—উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অনন্তর রাবণ জটায়ুর বাহুদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে রাম মৃগরূপধারী মারীচ রাক্ষসকে বধকরিয়া পথিমধ্যে সমাগত লক্ষ্মণের সহিত মিলিয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইল;—উপত্যকা, কন্দরা, লতা-কুঞ্জ, গোদাবরীতীর প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে, অন্বেষণ করিলেন; কোথাও দেখাপাইলেন না; অনন্তর অদূরে পতিত ছিন্নবাহু মুমূর্ষু জটায়ুকে

দেখিতে পাইলেন। জটায়ু তাঁহাদের সম্মুখে সঙ্ক্ষেপে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনকরিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাম শুনিবামাত্র শোক, ক্ষোভ, অবমাননা ও ক্রোধে নিতান্ত বিকলচিত্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ শোকাকুল হইয়াও অতি যত্নে জ্যেষ্ঠের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। রাম প্রাপ্তসংজ্ঞ হইয়া ধনুর্যষ্টির উপর ভর দিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে কহিলেন, আর্য্যের যেরূপ ভ্রূভঙ্গ ও মুখের যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা-যাইতেছে যে, অন্তরে শোক ও ক্রোধানল প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠি-য়াছে, কিন্তু আর্য্য ধৈর্য্যবলে তাহার সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাম এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন এই অবমান বজ্রকীলের ন্যায় আমার হৃদয়মধ্যে তীব্রবেগে পরিস্পন্দিত হইতেছে; মন লজ্জায় সম্মীলিত হইয়া যেন কোন অন্ধতমসে প্রবিষ্ট হইতেছে; অপ্রতিকার্য্য পিতৃবিয়োগশোকে আমাকে দগ্ধ করিতেছে; এবং বরাকী সীতার জন্য দুঃখ আমার মর্ম্মে মর্ম্মে ভেদ করিতেছে। লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! আপনকার ন্যায় লোকোত্তরকর্ম্মা মহাজনেরা বিপৎকালে মুগ্ধ হয়েন না। রাম কহিলেন বৎস! রামের সকলকর্ম্মই লোকোত্তর বটে! দেখ—যাঁহাদের কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া পৃথিবী অকুতোভয়া হইয়াছিল, সেই সূর্য্যবংশীয় মহাতেজা নরপতিগণকে কলঙ্কিত করিলাম! এই পিতৃসখ মহাত্মা জটায়ুকে পর লোকে প্রেরণ করিলাম! এবং বনে আসিয়া পত্নীকে হারাইলাম! —অতএব ইহা সত্যই বটে যে, লোকে কেহ যাহা করে নাই— আমিতাহাই করিলাম। হা তাত কাশ্যপ! তোমার ন্যায় সাধুপুরুষ আর কোথায় পাওয়া যাইবে! বৎস! উনি কি বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন? লক্ষ্মণ কহিলেন, "তোমরা ওষধির ন্যায় যাঁহাকে বনে বনে অন্বেষণকরিয়া বেড়াইতেছ, সেই সীতা এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ হরণ করিয়াছে" এই তাঁহার মুখের শেষ বাক্য। রাম দীর্ঘনিশ্বাসসহ-কারে কহিলেন, এ সকল কথায় হৃদয়ের মর্ম্মচ্ছেদ হয়! লক্ষ্মণ কহিলেন

দুরাত্মার প্রতি যথোচিত বৈরনির্যাতনই করিতে হইবে। রাম কহিলেন বৎস! এমন কার্য্য কি আছে, যাহা করিলে এই মহাপমানের প্রতিশোধ হইতে পারিবে?—দেখ, পূর্ব্ব হইতেই রাক্ষসদিগের বধার্থ আমার স্থির সংকল্প আছে; নানা কারণে তাহারা আমার বধ্য; এক্ষণে যদি রাবণকে বধ করি, এবং তাহার বংশ নির্ম্মূল করি, তাহাতে সেই পূর্ব্ব সঙ্কল্পের অনুসারী কার্য্য মাত্রই করাহইবে,—নূতন কি হইবে? যাহা হউক, যেমন সমুদ্রগর্ভে প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত বাড়বানল অপর দাহ্য না পাইয়া সমুদ্রকেই শোষণ করে, সেইরূপ আমার সমুদ্দীপিত ক্রোধ সমুচিত প্রতিকার্য্য বস্তু না পাইয়া নিজ শরীরকেই ভস্মীভূত করিতেছে—কি দিয়া এ অনল নির্ব্বাণ করিব!

এইরূপ ক্ষোভপ্রকাশ ও নানাবিধ চিন্তার পর তাঁহারা অতিশয় শোকের সহিত পিতৃমিত্র জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন আর আমাদের পঞ্চবটীতে থাকা ও আশ্রমে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা দক্ষিণাভিমুখ এই সকল অরণ্যের মধ্যদিয়া ঐ দিকেই গমন করি। দেখুন নানাবিধ মৃগযূথ ভয়সম্ভ্রমসহকারে এই অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে, এবং বিকটমূর্ত্তি প্রচণ্ড শ্বাপদসকল গিরিকন্দরায় অবস্থান করিতেছে। রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই দিকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন জনস্থানের এ ভাগ পূর্ব্বে আমরা দেখি নাই—এ সকল দ্রষ্টব্য বটে। লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! আমরা কথায় কথায় অনেক দূর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি—ঐ পুরোভাগে যে ভয়ানক অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হয়, উহাই দনু নামক কবন্ধের অধিষ্ঠিত কুঞ্জবান্ নামে দণ্ডকারণ্যপ্রদেশ। রাম কহিলেন, হইতে পারে; কিন্তু সেই দুরাত্মা কান্তারমণ্ডূককে একবার আমাদের দেখা চাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিতেছেন, এমত সময়ে দূরবর্ত্তী বনমধ্য হইতে এই শব্দ উঠিল "কে আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর;—দুরাত্মা কবন্ধরাক্ষস আমায় আক্রমণ করিয়াছে;—আমার নাম শ্রমণা, আমি তপঃসিদ্ধা শর্ব্বরী, মতঙ্গমুনির

আশ্রমে বাস করি, এক্ষণে রামের অন্বেষণের জন্য যাইতেছি।” রাম শুনিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন বৎস! স্ত্রীহত্যা হয় যে!—লক্ষ্মণ কহিলেন, ভয় কি! এখনই দুরাত্মার প্রাণবধ করিয়া শবরীকে নিকটে আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া তিনি ধনুরাস্ফালনপূর্ব্বক সেই দিকে গমন করিলেন।

লক্ষ্মণের বীরত্বের প্রতি রামের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এজন্য রাক্ষসবধের নিমিত্ত তাঁহার কিছুমাত্র চিন্তা হইল না। তিনি সীতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—হায় হায়! প্রিয়ে! কোথায় আছ?—তোমার সেই অমৃতময়ী বাণী কি আর শুনিব না! আবার কহিলেন, লোকে বিলাপ করিয়া চিত্তের বিনোদন করিয়া থাকে, কিন্তু আমি যেরূপ অবমানিত হইয়াছি, তাহাতে আমার পক্ষে এরূপ বিলাপ করাও লজ্জাকর। দশাননের দোষ কি? তাহার সহিত আমি শত্রুতা করিয়াছিলাম, সে বিলক্ষণরূপে তাহার প্রতিশোধ দিল—এ কলঙ্ক কিছুতেই ক্ষালিত হইবার নহে! এই সময়ে শ্রমণাকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং কহিলেন. দুরাত্মার শরীর ও মুখ কি বিকৃত! বাহু কি দীর্ঘ! দন্তগুলি বক্র এবং করপত্রের ন্যায়! তদ্দ্বারা যে সকল প্রাণীর হিংসা করিয়াছে, তাহাদের শরীর হইতে নিঃসৃত রুধির দ্বারা কূর্চ্চগুচ্ছ প্লাবিত হইতেছিল;—আপনি রাক্ষসে বড় কুতূহলী—দেখিলে আপনকার অতিশয় কৌতুক হইত। রাম দনুবধশ্রবণে পরিতুষ্ট হইলেন, পরে শ্রমণার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন—ইনিই শ্রমণা?। শ্রমণা জয়শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য আমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছ? শ্রমণা কহিলেন, রাবণানুজ বিভীষণের নাম শুনিয়াছেন? রাম উত্তর করিলেন, তাঁহাকে কে না জানে? শ্রমণা কহিলেন, যে দিন খরদূষণ প্রভৃতি নিহত হয়, সেই দিন হইতে তিনি কোন কারণ বশতঃ জ্ঞাতিগণের নিকট হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাবন্ধন পূর্ব্বক ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছেন; তিনি আপনাকে এই পত্রখানি দিয়াছেন।

লক্ষ্মণ পত্র লইয়া পাঠকরিতে লাগিলেন—পত্রে এই কথা লিখিত

ছিল—"স্বস্তি—দেব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বিভীষণ নিবেদন করিতেছে যে, আমরা হতভাগ্য, আমাদের আশ্রয়স্থান দুই—এক প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম; দ্বিতীয়—সেই ধর্ম্মের রক্ষিতা আপনি"। রাম শুনিয়া কহিলেন বৎস! প্রিয় সুহৃৎ লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণের এই কথার কি প্রত্যুত্তর দেওয়া যায়, বল?। লক্ষ্মণ কহিলেন, আপনি যখন্ 'লঙ্কেশ্বর' ও 'প্রিয় সুহৃদ্' কহিলেন, তখন্ আর প্রত্যুত্তরের কি বাকী রহিল?—রাম কহিলেন তাহাই বটে। শ্রমণা কৃতার্থম্মন্যা হইলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যে শ্রমণে! বিভীষণের সহিত সম্পর্ক হইলে আর্য্যার কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে কি? শ্রমণা কহিলেন, সম্প্রতি যাইবে না। দুরাত্মা রাক্ষসাধম যখন্ তাঁহাকে হরণকরিয়া লইয়াযায়, তখন্ তাঁহার সেই অনসূয়ানামাঙ্কিত উত্তরীয় খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ঋষ্যমূক-পর্ব্বতবাসীরা রাখিয়াছে। রাম ঐ কথা শুনিয়াই "হা প্রিয়ে! মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! বিদেহরাজনন্দিনি!" এইমাত্র বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যে! কি নিমিত্ত কাহারা তাহা গ্রহণ করিয়াছেন? শ্রমণা কহিলেন, রামের গুণপক্ষপাতবশতঃ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে স্থিত সুগ্রীব বিভীষণ মারুতি প্রভৃতি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। রাম কহিলেন, সেই নিষ্কারণপ্রিয়কারী ভুবন মহনীয়-মহিমা মহাত্মারা অবশ্যই আমাদের দর্শনীয়;—সেই পরিচ্যুত সীতাবসনই তাঁহাদের পরিচয়প্রদানে অভিজ্ঞান হইবে। অতএব চল, ঋষ্যমূক পর্ব্বতেই যাওয়া যাউক। এই বলিয়া সকলে ঋষ্যমূকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাইবার সময়ে পথিমধ্যে লক্ষ্মণ কহিলেন, মারুতির বীরত্ব অতিশয় প্রসিদ্ধ; শুনাগিয়াছে, বজ্রধরের যে বল, বায়ুর যে বেগ এবং বালীর যে প্রতাপ, সে সমুদয়ই মহাবীর মারুতিতে বর্ত্তমান। শ্রমণা কহিলেন, সে সত্য কথা; মারুতি সাধারণ বীর নহেন—সুমেরু-শিখর-বাসী মহাবীর কেসরীর পত্নী অঞ্জনা; মারুতি তাঁহারই গর্ভজাত। অথবা এক মারুতির কথাই বলিতেছি কেন, যাহারা নারিকেল-জলের ন্যায় সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত সলিল গণ্ডূষে শোষণ করিতে পারে—এই প্রকাণ্ডপর্ব্বত সকলকে

যাহারা লকুচ বা উডুম্বর ফলের ন্যায় হস্তদ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ এবং ব্রহ্মাণ্ডরূপ স্তম্বকে নিজ আবাসবৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট করিতে যাহাদের শক্তি আছে, তাদৃশ কোটি কোটি বীর ইন্দ্রসূনু বালীর বশবর্ত্তী।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্যে! দক্ষিণদিকে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—ও কি?—শ্রমণা কহিলেন কুমার লক্ষ্মণ সেই যোজনবাহুর চিতা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। রাম কহিলেন, উত্তম কার্য্য হইয়াছে! লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! দেখুন দেখুন ঐ রাক্ষসের শব হইতে গাঢ় রুধির সকল মন্দবেগে নির্গত হইতেছে; অস্থি, ত্বক্ ও মাংসের বিস্রংসনও স্ফোটন বশতঃ চিতামধ্য হইতে বিকট চট চটা শব্দ বাহির হইতেছে এবং বসা সকল বিকৃত হইয়া বুদ্‌বুদ্‌সহকারে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হইতেছে,—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দেখুন—দেখুন—কে এক দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ শ্মশান স্থল হইতে উদ্গত হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন!

বলিতে বলিতে সেই দিব্য পুরুষ জয়শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক রামের সম্মুখীন হইলেন এবং কহিলেন, আপনাদিগকে সম্ভাবিত অনিষ্টপাতের কথা জানাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।—মাল্যবান্ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিয়া আপনাদিগের বধের নিমিত্ত মহাবীর বালীকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বালীও রাবণের সহিত মিত্রতার অনুরোধে মাল্যবানের প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। রাম কহিলেন, সজ্জনদিগের রীতিই এই; তাঁহারা সুহৃৎকার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য করেন না। যাহা হউক আমিও সেই মহাবীরকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক আছি। শ্রমণা ও দিব্যপুরুষ কহিলেন—রামদেব ব্যতিরেকে আর কাহার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইতে পারে! রাম কহিলেন ভদ্র! তোমার সৌজন্যপ্রদর্শন হইয়াছে—এক্ষণে স্বকীয় স্থানে গমনপূর্ব্বক আনন্দভোগ কর। আগন্তুক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্যে! বালী ও রাবণের মিত্রতা কিরূপে হইয়াছে? শ্রমণা কহিলেন দশানন ত্রিভুবন জয়করিয়া অতি দর্পভরে বালীর সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ইন্দ্রতনয় তাহাকে

নিজকক্ষমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সপ্ত সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। রাবণ উন্মুক্ত হইয়া বালীর পদানত হইল এবং মিত্রতা প্রার্থনাকরিল এবং তিনিও তাহা প্রদানকরিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন দুরাত্মন্ পৌলস্ত্যকুলকলঙ্ক! এই তোমার ক্ষত্রিয়-পরিভাবী বিক্রমোৎকর্ষ? রাম কহিলেন, জগতের কাণ্ড এইরূপ; জীব-লোকে একের উপর আর—তাহার উপর আর, এই ভাবই পরিদৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যে! সম্মুখেই যে শ্বেতবর্ণ শৈলাকার বস্তুটী দেখা যাইতেছে, উহার নাম কি? শ্রমণা কহিলেন, উহা বালীর যশোরাশি বলিলে হয়। তিনি মহিষরূপধারী দুন্দুভিনামক যে দৈত্যে-ন্দ্রকে বধ করিয়াছিলেন, উহা তাহারই অস্থিরাশি। লক্ষ্মণ কহিলেন উহা দ্বারা আমাদের পথ রুদ্ধ হইয়াছে—ঘুরিয়া যাইতে হইবে। রাম কহিলেন, বৎস! ঘুরিয়া যাইতে হইবে না—এই বলিয়া পাদদ্বারা সেই অস্থিরাশি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রমণা ও লক্ষ্মণ বিস্ময় বিকসিত-নেত্রে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, সম্মুখে যে পার্ব্বতীয় বনপ্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহা কি প্রশান্ত, গম্ভীর ও নীলবর্ণ! শ্রমণা কহিলেন, ঐ সকলই ঋষ্যমূক পর্ব্বত ও পম্পা-সরোবরের পর্য্যন্ত ভূমি; সম্মুখে ঐ মতঙ্গমুনির আশ্রম দেখা যায়; উহা এক্ষণে শূন্য বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে যজ্ঞীয়পাত্র ও দর্ভ সকল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে ইধ্মযুক্ত ঘৃতগন্ধোদ্গারী হোমাগ্নি এখনও প্রজ্বলিত হই-তেছে! রাম কহিলেন, তপোমাহাত্ম্য অচিন্ত্য ও অপরিমেয়!

শ্রমণা কিয়দ্দূর যাইয়া কহিলেন, দেব! দেখুন দেখুন—এ দিকে কত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে; উহাদের জল কি শীতল! কি স্বচ্ছ! এবং মদমত্তশকুন্তাক্রান্ত তীরস্থ বানীরলতা হইতে পরিচ্যুত কুসুমরাশি দ্বারা কি সুরভি! পরিণত ফলভার দ্বারা শ্যামবর্ণ জম্বুনিকুঞ্জ মধ্যে ঐ সকল নির্ঝরিণী স্খলিতভাবে প্রচলিত হওয়ায় জলস্রোতসকলের কি মধুর ধ্বনি হইতেছে! ও দিকে দেখুন, গিরিকন্দরস্থ ভল্লুকশিশুদিগের সনিষ্ঠেব মুখরাব কন্দরমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, এবং করি-

করদলিত শল্লকীবৃক্ষের শীতল ও উগ্র নির্যাসসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। লক্ষ্মণ রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন এ কি!—প্রবল প্রাচ্যমারুতে বনস্থ কদম্ব বৃক্ষ সকল আন্দোলিত হইতেছে, আর্য্য, উহারই প্রতি সজল ও নিশ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ধনুকের উপর নির্ভর করিয়া সহসা স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন! শ্রমণা কহিলেন, বৎস! দেখিতেছ নাকি? কদম্ববৃক্ষসকল পুষ্পপ্রকাশোন্মুখ হইয়াছে, উহাতে কলকণ্ঠ নীলকণ্ঠগণ নৃত্য করিতেছে এবং উপরিভাগে প্রফুল্ল ও পরিপুষ্ট তমালপ্রসূনের ন্যায় নীলবর্ণ নবীন নীরদাবলী শৈলশিখরে সমুদিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ মনে মনে কহিলেন, আর্য্যের মনোমধ্যে প্রবল ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতেছি।

এই সময়েই দূর হইতে এই শব্দ শ্রুত হইল "মাতামহ! আপনি নিবৃত্ত হউন—নিবৃত্ত হউন,—আপনকার আদেশে অন্যায্য হইলেও আমি সেই সাধুর বধ করিব।—আপনি আমার পূজ্য—যেহেতু মিত্রের গুরু, নিজেরই গুরু"। লক্ষ্মণ শ্রমণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্যে! ইনি কে? শ্রমণা রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! দেখুন দেখুন, ইন্দ্রসূনু বালী সবেগে আসিতেছেন। উহাঁর শরীর পিঙ্গলবর্ণ, কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত কনক-কমলমালা, অতএব উহাঁকে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সবিদ্যুৎ অম্বুবাহের ন্যায় অথবা সঙ্কুচিতমূর্ত্তি গৈরিকাঙ্গ গিরিবরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! আর্য্য! যুদ্ধৈকপ্রিয় সেই মাঘবত উপস্থিত। রাম মনে মনে কহিলেন, ইনি সাধারণ বীর নহেন।

এই সময়েই বালী মতঙ্গাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীরভাবে মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমি কি করিতে না পারি,—যাহাতে লোকালোকরূপ আলবালের ভঙ্গ হওয়ায় সপ্তম সমুদ্রের তোয়রাশি পরিপ্লুত হয়, ত্রিভুবনরূপ স্কন্ধগ্রন্থির বিশ্লেষ হইয়া যায়, পাতালরূপ মূলদেশ সমগ্রভাবে উৎখাত হয়, চন্দ্র সূর্য্যরূপ স্তবকদ্বয় খসিয়া পড়ে এবং তারারূপ প্রসূনচয় অধঃপতিত হয়, এইরূপ করিয়া আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্তম্বকে উচ্ছিন্ন করিতে পারি—সত্য; কিন্তু এই উপস্থিত কার্য্যে আমার বড়ই

বিষাদ জন্মিতেছে! লোকে এই প্রকারে অন্যায়রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া মহাসঙ্কটে পতিত হয়। মাল্যবান্, দশাননের সহিত মিত্রতার দিবস অবধি স্মরণ করাইয়া, আমাকে মহাত্মা রঘুধ্বজের বধসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কি দুর্গ্রহ! তিনি আজি প্রাতঃকাল হইতে নিরন্তর যত্ন করিয়া আমায় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পাঠাইয়া—তবে নিবৃত্ত হইলেন! কি বিভ্রাট! রঘুনন্দন ঋজুস্বভাব, পবিত্র, দুরাত্মা মায়াবী শত্রুগণকর্ত্তৃক প্রতারিত, ধর্ম্মাত্মা ও জগতের পূজ্য—বিশেষতঃ অতিথিভাবে আমার স্বকীয় অধিকারে আগত; ইহাঁর প্রতি যে উচিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহার কিছুই করিলাম না! দুটা মিষ্টকথাও কহিলাম না! আমি পাপাত্মা শত্রুর ন্যায় তাঁহার বধসাধনে উদ্যত হইলাম! যাহা হউক এই-মাত্র চরমুখে শুনিলাম যে, সুগ্রীবকেও না জানাইয়া বিভীষণ শ্রমণাকে রামের নিকটে পাঠাইয়াছেন। রামও তাঁহাকে লঙ্কাধিপত্যপ্রদানের অঙ্গীকার করিয়া এই মতঙ্গাশ্রমের উপকণ্ঠেই উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব অন্বেষণ করা যাউক, এই বলিয়া তারস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে কে আছ গো? আমি, পরশুরামবিজেতা, সত্যধর্ম্মানুরত, রমণীয়মূর্ত্তি, গুণনিধি, রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছি; তাঁহাকে পাইলে আমার নয়নের সফলতা ও দর্পজনিত রণকণ্ডূতির উৎকৃষ্ট বিনোদন হইবে। রাম শুনিয়া কহিলেন বৎস লক্ষ্মণ! তুমি মহাভাগের সমীপে যাইয়া কহ যে, আমি এইখানে আছি। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। বালী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে তুমিই কি লক্ষ্মণ? লক্ষ্মণ কহিলেন তাহাই বটে। অনন্তর উভয়েই রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। বালী রামকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই সেই অভিরামচরিত, ধর্ম্মৈকবীর, পুরুষপ্রকাণ্ড রামচন্দ্র! জানিতেছি, ইহাঁর নিজেরই পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যকলাপকে অতিক্রম করিয়া চরিত্রের কি অত্যদ্ভুত ক্রমোৎকর্ষ সম্পাদন করিতেছে। অনন্তর প্রকাশভাবে কহি-লেন রাম! আমি তোমাকে আনন্দের নিমিত্ত—কি বিস্ময়ের নিমিত্ত—কি দুঃখের নিমিত্ত—দেখিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! তোমাকে

দেখিয়া আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতেছে না, কিন্তু তোমার সহিত আমার সঙ্গতিসুখের আশা নাই। অধিক কথায় কাজ নাই—যে হস্তে বিশ্রুত জামদগ্ন্যকে বিজিত করিয়াছ, সেই হস্তে ধনুর্গ্রহণ কর। রাম কহিলেন আপনকার ন্যায় মহাবীরকে যুদ্ধার্থ প্রাপ্ত হওয়া সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু শস্ত্রবিহীনের প্রতি রাম কিরূপে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে? বালী উচ্চ-হাস্যকরিয়া কহিলেন, হে মহাক্ষত্রিয়! তুমি আমার প্রতিও যে অনুকম্পাপ্রদর্শন করিতেছ? ভাল! ভাল! কার্য্যদ্বারা আমাকে জগতের সকলেই জানে; কথায় প্রয়োজন নাই; তুমি সসজ্জ হও; বুঝিলাম তুমি সত্যপ্রিয়; তোমাদিগকে শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু আমাদিগকে তাহা হয় না। আর যদিই আমার শস্ত্র গ্রহণের জন্য তোমার এত নির্ব্বন্ধ হয়, তবে শৈলসকল সুখে থাকুক—আমরা সেই সকলেরই দ্বারা শস্ত্রী। অতএব আইস—সমরোপযোগী স্থলে যাওয়া যাউক। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! মহাভাগ যাহা কহিলেন, তাহা সত্য; যুদ্ধধর্ম্ম নিজ নিজ জাতীয় প্রথারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। রাম ও বালী—উভয়েই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এ ব্যক্তির সহিত বীরকার্য্য সম্পাদন মহোৎসবস্বরূপ ও পরম শ্লাঘনীয়, কিন্তু ইহাঁর কোন অত্যাহিত হইলেই বসুন্ধরা অবীরা হইবেন।

অনন্তর উভয়েই সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। রাম ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিলেই বালী কুপিত হইয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে স্ফীত ও কম্পিত হইতে লাগিল; কণ্ঠস্বর ও দন্তের বিকট ঘর্ষণশব্দ প্রচণ্ড বজ্রঘোষের ন্যায় সমস্ত জীবকে বধির করিয়া তুলিল; মুখবিবর এত বিবৃত হইল যে, বোধ হইল যেন, ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবার উদ্যম হইতেছে। রামও শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক প্রলয়জলধরের ন্যায় গভীরধ্বনি উৎপাদন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন—উভয়ের তুমুলসঙ্গ্রাম চলিতে লাগিল।

বালিভ্রাতা সুগ্রীব এ ব্যাপারের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি বিভীষণের সহিত স্থানান্তরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি অকস্মাৎ এই যুদ্ধ-

কোলাহল শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিভীষণ! ইহা নিশ্চয়ই আর্য্যবালীর কণ্ঠধ্বনি; এরূপ জলদগম্ভীরস্বর আর কাহারও নহে; আর এ ভয়ানক মৌর্ব্বীধ্বনিই বা কোথা হইতে হইতেছে? ত্রিপুরারি কি পুনর্ব্বার পিনাকে গুণযোজনা করিয়াছেন? যাহা হউক, আমাদের আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য হইতেছে না।—চল যাইয়া দেখি, এই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই ব্যগ্রভাবে যুদ্ধস্থলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শ্রমণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্যে! উহাঁরা কে? শ্রমণা বুঝাইয়া দিলেন, উনি বিভীষণ—আর উনি সুগ্রীব। সুগ্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপদাশঙ্কা করিয়া চিন্তা ও ক্রোধের সহিত সবেগে আসিতেছেন। আরও চতুর্দ্দিকে দেখ বালী রাজার সেনাপতিসকল গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া সমরস্থলে ধাবমান হইতেছে। লক্ষ্মণ সসম্ভ্রমে কহিলেন, তবে আমাকেও ধনুকে বাণযোজনা করিতে হইল। শ্রমণা কহিলেন, আর কিছুই করিতে হইবে না; ঐ দেখ রামশর বালি-শরীর, দুন্দুভিদানবের খর্পর, সপ্ততালতরু, পর্ব্বত ও মহীতল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল!

ও দিকে বালী রামশরে ধরাশায়ী হইয়াও উচ্চস্বরে কহিলেন, হে সুগ্রীব! হে বিভীষণ! আমার দিব্য, তোমরা বিকৃতমনা হইও না;—হে মৎপক্ষীয় বীরগণ! আমি যদি তোমাদের সেই অধিপতিই থাকি, তবে আমার আদেশে তোমরা নিবৃত্ত হও। মহাবীর রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে শ্লাঘনীয় বীরোচিত মৃত্যু আমার ঘটিতেছে, এই সময়ে আমি তোমা-দের সকলকে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তোমরা সুগ্রীবকে আমার স্থানীয় এবং বৎস অঙ্গদকে সুগ্রীবের স্থানীয় জ্ঞান করিবে।

মহারাজ বালীর এই অন্তিম আজ্ঞায় তৎপক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধোদ্যম হইতে বিরত হইল; কিন্তু শোকাবেগবশতঃ নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়া দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; রামচন্দ্র তাদৃশ মহাবীরের বধ-সাধন করিয়া শোকে সাশ্রুনেত্র হইলেন; সুগ্রীবও বিভীষণ বালীর শপথ-প্রদানে নিরুদ্ধপ্রসর হইলেন, কিন্তু শোক ও দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর

হইয়া সমীপে উপস্থিত হইলেন। বালী তাদৃশ সময়েও সেই মর্ম্মভেদ-কারিণী প্রহারবেদনা সম্বরণকরিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠধারণ করিলেন এবং সেই কনককমলমালা তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। ফলতঃ সে অবস্থাতেও তাঁহাকে বীরতেজে প্রদীপ্তবৎ বোধ হইতে লাগিল। রাম কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভুত থাকিয়া কহিলেন, যাঁহাদিগের আভিজাত্য, পরাক্রম, কীর্ত্তি ও চরিত্র এরূপ অসামান্য, এবং যাঁহারা মহাসারতাবশতঃ পৃথিবীর কুলপর্ব্বতস্বরূপ, এতাদৃশ মহাবীরগণও দুর্বিপাক গ্রস্ত হইয়া থাকেন! হায়! কৃতান্ত সর্ব্বঙ্কষ ও অতি বিষম! বালী কহিলেন বৎস বিভীষণ! বৎস সুগ্রীবের বক্ষস্থলে কনক-পদ্মমালা কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! সুগ্রীব ও বিভীষণ পরস্পর কহিলেন, বিধাতার এ কি বিষম বিড়ম্বনা! ইহা অকস্মাৎ শুষ্ক আকাশ হইতে অশনিপাতের ন্যায় ভীষণ! আর্য্য আমাদিগকে শপথের দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছেন, কিরূপে তাহা লঙ্ঘন করি? এবং কিরূপেই বা এ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকি?

অনন্তর বালী রামকে আহ্বান করিলেন; রাম 'আর্য্য আমি এই আছি' বলিয়া নিকটে উপস্থিত হইলেন। বালী কহিলেন, যাহার সহিত মিত্রতা অভিমত নহে, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত যে মিত্রতা করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণ-দান দ্বারা সেই মিত্রতা-ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম; এক্ষণে সাধুদিগের এবং গুণরাশি তোমার উপযুক্ত আর যাহা কিছু করিতে পারি, এই মরণসময়ে তাহা করিতেছি। রাম বিনয়, লজ্জা ও শোকে অধোবদন হইয়া রহি-লেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ শ্রমণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যে! দেখি-তেছি রামদেব অমৃতহ্রদের ন্যায়; ইহাঁ হইতে আমাদের এ দৈববিপাক কেন ঘটিল? শ্রমণা, মাল্যবানের সমস্ত মন্ত্রণা তাঁহাদিগকে শুনাইয়া দিলেন। অনন্তর বালী সুগ্রীবকে আহ্বান করিলেন, সুগ্রীব বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ হওয়ায় উত্তর দিতে পারিলেন না। বালী বিরক্তভাবে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমিও আমার প্রতি প্রতিকূল হইলে! সুগ্রীব করুণস্বরে, 'আর্য্য! প্রসন্ন হউন—প্রসন্ন হউন—আজ্ঞা করুন' বলিয়া সমীপে উপস্থিত হই-লেন। বালী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! বল—আমি তোমার কে? সুগ্রীব

উত্তর দিলেন—গুরু এবং প্রভু। বালী কহিলেন তুমি আমার কে? সুগ্রীব বলিলেন শিষ্য এবং দাস। বালী আবার জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বল—আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কিরূপ ধর্ম্ম অবলম্বনীয়? সুগ্রীব উত্তর করিলেন আপনকার বশিত্ব এবং আমার বশ্যত্ব। তখন্ বালী সুগ্রীবের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, তবে তোমায় আমি রামকে প্রদান করিলাম;—রামচন্দ্র! ইহাকে গ্রহণ কর। রাম ও সুগ্রীব উভয়েই কহিলেন পূজনীয় গুরুর আদেশ কে অন্যথা করিতে পারে। বিভীষণ ভাবিলেন, আশ্চর্য্য! ধর্ম্মোপদেশের কি বিশুদ্ধ সঙ্ক্ষেপ!

অনন্তর বালী কহিলেন, বৎস সুগ্রীব? তুমি ব্রহ্মপুত্র আচার্য্য জাম্ববানের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশসকল লাভকরিয়াছ; তাহাতে মৈত্রীধর্ম্ম কিরূপ শিখিয়াছ? সুগ্রীব কহিলেন, প্রাণদান দ্বারাও হিতকারিতা, অহিংসা, অকপটতা এবং আপনাতে যেরূপ সেইরূপ, প্রীতির আধান, ইহাই মৈত্রীমহাব্রত। বালী জিজ্ঞাসিলেন রামচন্দ্র! সূর্য্যকুলগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ হইতে তোমাদের ধর্ম্মশিক্ষা; তাহাতেও বোধ হয় এইরূপ থাকিবে? রাম উত্তর করিলেন, আর্য্য! ঐরূপই আছে। বালী কহিলেন, তবে তোমরা উভয়ে এই মৈত্রীধর্ম্ম অবলম্বনকরিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিবে, এবং আমার অনুরোধে এইক্ষণেই অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাহার উপক্রম কর—সময় বহিয়া যায়—মতঙ্গমুনির এই যজ্ঞাগ্নিও সন্নিহিত। রাম ও সুগ্রীব পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গমুনির পবিত্র এই যজ্ঞাগ্নি সন্নিধানে আমাদের সখ্য সম্পন্ন হইল—এক্ষণে আমার হৃদয় তোমার এবং তোমার হৃদয় আমার হইল। পরে বালী কহিলেন রামচন্দ্র! তুমি শ্রমণার সমক্ষে বৎস বিভীষণকে লঙ্কাধিপত্যপ্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছ—সুতরাং সে বিষয়ে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। রাম বালিসমক্ষেও সে বিষয়ের পুনরঙ্গীকার করিলে, বিভীষণ সলজ্জভাবে প্রণাম করিলেন। সুগ্রীব ভাবিলেন শ্রমণাবৃত্তান্ত আমি কিছুই জানিতাম না; যাহা হউক, উহা যে, এরূপ সুফলপ্রদ হইয়াছে, বড়ই অহ্লাদের বিষয়! অনন্তর রাম, ‘প্রিয় সুহৃদ্ মহারাজ বিভীষণ! প্রিয়সুহৃদ্ সুগ্রীব! এই

লক্ষ্মণ এক্ষণে তোমাদিগের ’ এই কথা বলিলে পর, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন; তাঁহারাও উভয়ে, বৎস! আইস—আইস, বলিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর বালী কহিলেন, বৎস বিভীষণ! এখন্ আর স্বার্থসম্পর্কজন্য তোমার কোন লজ্জার প্রয়োজন নাই—যেরূপ কার্য্য ঘটিয়াছে, তাহার এইরূপ পরিণামই হইয়া থাকে।—আমার যাহা ঘটিল, তাহাতেই বুঝিয়া লও যে, রাবণ আর নাই। তুমি এবং রাবণ উভয়েরই সহিত মাতামহ মাল্যবানের তুল্য সম্বন্ধ; কিন্তু সম্বন্ধের তুল্যতা থাকিলেও রাবণের হিতচিন্তা করাই মাল্যবানের ধর্ম্ম;—যে হেতু রাবণ কুলজ্যেষ্ঠ এবং তিনি রাবণের পিণ্ডোপজীবী। কিন্তু তিনি রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াও স্বয়ংই রামের সহিত তোমার যোগ হইবার সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তাদৃশ মহাত্মারাই রাবণসদৃশ অমিতবীর্য্য বীরদিগের অবিনয়জনিত স্খলনের ভাবী ফল জানিতে পারেন। যাহা হউক আর আমার বিলম্ব নাই—প্রাণ বহির্গমনের উপক্রম করিতেছে, তোমরা এক্ষণকার উচিত কার্য্য কর। তিনি এই কথা বলিবামাত্র নীলপ্রভৃতি বীরগণ সসম্ভ্রমে সমীপবর্ত্তী হইয়া, “হা ইন্দ্রনন্দন! হা মন্দরাদ্রিসমানসার! হা জগদদ্বিতীয়মল্ল! হা দুন্দুভিদানবদমনকারিন্! হা মহাবীর! তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে!” এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বালী মৃদুস্বরে তাঁহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে মহোদয়গণ! তোমাদিগের উপর সুগ্রীব ও অঙ্গদের যে প্রভুত্ব, তাহা তোমাদিগেরই অনুগ্রহায়ত্ত; তোমরা আমাকে যে ভালবাসিতে, তদনুরোধেই উহাদের বিষয়ে কোনরূপে উপেক্ষা করিবে না। আর সম্প্রতি রাম রাবণের যুদ্ধ সম্মুখবর্ত্তী, তাহাতে তোমাদের জগদ্বিখ্যাত বলবিক্রমের অনুরূপ যেরূপ যেরূপ করিতে হয়, তাহা করিবে, তদর্থ তোমাদিগের নিকট আমার এই স্নেহসূচক অঞ্জলি; অথবা এ বিষয়ের উল্লেখ করাই বাহুল্য—মহাবীরেরা গরীয়ান্ প্রণয় ও অপরিমিত পৌরুষ

যথাসময়ে প্রকাশ করিতে কখনই বিস্মৃত হয়েন না, এই বলিয়া বালী উপরত হইলেন। সকলে শোকে মুগ্ধ হইয়াও তাৎকালিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অমাত্য মাল্যবান্ লঙ্কাপুরীতেই চারমুখে বালীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি অতি বিষণ্ণভাবে একাকী বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন; হায়! হায়! রাক্ষসপতির দুর্ব্বিনয়-বৃক্ষের কোরকসকল চতুর্দ্দিকেই বিক্ষিপ্ত হইয়াছে!—বিদেহরাজতনয়ার প্রতি লালসা করা ঐ বৃক্ষের মূল; রামলক্ষ্মণকে প্রতারণা করিবার জন্য শূর্পণখার যাত্রা তাহার অঙ্কুর; মারীচের মায়াকাণ্ড কিসলয়; সীতাহরণ শাখাজাল এবং খরদূষণত্রিশিরার বধ, বিভীষণের গমন ও তাহার সহিত রামলক্ষ্মণের সখ্য—এই সকল স্ফুটিতকোরক। বৃদ্ধ লোকেরা বুদ্ধিবলে, ভবিষ্য ঘটনা কিরূপ হইবে, তাহা দেখিতে পান; আমি দেখিতে পাইতেছি, রাক্ষসপতির ঐ দুর্ব্বিনয়বৃক্ষের ফলোদয় হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছে। হায়! ভাগ্য কি প্রতিকূল! এই বিপৎকালে আমি মন্ত্রণাবলে যে যে উপায়ের যোজনা করিতেছি, তাহা অলসের কার্য্যের ন্যায়, স্বতই ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে! মন্ত্রিত্ব কি কষ্টকর কার্য্য! দুর্ম্মদ মনুজেন্দ্রেরা স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ যে কিছু অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, বিধি তাহার প্রতিকূল, এ বোধসত্ত্বেও মন্ত্রীদিগকে তাহারই প্রতীকারচেষ্টা করিতে হইবে!—অহো দুরাত্মা ক্ষত্রিয়বটুর প্রভাব কি সর্ব্বাতিশায়ী হইয়া উঠিয়াছে! তথাবিধ শৌর্য্যরাশি কিষ্কিন্ধ্যাপতিকেও সে যখন নিহত করিয়াছে, তখন্ সে কি না করিতে পারে? এক্ষণে কি করা যায়?—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে প্রত্যাগত চরমুখে শুনিয়াছি, সীতার অন্বেষণের জন্য রামচরেরা সকল দিকেই গমন করিয়াছে।

নির্জ্জন গৃহে বসিয়া তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে নগরমধ্যে ভয়ানক কোলাহল হইয়া উঠিল। ঐ কোলাহলের মধ্যে নাগরিকগণের "কি ভয়ঙ্কর অগ্নি লাগিল!—গৃহ—গৃহসামগ্রী—সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল! পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী পরিবার কে কোথায় গেল—দেখিতে পাই না! হায় কি হইল! কোথায় যাব!—কি করিব!—অগ্নির তাপে কোথাও তিষ্ঠিতে পারি না"—ইত্যাদিরূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। মাল্যবান্ ব্যস্ত হইয়া কারণজিজ্ঞাসার জন্য লোকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমত সময়ে ত্রিজটা সসম্ভ্রমে আসিয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর! কনিষ্ঠমাতামহ!" এই বলিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। মাল্যবান্ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! কেন এরূপ কাতর হইয়াছ? বল—কি হইয়াছে? ত্রিজটা উঠিয়া কান্দিতে কাঁন্দিতে কহিল আমি মন্দভাগিনী কি আর বলিব—কোথা হইতে এক দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া ক্ষণৈককালমধ্যেই সমস্ত নগর দগ্ধ করিয়া, প্রতীকারোত্থিত রাক্ষসবীরগণের ধনুর্ব্বাণ কাড়িয়া লইয়া ও তাহাদের শরীর জর্জ্জরিত করিয়া, কুমার অক্ষ দমনকরিতে উদ্যত হইলে তাহার উপর কৃতান্তকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মাল্যবান্ কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলে? লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছে! এবং কুমার অক্ষকে নিহত করিয়াছে!—এ কার্য্য মারুতি ভিন্ন আর কাহারও নহে—চারমুখে শুনিয়াছি, এই দক্ষিণ দিকে সেই আসিয়াছে। হায় হায়! তূলরাশির ন্যায় লঙ্কাকে দগ্ধ করিয়া রামদূত লঙ্কাপতির তাদৃশ তীব্র প্রতাপকে নির্ব্বাণ করিয়া দিল! বৎসে! সীতাবৃত্তান্ত সে কিছু জানিতে পারিয়াছে কি? ত্রিজটা কহিল ঠাকুরদাদা! একটা ক্ষুদ্র বানরাকার জীবকে তাহার সহিত কথা কহিতে দেখিয়াছি; সীতা নিজ কেশ উন্মোচনকরিয়া কেশাভরণ এক রত্ন অভিজ্ঞানরূপে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, এই মাত্র জানি। মাল্যবান্ কহিলেন, তবে জানিতে আর বাকি কি আছে? যাহা হউক এক ক্ষুদ্র বীরেই এইরূপ অবস্থা করিয়া গেল, সুগ্রীবসৈন্যে এইরূপ

কোটি কোটি বীর আছে, শুনিয়াছি—জানি না লঙ্কার কি দুর্দ্দশা ঘটিবে! ত্রিজটা জিজ্ঞাসিল ঠাকুরদাদা! সীতা সেরূপ সৌম্যদর্শনা, সুস্নিগ্ধভাষিণী ও মানুষী হইয়াও কিরূপে আমাদের রাক্ষসকুলের রাক্ষসী হইয়া দাঁড়াইল? মাল্যবান্ কহিলেন হইতে পারে—পতিব্রতাময় জ্যোতিঃ যেমন প্রশান্ত, তেমনই প্রদীপ্ত—অথবা সে বরাকীর কথাই কেন? পাপকর্ম্মের ফল এইরূপেই পরিণত হইয়া থাকে।

ত্রিজটা কহিল ঠাকুরদাদা! প্রথমে দণ্ডকারণ্যের পর্য্যন্তভাগস্থিত বিবিধ মহীধরপ্রদেশে আমাদের রাক্ষসজাতির নিবাস এবং সমস্ত জম্বু-দ্বীপ বিহারস্থল ছিল—কিন্তু সম্প্রতি এই নগরেও আমরা বাস করিতে সশঙ্ক হইতেছি—ইহার কি উপায়?—কি প্রতীকার?—মাল্যবান্ কিঞ্চিৎ সাহসপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন বৎসে! অত ভীতা হও কেন? দেখ, এই পর্ব্বত সহজেই দুর্গ; তাহার উপরি ভাগে ধাতুময় প্রাকারবেষ্টিত এই নগর; অভ্রঙ্কষ-তরঙ্গশালী এই মহাসমুদ্র, ইহার দুস্তরপরিখা; তদ্ভিন্ন রাক্ষসপতির ভুবনবিদিত গর্ব্বিতশত্রুদলনদীক্ষিত সেই বাহুবল। এই কথা বলিবার সময়েই তাঁহার বামাক্ষিস্পন্দ হইল। তিনি শঙ্কিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, একি! বিধাতা এতই প্রতিকূল যে, একটা মুখের কথা বলিতে দিতেও অসহিষ্ণু! অনন্তর প্রকাশে কহিলেন বৎসে! বৎস কুম্ভকর্ণ এখনও কি সেইরূপ নিদ্রানিমগ্নই থাকেন? ত্রিজটা কহিল, আজ্ঞা হাঁ—তিনি থাকিতেও নাই বলিলেই হয়। মাল্যবান্ কহিলেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কনিষ্ঠ বৎসকেই দূরদর্শী বলিয়া বোধ হয়; তাহার অবিমৃষ্যকারিতাও পরিণামে শুভফলদা হইবে, বোধ হইতেছে। ফলতঃ সেই আমাদের কুলতন্তু হইবে, সন্দেহ নাই। ত্রিজটা সসম্ভ্রমে কহিল, ঠাকুরদাদা! বালাই! বালাই! আপনি কি অমঙ্গল কথা কহিলেন! মাল্যবান্ কহিলেন, বৎসে! আমি কিছু ভাবিয়া বলি নাই, কিন্তু যাহা ঘটিবে, তাহাই আমার মুখ দিয়া স্বতই বাহির হইয়াছে। যাহা হউক সম্প্রতি আমাদের বুদ্ধিচাতুর্য্য-প্রদর্শনই প্রতীকার—তাহারই চেষ্টা দেখা যাউক। বৎসে! মহারাজ দশকন্ধর এক্ষণে কি করিতেছেন—জান কি?

ত্রিজটা কহিল আমি দেখিয়া আসিলাম, মহারাজ সর্ব্বতোভদ্র নামক অট্টালকে আরোহণ করিয়া সেই রাক্ষসকুলকালরাত্রির অধিষ্ঠিত অশোক-বনিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। পরে আসিবার সময়ে পথি-মধ্যে শুনিলাম, লঙ্কাদাহের বৃত্তান্তে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মানা হইয়া মহাদেবী মন্দোদরী স্বামীকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত সেই স্থানেই যাইতেছেন। মাল্যবান্ কহিলেন, স্ত্রীজাতি হইয়াও রাণীর যে বুদ্ধি বিবেচনা আছে, মহারাজের তাহা নাই; দেখ, তিনি নিরন্তরই প্রবোধদানে উদ্যতা রহি-য়াছেন, আর উনি প্রবোধিত হইয়াও বুঝিতেছেন না! এক্ষণে চল—আমরা সময়োচিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, এই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইলেন।

এ দিকে সর্ব্বতোভদ্রপ্রাসাদের উপরিতলারূঢ় রাবণ অশোকবনিকার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া সীতাকে অনুধ্যান করত মনে মনে কহিতেছি-লেন, আহা তাহার সেই মুখখানি থাকিলে চন্দ্র নিষ্প্রয়োজন;—সেই চপলাপাঙ্গ নয়নের নিকটে নীলোৎপলদল ব্যর্থ;—সেই তরঙ্গিত ভ্রূযুগল-সমীপে কামধনু নিতান্তই পরাজিত;—তাদৃশ সুসংযত কেশকলাপের সন্নি-ধানে নবনীরদমালা বিফল এবং সেই বরতনুখানির নিকটে লক্ষ্মীর অঙ্গ কোথায় লাগে! যাহা হউক আমার বহুকালের মনোরথ ফলিত হই-য়াছে, এক্ষণে বিধি অনুকূল হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। এই বলিয়াই পুনর্ব্বার সগর্ব্বে কহিলেন—অথবা আমার নিকটে বিধি কে? আমি, যদি আলস্য না করি তাহা হইলে, ব্রহ্মাণ্ডকে নিষ্পিষ্ট করিয়া, এই ভুবন-বিভাগ হইতে ব্রহ্মাকে দূরে রাখিয়া, নিজের অত্যুজ্জ্বল প্রতাপ ও নির্ম্মল যশোরাশিকেই নূতন সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে নির্ম্মিত করিয়া, পরম নির্বৃত হইতে পারি;—কিন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতি অনুকম্পার পাত্র—তাহাদের প্রতি কোপ করা বিধেয় নহে, এই ভাবিয়াই ক্ষান্ত থাকি।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দাসীর সহিত মন্দোদরী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে অশোকবনিকামুখ ও ধ্যানমগ্ন দেখিয়া খেদের সহিত মনে মনে কহিলেন, হায় কি বিড়ম্বনা!

এতাদৃশ বিপৎকালেও ইনি এইরূপে কাল কাটাইতেছেন! অনন্তর তিনি পুরোবর্ত্তিনী হইয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া মনোভাব গোপনকরিলেন এবং পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। মন্দোদরী উপবেশন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ! এ বিষয়ে কি ভাবিয়াছেন? রাবণ উত্তর করিলেন কোন্ বিষয়ে? মন্দোদরী কহিলেন, এই শত্রুপক্ষের অভিযোগে?—রাবণ সোপহাসস্বরে কহিলেন—কি?—কি?—শত্রু!—তাহার আবার পক্ষ!—তাহার আবার অভিযোগ!! দেবি! যাহা কখন শুনি নাই—তুমি যে সেই কথা শুনাইতেছ!!—যে আমি রণভূমিতে বাহুবলে দিগ্‌দন্তিগণের দন্তরোধ করিয়া অপরাজিত দিক্‌পালগণকেও মুহূর্ত্তমধ্যে পরাজিত করিয়াছি, এবং বজ্রপ্রভৃতি শত শত প্রচণ্ড প্রহরণদ্বারা বক্ষস্থল ক্ষতবিক্ষত হইলেও যে আমি ভ্রূক্ষেপ করি নাই—সেই আমার আবার প্রতিযোদ্ধা শত্রু!!—দেবি! তোমার এ কি অপূর্ব্ব চিত্তভ্রম হইয়াছে! যাহা হউক বল দেখি—সে শত্রুটা কে? মন্দোদরী কহিলেন, শুনিতেছি, কোটি-কোটি-সৈন্য-পরিবৃত্ত-সুগ্রীব-পুরঃসর কনিষ্ঠসহোদরসমেত দাশরথি রাম। রাবণ কহিলেন অনুজসহচর সেই তাপসটা?! সে একা বা সেই গুলাকে লইয়া আমার কি করিবে? মন্দোদরী কহিলেন, সকলে সমবেত হইলে কিছু না করিতে পারে, এমত নহে। শুনিলাম সে বেলা ভূমিতে সেনাসন্নিবেশ করিয়া সাগরকে বাঁধিবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু প্রথমে কিছুতেই পারিল না—পরে কুপিত হইয়া জলধিকুহরমধ্যে এরূপ বাণসকল নিক্ষেপ করিল, যৎপ্রভাবে সমস্ত সমুদ্রজল চক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে শোণবর্ণ হইয়া উঠিল; আহত নক্রচক্র নির্জ্জীব হইয়া পড়িল; কচ্ছপসমূহ নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল; শঙ্খ ও শুক্তিসকল চূর্ণ হইল এবং একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিল। রাবণ অবজ্ঞার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পর? মন্দোদরী কহিলেন মহারাজ! তাহার পর শুনিতেছি সেই সাহসিক পুরুষ সমুদ্রের উপরি দিয়া গমনাগমনের উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাবণ হাসিয়া কহিলেন বটে!—বটে!!

দেবি! সে উপায়টা কিরূপ? মন্দোদরী কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র বীরকর্ত্তৃক আনীত মহীধরদ্বারা সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। রাবণ কহিলেন দেবি! এই সকল কথা বলিয়া কেহ তোমায় প্রতারণা করিয়াছে সন্দেহ নাই—এই পাথোনাথের গাম্ভীর্য্যমহিমার ইয়ত্তা নাই—জম্বুদ্বীপে বা অন্যান্য দ্বীপে যে সকল মহীধর আছে, তৎসমস্ত আনিয়া নিক্ষেপ করিলেও ইহার কুক্ষির এক কোণও পূর্ণ হইবে না। আর ঐ তপস্বীটাকে সাহসিক বলায় বোধ হইতেছে—আমার সাহসের কথা তুমি ভুলিয়াগিয়াছ।—তদ্বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করই প্রমাণ—ছিন্ন গলধমনী হইতে নির্গত লোহিতের দ্বারা আমি তাঁহার পাদ্য দিয়াছিলাম এবং হর্ষাশ্রুমিশ্রিত আনন্দস্মিতশোভিত মুখপদ্ম দ্বারা তাঁহার চরণার্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মন্দোদরী কহিলেন মহারাজ শুনুন—শুনিতেছি যে, সে সেতুর রচনা অন্যবিধ—কোন এক শিল্পকুশল শিল্পীর কৌশলে শিলাসকল জলে নিমগ্ন হইতেছে না—জলের উপরে ভাসিতেছে। রাবণ শিরঃকম্প-সহকারে কহিলেন, স্ত্রীজাতির যে এই মুগ্ধতা, ইহা একবারে অপ্রতী-কার্য্য! পাথরও কি কখন জলে ভাসে!—দেবি! অধিক কথার প্রয়োজন কি? আমার যে বেদজ্ঞতা, তাহা ব্রহ্মা—আজ্ঞা, শচীসহচর ইন্দ্র—ধৈর্য্য, অশনি—যশঃ, এই ত্রিভুবন—বল, কৈলাস পর্ব্বত—এবং সাহসও গলরুধিরদ্বারা ধৌতপাদ ভগবান্ প্রমথনাথ অবগত আছেন।

এই সময়েই চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল হইয়া উঠিল। মন্দোদরী শুনিয়া "মহারাজ! রক্ষা কর—রক্ষা কর" বলিয়া সভয়ে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণ কহিলেন, দেবি! ভয় পাও কেন? মন্দোদরী কহিলেন, ঐ শুনুন—চতুর্দ্দিকে কেবল এই শব্দ হইতেছে "হে লঙ্কা-দ্বাররক্ষক রাক্ষসগণ! তোমরা সত্বরে দ্বাররোধ কর—লৌহময় সুদৃঢ় অর্গলসকল তাহাতে উত্তমরূপে আঁটিয়া দেও—দ্বারের উপরিভাগে শস্ত্র-সমূহ তুলিয়া লও—সবিশেষ সতর্কতার সহিত আপন আপন স্থানে অব-স্থিত থাক—শিশু বৃদ্ধদিগকে সাবধানতার সহিত রক্ষাকর এবং খাদ্য-সামগ্রীর সংগ্রহে যত্নবান্ হও—যেহেতু সুগ্রীব-সেনা-পরিবৃত সানুজ রামচন্দ্র লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত"।

এই কথা হইতেছে এমত সময়ে এক প্রতীহারী আসিয়া কহিল—মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। রাবণ তাহাকে সেই স্থানে লইয়া আসিতে আজ্ঞা করায় প্রতীহারী চলিয়া গেল। অনন্তর প্রহস্ত প্রতীহারীর সঙ্গে রাবণসমীপে গমনসময়ে মনে মনে চিন্তা করিল—অহো মনুষ্যপোতের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব!—এই কল্লোলমালাকুল ভীষণমূর্ত্তি মহার্ণবকেও গোষ্পদের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছে—লঙ্কার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া মন্থরগমনে আসিয়া অমুগম সুবেলশৈল-শিখরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছে এবং স্বয়ং কতিপয় যোধপরিবৃত হইয়া পুরীর প্রাঙ্গণভূমিতেই অবস্থান করিতেছে!—প্রহস্ত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাবণের পুরোভাগে উপস্থিত হইলে রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্র সেনাপতে! এ কলকলটা কি নিমিত্ত? প্রহস্ত মনে মনে ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! মহারাজ এখনও কিছুই জানেন না! যাহাহউক আমি কার্য্যমাত্র বিজ্ঞাপন করি। অনন্তর কহিল মহারাজ! পুরীর সমস্ত ভাগ সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, কপাটদ্বার আবৃত করা হইয়াছে এবং বিশ্বস্ত ভক্তিমান্ রক্ষিবর্গের দ্বারা যথাযথ স্থানে রক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা গিয়াছে। রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন কি নিমিত্ত? প্রহস্ত ভাবিল, এখনও সেই অবস্থা! পরে কহিল মহারাজ লঙ্কেশ্বর! সানুজ এক মনুষ্যপোত আসিয়া আপনকার পুরী এরূপে রোধ করিয়াছে যে, বাহির হইতে সুহৃদ্বললাভ বা খাদ্যসামগ্রী-প্রাপ্তি একবারে রহিত হইয়া পড়িয়াছে।

রাবণ এ কথার কোন উত্তর না দিতেই প্রতীহারী পুনর্ব্বার আসিয়া কহিল মহারাজ! 'আমি রামের দূত' এই কথা বলিয়া একজন প্রতীহারপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছে। রাবণ দূতের নামশ্রবণেই অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিলেন, কিন্তু নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। অনন্তর অঙ্গদ রাবণসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল—পরম মাহেশ্বর মহারাজ লঙ্কেশ্বরের জয় হউক। রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি সুগ্রীবের অনুচর? অঙ্গদ উত্তর করিল—না—না। রাবণ আবার জিজ্ঞাসিলেন, তবে কাহার? অঙ্গদ কহিল লঙ্কেশ্বর! বলি শোন—আমি যে, এবং যদর্থ আসিয়াছি—

আমি বালিপুত্র অঙ্গদ—দৃপ্তরাক্ষসরূপ কাননের দাবানলস্বরূপ দাশরথির দূত হইয়া আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে তোমায় শাসন করিতে আসিয়াছি। তুমি এইক্ষণে সীতাকে ছাড়িয়া দাও—এবং স্ত্রী পুত্র সুহৃদ্বর্গ সমবেত হইয়া সৌমিত্রির চরণে শরণ লও—নচেৎ তাঁহারই বাণানলে ভস্ম হইতে হইবে। রাবণ হাসিয়া কহিলেন ক্ষুদ্র মনুষ্যের দূতও বাচাল হইল!—বলিব আর কি? অঙ্গদ কহিল, আমি যা কিছু হইনা কেন, তুমি কিন্তু এই স্থির করিয়া রাখ যে, অদ্য তোমার মস্তক, হয় তাঁহার পাদাব্জপ্রান্তে অথবা তাঁহার তীক্ষ্ণেষুমুখে অবশ্যই প্রণত হইবে; এক্ষণে তদ্বিষয়ে অভিমতি প্রকাশ কর। রাবণ সক্রোধে কহিলেন,—এখানে কে আছ হে?—এই যথেচ্ছ-বাদীর মুখসংস্কার করিয়া দেও। প্রহস্ত কহিল মহারাজ! এ দূত; দূতের কথায় ক্রোধ কি?—রাবণ কহিলেন ইহার মুখবিরূপণই সেই তপস্বীর প্রত্যুত্তরদান। এই কথা শুনিয়া অঙ্গদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; সে কহিল দেখ রাবণ! তীক্ষ্ণ ক্রকচের ন্যায় প্রখর এই নখরের আঘাতে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া দিগ্‌দেবতাদিগকে বলি না দিয়া আমি কোনরূপেই নিবৃত্ত হইতাম না, কিন্তু কি করিব?—রঘুপতির দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং পরাধীন; এই বলিয়া প্রস্থান করিল। রাবণ কহিলেন যেমন জাতি, তদনুরূপ চাপল্য—উহা অপ্রতীকার্য্য! প্রহস্ত জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ! নিদেশপরিগ্রহের নিমিত্ত আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। রাবণ কহিলেন সেনাপতে! এখনও কি নিদেশের কথা জিজ্ঞাস্য?—ভুবনবিদিতসারোদ্ধত শত্রুসংহারকারী রাক্ষসদিগকে বল যে, তাহারা দ্বারের অর্গলসকল উন্মুক্ত করুক—চতুর্দ্দিকে সংগ্রাম আরম্ভ করুক—রিপুনিসূদন শস্ত্রসমূহ পরিভ্রমিত করিয়া শত্রুপক্ষের বাহুসকল বিমথিত করুক এবং বৃথামদোদ্ধত রিপুদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলুক। প্রহস্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল।

আবার নগরের চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই এক জন দূত ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া কহিল মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—ভীমশরীর সুগ্রীবসেনারা রাক্ষসদিগকে বধিতেছে;

রাক্ষসদিগের ছিন্নমস্তক দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেদিনির্ম্মাণ করিতেছে; সমরার্থ বহির্গমনেচ্ছু ক্রোধান্ধ রাক্ষসদিগকে পথিমধ্যেই কাটিতেছে এবং নিরন্তর-নিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের আঘাতে পুরদ্বার সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাবণ গাত্রোত্থান করিলেন, ক্রোধরক্ত-নয়নে প্রাসাদের উপর হইতেই চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন এবং কহি-লেন, দেখ অনাত্মজ্ঞ ইন্দ্রাদিদেবগণও বোধ হয় তপস্বীর বিজয়দর্শনলালসায় বিমানারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবি! তুমি এক্ষণে অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, আমি এখন্ যাইয়া প্রমত্ত শত্রু সেনাদিগকে দিগ্‌দিগন্তে নিক্ষিপ্ত করি; যুদ্ধাভিনয়ের নটস্বরূপ সেই তপস্বিপ্ররোহ দুটাকে নিষ্পিষ্ট করি, এবং আমার রন্ধ্র পাইয়াছে মনে করিয়া সমরদর্শনার্থ কুতূহলী দুষ্ট দেবগণকে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করি। এই বলিয়া তিনি সগর্ব্বপদবিক্ষেপে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন—মন্দোদরী প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিলেন।

দেবগণ সত্যই রামের বিজয়াকাঙ্ক্ষী;—রামরাবণের যুদ্ধকাল উপ-স্থিত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মাতলি-সারথি-চালিত বিমানে আরোহণ করিয়া রামের বিজয়দর্শনবাসনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ বিমান লঙ্কার উপরিভাগে উপস্থিত হইলে মাতলি কহিলেন, দেব দিবস্পতে! প্রলয়-কালে নর্ত্তনশীল সপ্তসমুদ্রের প্রচণ্ড কল্লোলধ্বনির ন্যায় ধাবমান যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অসঙ্খ্য ক্ষণদাচরের যেরূপ কলরব শুনা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় রজনিচরচক্রবর্ত্তী রাবণ স্বয়ং সঙ্গ্রামার্থ সজ্জিত হইতেছেন। দেবরাজ কহিলেন, সত্য অনুমান করিয়াছ; ঐ দেখ লঙ্কাপতি, পুত্র ভৃত্য সুহৃদ্বর্গ প্রভৃতি পরঃসহস্র রাক্ষসবর্গের সহিত ঘোরতর সমরারম্ভ হইয়াছে, দেখিয়া সবেগে পুরদ্বার অপাবৃত করিয়া নগরী হইতে নির্গত হইতেছেন, এবং অসঙ্খ্য শরজালদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রামসেনাকে চতুর্দিকে বিদ্রাবিত করিতেছেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কনককিঙ্কিনী-জালমালী আর এক বিমান উত্তরদিক্ হইতে আসিতেছে, দৃষ্ট হইল।

মাতলি নিরূপণকরিয়া কহিলেন দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাঁহাকে গন্ধর্ব্বাধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, ঐ বিমান সেই চিত্ররথের। বলিতে বলিতে চিত্ররথ সন্নিহিত হইয়া দেবরাজের চরণে প্রণত হইলেন। দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন চিত্ররথ! সমরদর্শনবাসনাতেই আগমন কি? চিত্ররথ কহিলেন তাহাও বটে, তদ্ভিন্ন অন্য প্রয়োজনও আছে। ইন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন আর কি? চিত্ররথ উত্তর করিলেন অলকেশ্বরের নিদেশ। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ? চিত্ররথ কহিলেন রাবণের জন্মদিন হইতে যক্ষপতির অথবা সমস্ত ত্রিভুবনের অতিপীড়াকর প্রবলতম এক আধি জন্মিয়া রহিয়াছে, অদ্য বিধিবিলাসবশতঃ রাবণের নিধনদিন; তাহারই শুভকর পরিণাম কিরূপ হয়, জানিবার জন্য তিনি আমায় পাঠাইয়াছেন। ইন্দ্র কহিলেন আশ্চর্য্য! নকুল্যাদিগেরও মনোভাব এইরূপ? চিত্ররথ কহিলেন আশ্চর্য্য কি?—উহারা উভয়ে পরস্পর সহজ শত্রু;—নিধি, লঙ্কা, পুষ্পক, প্রভৃতি কুবেরের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়ায় উহাদের ঐ সহজশত্রুতা বিলক্ষণ বাড়িয়াছে এবং কৃত্রিম শত্রুতা ও বিশেষরূপে জন্মিয়া রহিয়াছে। অথবা অলকেশ্বরের কথাই কেন—ত্রিভুবনে যত জীব আছে, সকলেই রাবণের উদ্ধত দুশ্চরিত্র দ্বারা যৎপরোনাস্তি কদর্থিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে রঘুনন্দনের বিজয়লক্ষ্মীর প্রার্থনা করিতেছে। অনন্তর ইন্দ্র লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, দেখিতেছি সুগ্রীবসেনা প্রবল কোলাহলদ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া সুবেল শৈলের অধিত্যকা হইতে বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দ্দিকে উচ্চলিত হইতেছে, অতএব বোধ হইতেছে উহাদের উপর প্রহরণপতন আরম্ভ হইয়াছে। চিত্ররথ দেখিয়া কহিলেন সত্যই—ঐ দেখুন রণরসনিষ্ণাত বীরগণের অগ্রগণ্য রক্ষোনাথ শৈলশিখরসম স্যন্দনমধ্যে অবস্থান করিয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছেন; উহাঁর কার্ম্মুকের জীবাঘোষদ্বারা দিক্প্রান্তস্থ ভূধরসকল প্রতিধ্বনিত এবং গগনবিবর পরিপূরিত হইতেছে। ইন্দ্র ব্যগ্রভাবে কহিলেন দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! রাবণ রথস্থ এবং রামচন্দ্র পাদাত, অতএব উহাঁদের বীরসময়োচিত সমরোপ-

করণ সমান হয় নাই; এই বলিয়াই মাতলির প্রতি আদেশ করিলেন, মাতলে! তুমি সত্বরে যাইয়া আমার এই সাঙ্গ্রামিক রথ রামকে প্রদান কর, আমি গন্ধর্ব্বরাজের বিমানেই আরোহণ করি। মাতলি তাহাই করিল। দেবরাজ ও গন্ধর্ব্বরাজ উভয়ে এক বিমানে অবস্থিত হইয়া দূর হইতে সমরকার্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সমরস্থলে সুগ্রীবসৈন্য ও রাবণসৈন্য পরস্পরকে সম্মুখীন পাইয়া অনিয়মিতরূপে এরূপ মুষ্টামুষ্টি কেশাকেশি ও শস্ত্রাশস্ত্রি রণকর্ম্ম আরম্ভ করিল যে, পরস্পরের গাঢ়নিষ্পেষদ্বারা শরীরসকল নিষ্পিষ্ট ও বিদীর্ণ হইল, ও তন্নিবন্ধন নিস্রুত রুধিরধারা দ্বারা রণক্ষেত্র কর্দ্দমময় ও দুঃসঞ্চর হইয়া উঠিল। কোথাও, কেহ কাহারও মুণ্ড কাটিয়া দিল—অপরে সেই মুণ্ড-চ্ছেত্তার বাহুচ্ছেদ করিল, এবং সেই ছিন্নবাহু বীর এরূপ বেগের সহিত প্রতিপক্ষের দেহের উপর পড়িল, যাহাতে উভয়েরই প্রাণবিনাশ হইল। এইরূপে নিহত বীরগণের শবরাশি একত্র হইয়া রণক্ষেত্রমধ্যে চিত্রকূট-পর্ব্বতসদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। অপরাপর ক্ষুদ্র বীরেরা শক্র-শস্ত্রনিহত হইয়া সেই পর্ব্বত-ক্রোড়েই যেন বিলীন হইতে আরম্ভ করিল। কোন স্থানে যোধগণ অবিরত সমরকর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া যেন ক্ষণকালের জন্য বৈরানুবন্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরাঙ্গণেই বিশ্রাম করিল;—কুন্তবিদ্ধ বীরদিগের শোণিতসম্পৃক্ত অগ্রমাংসের ভোজনেচ্ছায় যে সকল গৃধ্র ধাবমান হইল, তাহাদের পক্ষসকল ঐ বীরগণের উপর ছায়াপ্রদান করিল, এবং শস্ত্রপ্রহার-ব্রণনিকর হইতে বিগলিত রুধিরধারা দ্বারা তাহাদের সর্ব্বশরীর প্রলিপ্ত হইল। অপর স্থানে সাহসিক যোদ্ধৃবর্গের চর্ম্ম বিদীর্ণ হইল, মাংস দলিত হইল, এবং ধমনি, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি ছিন্ন হওয়ায় অন্ত্রসকল লক্ষ্য হইতে লাগিল; তথাপি তাহারা প্রতিনিয়ত ধৈর্য্যবশতঃ সম্মুখীন থাকিয়াই বিপক্ষদিগের শস্ত্রপ্রহার বক্ষস্থলে গ্রহণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সঙ্গ্রাম ভূমির মধ্যভাগে রাবণ রথারোহণে বিন্ধ্যগিরির ন্যায় অটল-ভাবে অবস্থিত। তাঁহার দূরসীমায় প্রেষ্যব্যূহ; বামপার্শ্বে অনুজশতবৃত

মেঘনাদ; দক্ষিণভাগে নবনিদ্রোদ্বোধিত প্রবীর কুম্ভকর্ণ এবং পৃষ্ঠদেশে কৈকসীর অতি বিকটাকার অপরাপর পরিবারবর্গ। যেমন প্রবল ঝঞ্ঝা-বায়ু সর্ব্বতঃ প্রবহমাণ হইলেও দৃঢ়সার শিখরিবর্গ কম্পিত হয় না এবং অগাধগাম্ভীর্য্য অম্বুনিধি বেলাতিক্রম করে না, সেইরূপ রামচন্দ্র তাদৃশ-রূপে অভিযোগোদ্ধুর শত্রুকে সম্মুখীন দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হই-লেন না। লক্ষ্মণ মেঘনাদবধের নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অগ্রসর হইলেন; রাম তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রধনকুশল সানুজ রাক্ষসেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শরাসনশিঞ্জিনীতে টঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইল;—কোটি কোটি রাক্ষসসেনা রাম ও লক্ষ্মণের প্রত্যেককে যুগপৎ আক্রমণ করিয়া শস্ত্রবর্ষদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তাঁহারা দুই জনেও পর-প্রেষিত শস্ত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সমরাঙ্গণে উর্জ্জস্বলরূপে দীপ্যমান হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রামের রথাগ্রভাগে সুগ্রীব, পৃষ্ঠদেশে অঙ্গদ এবং পার্শ্বদ্বয়ে জাম্ববান্ ও ভাবী লঙ্কাপতি অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু মারুতি তথায় না থাকিয়া লক্ষ্মণের শরীররক্ষকরূপে রণস্থলে বিচরণ করিতেছিলেন।

লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের এবং রাম ও দশাননের প্রবলতর সঙ্গ্রাম চলিতে লাগিল; কিন্তু স্নেহ কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ! উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বশী-করণ চূর্ণমুষ্টিস্বরূপ! যেহেতু সৌমিত্রি কৃতহস্ততা প্রভৃতি কোন গুণেই ন্যূন ছিলেন না, শূরাগ্রণী রাবণি ও সারবত্তাদ্বারা প্রসিদ্ধ, সুতরাং উহাঁ-দের সমরব্যতিকর কোন অংশেই অতুল্যকক্ষ ছিল না, তথাপি রাম ও রাবণের যুদ্ধসময়ে পরস্পরের শরবৃষ্টি পরস্পরের প্রতি পতিত হইলেও উভয়েরই বৎসলা দৃষ্টি অনুজ ও আত্মজের প্রতিই স্থিরভাবে পড়িতে লাগিল।

অনন্তর সৌমিত্রির বাণবজ্রদ্বারা মর্ম্মভাগে বিদ্ধ শত শত রজনিচর ধাবমান হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় ভূধরের ন্যায় পতিত হইল। রক্ষোনাথও আপনার অপর কতিপয় পুত্রকে নিপতিত দেখিয়া অনিষ্টা-শঙ্কায় রামাভিযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক মেঘনাদের সমীপেই উপস্থিত হইলেন।

মেঘনাদের সহিত রাবণের যোগ দর্শনে কেহ কেহ লক্ষ্মণের বিপদাশঙ্কা করিল, কিন্তু অপরিচ্ছেদ্য মহিমা কাকুৎস্থকুলসম্ভব! লক্ষ্মণ পূর্ব্বে—পরঃ-সহস্র রজনীচরকে লক্ষ্য করিয়া যেরূপ যুদ্ধ করিতেছিলেন, রাবণ আসিলে তাঁহার সহিত সমানভাবে সমর করিতে লাগিলেন। রাবণ ইন্দ্রজিৎসমীপে গমন করিলে কুম্ভকর্ণ একাকী রামশরে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ হইয়া যেমন বিচলিত হইলেন, অমনি তাঁহার পুত্র কুম্ভ পিতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া মূর্তিমান্ গর্ব্বের ন্যায় অথবা জঙ্গম ক্ষ্মাধরের ন্যায় সেই দিকে ধাবমান হইল। সুগ্রীব পথিমধ্যেই তাহাকে রোধ করিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ভুজদণ্ডের দ্বারা সবলে ধরিয়া ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক পদাঘাতে পিষিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণ ইহা দেখিয়া শোক ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া সবেগে সুগ্রীবকে ধরিলেন; সুগ্রীব কৌশলসহকারে আত্মমোচন করিয়া দন্ত ও নখরাঘাতে কর্ণ ও নাসিকা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভগিনী শূর্পণখার তুল্যাবস্থ করিয়া দিলেন।

ওদিকে লক্ষ্মণ রাক্ষসনাথ ও মেঘনাদের প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ প্রয়োগকরিতে লাগিলেন, যাহাতে উভয়েই বাণাঘাতে জর্জ্জর হইয়া লক্ষণের প্রাণবিনাশের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। মেঘনাদ দুর্ভেদ্য নাগপাশ প্রয়োগ করিলেন,—লক্ষ্মণ সুদৃঢ় গারুড়াস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা নাগপাশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন! তখন রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া শক্তিনামক অস্ত্রদ্বারা লক্ষ্মণের হৃদয়দেশে এরূপে প্রহার করিলেন যে, লক্ষ্মণ তদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া মারুতির দেহোপরি নিপতিত হইলেন। রাম বিভীষণমুখে ভ্রাতার মোহবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া শোক ও রণোৎসাহে উচ্ছলিতচিত্তবৃত্তি হইয়া তদবস্থ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য সেই দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু কুম্ভকর্ণ-পরিচালিত রাক্ষসী সেনা তাঁহার পথিরোধ করিল। তখন্ তিনি ভগবান্ পিনাকী ত্রিপুর-বিজয়কালে যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব পরিগ্রহকরিয়া ক্ষণৈককালমধ্যে রাক্ষসসেনাকে আগ্নেয়াস্ত্রে ভস্মসাৎ করিলেন—কুম্ভকর্ণকে খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অপরিসীম ঔৎসুক্য সহ-কারে অনুজসমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অনুজের তাৎকালিক অবস্থা

দেখিয়া নিজেও শোকে বিচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময়ে রামের পরাক্রমদর্শনে দশানন মেঘনাদ প্রভৃতি সকলেই কিঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত ও হতোদ্যম হইয়াছিলেন, নচেৎ রাঘবের বিপদের পরিসীমা থাকিত না। যেহেতু ছলপ্রয়োগনিপুণ রাক্ষসেরা রিপু—আপনাদের অবস্থা ঐরূপ—যাহারা সহায়, সেই সৈনিকেরাও বিক্লব। যাহা হউক অচিন্ত্যমহিমা মারুতি তৎকালে প্রকৃতিস্থ ছিলেন, তিনি সবেগে গমন করিয়া পর্ব্বত হইতে এক দিব্যৌষধ আনয়ন করিলেন, এবং তাহা লক্ষ্মণকে যথাবিধি সেবনকরাইয়া দিলেন। যেরূপ কুমুদনিবহ চন্দ্রালোককে, অয়স্কান্তমণি লৌহ-ধাতুকে এবং সংসারার্ণবমগ্ন পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, মারুতিসমানীত দিব্যৌষধ সেবনকরিয়া লক্ষ্মণও ক্ষণকালের মধ্যে সেইরূপ প্রভাশালী হইয়া উঠিলেন।

এক্ষণে লঙ্কানাথ প্রলয়পরিক্ষুব্ধ সাগরাম্ভের ন্যায় উন্মার্গপ্রস্থিত রাক্ষস-বলকে পুনর্ব্বার একত্র করিয়া শত্রুসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন্ যুদ্ধে তাঁহার প্রধান প্রধান যোদ্ধা হত হইয়াছিল; তিনি এবং মেঘনাদমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন; তথাপি রাক্ষসেরা আপনাদের সঙ্খ্যাধিক্য দেখিয়া সাহসসহকারে রণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে সমরার্থ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন্ তাঁহাকে দিব্যৌষধি প্রভাবে, শাণোৎ-কীর্ণ মণির ন্যায়, মেঘমুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায়এবং গলিতকঞ্চুক ভুজঙ্গমের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। অনন্তর পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শাণিত শর ও প্রখর অস্ত্রসমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের শরীর নিরন্তর বিদ্ধ ও ছিন্ন করিতে লাগিল; তাহাদের প্রবলতর সম্মর্দ্দের দ্বারা অধস্থ মৃত্তিকাসকল চূর্ণ হইয়া বায়ুবেগে উদ্গত এবং তাহাদেরই বক্ষস্তটে পিষ্টাতকাকারে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণসেনা ও রামসেনার সহিত প্রত্যূষকালের অন্ধকার ও অরুণালোকের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভূত হইল;—যেমন প্রতিক্ষণেই রাক্ষসসেনার অত্যধিক ক্ষয়, তেমনই প্রতিক্ষণেই রামসেনার নিরতিশয় বৃদ্ধি বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রক্ষোনাথ রঘুপতির সহিত এবং মেঘনাদ লক্ষ্মণের সহিত

দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন ভুজবল, শস্ত্রশিক্ষা, দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলাদি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উহাঁদের রণকর্ম্মদ্বারা উভয় সৈন্যে হুল স্থুল পড়িয়া গেল। উহাঁরা প্রত্যেকেই মহা মহাবীর; উহাঁদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ কি ভয়ানক! উহাতে সিংহনাদ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল, শরনিকর দ্বারা নভোমণ্ডল এবং ছিন্নদেহ দ্বারা ভূমণ্ডল প্রচ্ছাদিত হইল। উহা দর্শন করিলে নয়ন অশ্রুজলাপ্লুত এবং শরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইয়া উঠে। যাহা হউক তৎকালে দর্শকদিগের পক্ষে একই বস্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয় প্রমাণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হইল; যেহেতু তাহারা, রাবণ ও রাবণির বলবিক্রম অপেক্ষা রাম ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম দশগুণ ইহা প্রত্যক্ষ দেখিল, কিন্তু পার্শ্বে পতিত কৌণপশবরাশি দর্শনে উহা অনন্ত-গুণ বলিয়া অনুমান কবিল!—বাহুবলগর্ব্বিত যত যত ক্ষণদাচর উদ্যতায়ুধ, হইয়া রাঘবসমীপে সংগ্রামার্থ উপস্থিত হইল, তাহারা সকলেই তাঁহাদের শরপুঞ্জপবনাধূত প্রতাপানলে তৎক্ষণাৎ শলভবৃত্তি অবলম্বন করিল। কি আশ্চর্য্য! পাঞ্চভৌতিকী সৃষ্টি কি বিচিত্র! এই সমস্ত ত্রিভুবনও যে রাক্ষসদিগের বাসের জন্য পর্য্যাপ্ত হইত না, তাহারা এক্ষণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেবল মৃত্তিকাতেই বিলীন হইল!

রাক্ষসী মায়া অতি অদ্ভুত! রাম যুদ্ধ করিতে করিতে রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বাণপ্রয়োগ করিলেন, বাণ সবেগে যাইয়া মস্তক ছিন্ন করিল, সকলেরই এইরূপ প্রতীতি জন্মিল; কিন্তু রাবণ মায়াবলে এমন কি এক কৌশল করিলেন, যাহাতে দৃষ্ট হইল যে, কিছুই হয় নাই—মস্তক পূর্ব্ববৎ অচ্ছিন্নই রহিয়াছে! এইরূপ মায়াকার্য্য যে কত বারই হইল, তাহার সংখ্যা নাই। মেঘনাদও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মায়াজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ বার বার প্রতারিত হইয়াও রণকর্ম্ম হইতে বিরত হইলেন না—অক্ষুণ্ণ উৎসাহ সহকারে অবি-শ্রান্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুষ্টদমন সকলেরই প্রীতিকর; এই সময়ে মহর্ষিগণ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া রামকে জানাইয়া দিলেন যে, বৈষ্ণবাস্ত্র-প্রয়োগ ব্যতিরেকে মেঘনাদের এবং ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতিরেকে রাবণের

মঙ্গসাধন হইবে না ; আপনারা তাহাই করুন,—করিলে আপনি সীতা—ত্রিভুবন, পরমানন্দ—কনিষ্ঠপৌলস্ত্য, লঙ্কা—রাবণ, দেবত্ব এবং মুনিগণ, শান্তি—লাভকরিবেন। তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণকরিয়া লক্ষ্মণ বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা রাবণির এবং রাম ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণের মর্ম্মভেদ করিলেন। রাবণি ও রাবণের শরীর রণস্থলে, রক্ষঃকুলাঙ্গনারা ভূমিতলে এবং স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি রাঘবদ্বয়ের মস্তকে, নিপতিত হইল।

অনন্তর বিমানস্থ বাসব চিত্ররথকে সম্বোধনকরিয়া কহিলেন গন্ধর্ব্বরাজ! আর কি! আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে! মহর্ষিগণ এই রাবণবধ-বৃত্তান্তে হর্ষিত হইয়া, আমাকে লইয়া মহোৎসব করিবার জন্য, এতক্ষণ অমরাবতীতে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আমি তাঁহাদের মনোরথসম্পাদনের নিমিত্ত তথায় গমন করি, তুমিও যাইয়া এই বৃত্তান্তনিবেদনদ্বারা প্রিয়মিত্র অলকেশ্বরকে প্রীণিত কর।

সপ্তম অধ্যায়।

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবী রাবণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণকরিয়া শোকে অধীরা হইলেন এবং ললাটে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া কহিলেন হা মহারাজ দশকন্ধর! হা ত্রিভুবনবীরাগ্রগণ্য! হা সকলরাক্ষসলোকপ্রতিপালক! হা পশুপতিপাদপদ্মসেবক! হা কৈকসীপুত্রতিলক! হা বন্ধুজনবৎসল! কোথায় যাইলে তোমার সেই মুখ-পুণ্ডরীক আবার আমি দেখিতে পাইব? হা কুমার কুম্ভকর্ণ! হা বৎস মেঘনাদ! কোথায় আছ—আইস—তোমাদের সেই বচনামৃত শ্রবণকরিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি! হায় হায়!

হা দুরাত্মন্ দগ্ধ বিধাতঃ! কেন আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা করিলে! অথবা তোমারই দোষ কি?—লঙ্কা এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে অলকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমানারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিতা হইলেন এবং প্রবোধবচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। লঙ্কা কহিলেন দিদি! আমার আর সান্ত্বনার কথা কি? দেখ এই প্রকাণ্ড রাক্ষসপরিবার যুবতিজনমাত্রাবশেষ হইয়াছে! এক কুলতন্তু কুমার বিভীষণ আছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও বৈরিপক্ষ অবলম্বনকরিয়াছেন! অলকা কহিলেন ভগিনি! ওরূপ কহিওনা—রাম আমাদের বৈরী নহেন। লঙ্কা জিজ্ঞাসিলেন কেমন করিয়া নহেন? অলকা কহিলেন তিনি যাঁহার বৈরী ছিলেন, তিনি গত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত সে বৈরিতাও গিয়াছে, এক্ষণে তিনি আমাদের নিসর্গসুহৃৎ ত্রিভুবনবিদিত দাশরথি। লঙ্কা কহিলেন এমন্?—অলকা কহিলেন তা'বইকি? লঙ্কা জিজ্ঞাসিলেন তবে আমাদের প্রভুর প্রতি তিনি এরূপ নির্দ্দয় হইলেন কেন? অলকা উত্তর করিলেন তুমি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই এরূপ কহিতেছ—বিবেচনা কর, ঐ রঘুকুলতিলক পত্নীও ভ্রাতৃমাত্র সমভিব্যাহারে পিতৃনিদেশে দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, রক্ষোনাথ তাঁহার প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন,—এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে—সে সমুদায় তাহারই দুষ্পরিণাম মাত্র! লঙ্কা কহিলেন, একথা সত্য বটে। যাহাহউক তুমি এ সময়ে এখানে আসিয়াছ কেন? অলকা উত্তর করিলেন, বৈমাত্রেয় পৌলস্ত্য, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মুখে রাবণবধবৃত্তান্ত শ্রবণকরিয়া অবশিষ্ট স্বজনবর্গের সান্ত্বনার নিমিত্ত—বিভীষণের লঙ্কাভিষেক সাক্ষাৎকরণের নিমিত্ত—এবং রাবণাপহৃত বিমানরাজ পুষ্পকের প্রতি রামোপস্থানার্থ উপদেশদানের নিমিত্ত—আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। লঙ্কা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভগবান্ পশুপতির মিত্র ধনাধিপও রামের পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত!!

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে তাঁহারা দেখিলেন রাজপথ দিয়া বহুসংখ্য লোকশ্রেণী মহা কোলাহল করিয়া রাজপুরাভিমুখে

গমন করিতেছে। তাঁহারা কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং সেই সময়েই এক রাজভৃত্যকে আগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল, সীতাদেবী বহুদিন লঙ্কেশ্বরগৃহে বাস করায়, পাছে কেহ তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্কারোপ করে, এই শঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেবগণ, দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকে সীতার সাধুবাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন এবং সকলেই একবাক্যে পবিত্রা সীতাকে নিঃসন্দেহমনে গ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধকরিলেন। অলকা কহিলেন পতিব্রতাময় জ্যোতিকে যে অন্য জ্যোতির্দ্বারা পরীক্ষাকরিতে হয়, ইহা আশ্চর্য্য কথা! অথবা লোক-স্থিতির অনুবর্ত্তনই এরূপ পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য। রাজভৃত্য কহিল সম্প্রতি বিভীষণের রাজ্যাভিষেক আরম্ভ হইয়াছে; তদর্থই আমি পুষ্প মাল্য লইবার জন্য যাইতেছি;—ঐ শুনন অভিষেকস্থল হইতে অপ্সরা-দিগের মঙ্গলতূর্য্যরবমিশ্রিত মঙ্গলগীতধ্বনি শুনা যাইতেছে; অতএব আমি এখানে আর বিলম্ব করিতে পারি না, এই বলিয়া সে সত্বরপদে প্রস্থান করিল। তখন্ অলকা লঙ্কাকে কহিলেন ভগিনি! চল—আমরাও রাজপুরে যাইয়া সেই মহনীয়চরিত মহানুভাবকে দর্শনকরিয়া চক্ষু চরিতার্থ করি; এই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই তদভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে রামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, মারুতি প্রভৃতি আপন আত্মীয়বর্গে বেষ্টিত হইয়া রাজভবনের এক দেশে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে বিভীষণ যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি আপনকার আদেশ সম্যক্রূপেই সম্পাদন করিয়াছি—এত দিন যাঁহাদের গণ্ডস্থলসকল সন্ততবিগলিত অশ্রুধারায় কর্দ্দমিত—অম্বরসকল নিরন্তরভূলুণ্ঠন দ্বারা নিতান্ত মলিন—এবং কেশপাশ নিয়মিত একবেণীধারণবশতঃ জটিল—হইয়া গিয়াছিল, লঙ্কার পরিপূর্ণ কারাগার শূন্য করিয়া, আজি সেই বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি। তাঁহারা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সহাস্যমুখে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। আর অলকেশ্বরের আদেশানু-

সারে পুষ্পকনামা মনোরথগতি বিমানরাজকেও দ্বারদেশে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। রাম কহিলেন সাধু! লঙ্কেশ্বর সাধু!—সকলই উত্তম করিয়াছ! অনন্তর সুগ্রী-বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন সখে! আর কি অবশিষ্ট আছে? সুগ্রীব কহিলেন, আপনি তাদৃশ দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত ত্রিভুবনকণ্টককে উৎখাত করিয়াছেন,—দেবীর অবমাননার শাস্তি করিয়াছেন এবং ঈদৃশ গুণবান্ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ-করিয়াছেন। সুতরাং কর্ত্তব্যের অবশেষ আর কিছুই নাই। সম্প্রতি দ্রোণাদ্রি হইতে ঔষধানয়নসময়ে মারুতির মুখে কুমার ভরত সমুদয় সংবাদ শ্রবণকরিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন; অতএব তাঁহাকে মঙ্গল সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে মারুতিকে তথায় প্রেরণকরা হউক, এবং আপনিও বিমানরাজ অলঙ্কৃত করুন। 'প্রিয়বয়স্যের যাহা অভিরুচি' এই কথা বলিয়া রাম মারুতিকে ভরতসমীপে প্রেরণকরিলেন এবং আপনিও অপর সকলের নিকট হইতে যথারীতি বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সবর্গে বিমানে আরোহণ করিলেন।

সীতা রথারোহণ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! আমা-দিগকে কোথায় যাইতে হইবে? লক্ষ্মণ কহিলেন, রঘুকুলরাজধানী অযোধ্যায়। সীতা জিজ্ঞাসিলেন চতুর্দ্দশ বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে ত? লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন অদ্যই তাহার শেষ দিন। অনন্তর বিমান আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর যাইলে সীতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্যপুত্র! নিম্নভাগে শ্যামলবর্ণ ও কোন্ দেশ দেখা যাইতেছে, যাহার দক্ষিণ প্রদেশের সীমা লক্ষিত হইতেছে না? রাম কহিলেন প্রিয়ে! উহা ভূপ্রদেশ নহে—উহা অষ্টমূর্ত্তির প্রথমা সাক্ষাৎ জলময়ী মূর্ত্তি;—উহার নাম সাগর; উহার মহিমা ও গাম্ভীর্য্য পরিচ্ছেদাতীত! সীতা কহিলেন যাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বশ্বশুরেরা নির্ম্মাণ-করিয়াছেন, বলিয়া বৃদ্ধপরম্পরায় শুনা যায়?—উহার মধ্যভাগে অভিনব-তৃণচ্ছন্না ভূমির উপর ধবলাংশুকের ন্যায় দূরপ্রসারিত ও কি বস্তু দেখা-

যাইতেছে? লক্ষ্মণ কহিলেন দেবি! উহা নবনির্ম্মিত সেতু;—উৎসাহ ও কৌতূহল সহকারে গৃহীতনিদেশ আর্য্যসৈনিকেরা দিগ্‌দিগন্ত হইতে ধরাধর-শিখর-সকল আনয়নকরিয়া উহা নির্ম্মাণকরিয়াছেন; প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত উহার মহিমা লোকে কীর্ত্তন করিবে; উহা অম্ভোধির উপরিভাগে আর্য্যচরিতের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ রহিল। রাম অঙ্গুলিনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন বৎস লক্ষ্মণ! যেখানে মিলিত-তমাল-তরুর ছায়ায় কুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকারিত ও শীতল হইয়াছে এবং যেখানে মলয়াচলের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে চন্দনকুসুমসুরভি নির্ঝরবারিধারা নিপতিত হইতেছে, ঐ সকল স্থান চিনিতে পারিতেছ ত? লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! চিনিতে পারিতেছি বৈ কি। উহারই অনতিদূরে সেই জীর্ণ কন্দরটী লক্ষিত হইতেছে—জীমূত-গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল জর্জ্জরিত হইলে, বজ্রনির্ঘোষ দ্বারা জীবব্রজের কর্ণকুহর বধির হইলে, প্রবল পবনে নিবিড় নীরদমালা চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইলে, ঘনান্ধকার নয়ন অন্ধিত করিলে এবং প্রখর শরের ন্যায় বৃষ্টিধারা ভূমণ্ডল প্লাবিত করিলে, আমরা গুড়ত্বক্‌বৃক্ষের গন্ধে লক্ষ্য করিয়া যেখানে প্রবেশ-পূর্ব্বক যামিনীযাপন করিয়াছিলাম। সীতা মনে মনে কহিলেন আমি কি হতভাগিনী! আমার দুরদৃষ্টবশতঃ ইহাঁদিগকে ঈদৃশ ক্লেশানুভব করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর বিভীষণ কহিলেন দেব রামচন্দ্র! সম্মুখভাগে ঐ কাবেরী-তীর-ভূমি লক্ষিত হইতেছে—যাহার পর্য্যন্তভাগস্থিত মহীধরসীমায় উত্তুঙ্গ প্রাচীন বনস্পতিসকলের মধুগন্ধোদ্‌গারি-পূগবন-ঘনীকৃত তলভাগে বহুবিধ আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল আশ্রমে তপঃস্বাধ্যায়নিরত তত্ত্ববিদ কল্পান্তসাক্ষী মহর্ষিগণ নিবসতি করেন। যাহার অনতিদূরেই দক্ষিণ-ভাগে লোপামুদ্রা-পরিষ্কৃত-পরিসর আশ্রমে মহর্ষি অগস্ত্যের জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। রাম ব্যগ্রভাবে কহিলেন, ইনি সাধারণ ঋষি নহেন—ইহাঁর মহিমা বাক্য ও বুদ্ধির অগোচর। অতএব সক-লেই তারস্বরে আহ্বানপূর্ব্বক ইহাঁকে বন্দনা কর। সকলে তাহাই করিলেন। অমনি নিম্ন হইতে শব্দ উঠিল—রামচন্দ্র! তুমি অনুজদিগের

সহিত প্রজাপালন কর——তোমার কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী হউক—এবং তোমার নামও যাহারা গ্রহণ করিবে, তাহারা সংসারবন্ধ হইতে মুক্ত হউক। রাম মহামুনি অগস্ত্যের আশীর্ব্বাদ লাভকরিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। বিভীষণ কহিলেন এই আমরা পম্পাসরোবরের পর্য্যন্তভূমির উপর উপস্থিত রহিলাম। এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করায় পরিচিত বহুবিধ বস্তু আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে—ঐ দেখুন একবাণবিদ্ধ সেই জীর্ণ তালখণ্ড শোভা পাইতেছে;—ঐ বিভাগে তাদৃশ মহাবীর বালী আপনকার শরপাতে জর্জ্জরিত হইয়া ক্রীড়াকপিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; —ঐ প্রদেশে সৌমিত্রি প্রকাণ্ড কবন্ধকায় ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন;—আর ঐ স্থানে দেবীর উত্তরীয় আপনি মারুতির হস্ত হইতে পাইয়াছিলেন। সীতা কিঞ্চিৎ সম্ভ্রান্তা হইয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন সে কি! আমার উত্তরীয় মারুতির হস্তে! রাম স্মরণ করিয়া কহিলেন দেবি! 'অপহরণ-কালে বিক্লবতাবশতঃ তোমার সেই অনসূয়ানামাঙ্কিত উত্তরীয় পরিচ্যুত হইয়াছিল, তাহাই আমরা মারুতিসকাশে প্রথম অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তৎকালে ঐ উত্তরীয় আমার নয়নে শরৎসুধাকরসদৃশ, কায়ে কর্পূরপরাগপূরস্বরূপ ও অন্তঃকরণে অমৃতসেকতুল্য হইয়াছিল। সীতা মুখেন্দু কিঞ্চিৎ অবনত করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন এই স্থানে পিতার মিত্র মহাত্মা জটায়ু সেই পাপিষ্ঠের সহিত সংগ্রাম করিয়া জরাজর্জ্জরিত দেহভার পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিনব যশোদেহ অবলম্বনকরিয়াছেন। সীতা মনে মনে কহিলেন হায় হায়! আমার জন্য তাদৃশ মহাপুরুষেরাও ঈদৃশ দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন! সুগ্রীব কহিলেন দেব! সম্মুখভাগে সেই সকল দণ্ড-কারণ্য প্রদেশ,—যেখানে সানুচর ত্রিমূর্দ্ধখরদূষণ ভগিনীর কর্ণ নাসার অন্বেষণে আসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সীতা সভয়ে কহিলেন আবার সেই রাক্ষস!—রাম কহিলেন দেবি! ভয় কি? তাহাদের নাম-মাত্র অবশিষ্ট আছে—মৃগেন্দ্রগর্জ্জনে গজযূথের ন্যায় সৌমিত্রির শরাসন-টঙ্কারে রাক্ষসদিগের প্রলয় হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে বিমান আরও ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে আরম্ভ করিল; সকলে বিস্ময়প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ কহিলেন পুরোবর্ত্তী সানুমান্ অতিশয় উন্নত; উহাকে অতিক্রম করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে যাইতে হইবে, তজ্জন্যই বিমানের এই উচ্চতর গতি হইতেছে। লক্ষ্মণ কৌতুকী হইয়া কহিলেন, এক্ষণে ত্রিবিক্রমের দ্বিতীয়পদলাঞ্ছিত প্রদেশ দর্শনকরাযাউক।

সীতা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সবিস্ময়ে কহিলেন একি!—দিবাভাগেও যেন তারকাচক্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! রাম উত্তর করিলেন, উহা তারকাচক্রই—সীতা হৃষ্ট হইয়া কহিলেন গগনবাটিকাতে যেন পরিপুষ্ট পুষ্পগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে! রাম সমন্তাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন আশ্চর্য্য! জগতের দিগ্‌বিভাগ যেন অপরিচ্ছেদ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে, যেহেতু দূরতাবশতঃ ভৌম কোন বস্তুরই বিশেষ এখান হইতে লক্ষিত হইতেছে না—এ দিকে অন্তরীক্ষস্থিত সকল বস্তুই যেন সমান।

সীতা দূরদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন একি!—আর একটী বিমান আসিতেছে—উহার মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অন্যবিধরূপ দুইটী জীব দেখা যাইতেছে। রাম দেখিয়া কহিলেন দেবি! উহা কিন্নরমিথুন; এই সকল স্থানে উহাদিগেরই প্রায় সর্ব্বদা গতিবিধি হইয়া থাকে। বিভীষণ কহিলেন উহারা সম্মুখেই আসিতেছে; অতএব বোধ হয়, অলকেশ্বরের সন্দেশবাহক হইবে। বলিতে বলিতে কিন্নরমিথুনের বিমান নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্নর তথা হইতেই কহিল হে দিনকর-কুলমণি রামচন্দ্র! অলকেশ্বরের নিদেশবশতঃ আমরা আপনকার স্তবগান করিবার জন্য সাকেতপুরে প্রস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সুকৃতপরিণামবশতঃ অন্তরালেই আপনকার সন্দর্শন পাইলাম! এই বলিয়া তাহারা প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিল। অনন্তর কিন্নর সুমধুরস্বরে গাইল—হে আপন্নবৎসল! হে জগজ্জনৈকবন্ধো! হে বিদ্বন্মরালকমলাকর রামচন্দ্র! জন্মাদিকর্ম্মবিধুর সুমনশ্চকোরেরা সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া আপনকার যশোমৃত পানকরুন্। কিন্নরীও গাহিল,—যতকাল এই ক্ষিতিচক্র ফণীন্দ্রশিরে বর্ত্তমান থাকিবে, যতকাল গ্রহগণ গগনমণ্ডলে বিরাজিত হইবে, হে বৈদেহি! ততকাল তোমার

এই বিমল পবিত্র যশঃ ভূমণ্ডলে বুধগণ গান করিতে থাকুন। রাম ও সীতা তাদৃশ গুণকীর্ত্তন শ্রবণে বিনম্রশিরা হইলেন—অপরেরা পরমাহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। কিন্নরমিথুন চলিয়া গেল।

অদ্রি উল্লঙ্ঘনকরিয়া বিমান ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সন্নিহিততর হইল। বিভীষণ কহিলেন দেব! পুরোভাগে ঐ সকল কর্পূরখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল জর্জরভূর্জবল্কলধারী গৌরীগুরুর প্রত্যন্তপর্ব্বত। সুরসিন্ধু উহাদিগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। তত্ত্বালোকে যাঁহাদের মোহতমঃ বিধ্বস্ত হইয়াছে, যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মবিদ ঋষিগণের পবিত্র সৌম্য জ্যোতির্দ্বারা ঐ পর্ব্বত সকল উজ্জ্বলিত। লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! এই সকল ভূমিভাগ দেখিলে অন্য দিকে চক্ষু নিক্ষেপকরিবাব আর ইচ্ছা হয় না। রাম চতুর্দ্দিকে সবিশেষ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন বৎস! এ সকল গুরুদেব কৌশিকপাদদিগের তপোবন ভূমি। এই স্থলেই তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য বিদেহাধিপতির সহিত সেই সেই সংলাপপ্রমোদ অনুভব করত আমাদিগের প্রতি বাল্যোচিত কত স্নেহই প্রদর্শনকরিয়াছিলেন। সীতা কনিষ্ঠতাতের নামশ্রবণে সস্পৃহনয়নে চতুর্দ্দিক অবলোকনকরিতে লাগিলেন। রাম কহিলেন লঙ্কেশ্বর! এক্ষণে গুরুদেবের চরণপঙ্কজাঙ্কিত ভূমির উপরিভাগে আমাদিগের বিমানাধিরোহণ উচিত নহে। এই কথা বলিবামাত্র নিম্নদেশ হইতে শব্দ উঠিল বৎস রাম! বৎস লক্ষ্মণ! কৌশিকমুনি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিমান স্তম্ভিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দত্তাবধান হইয়া রহিলেন। আবার শব্দ উঠিল—তোমারা যেরূপ আছ, ঐরূপেই অযোধ্যায় গমন কর—পথে বিলম্ব করিও না—তথায় অরুন্ধতীসহচর জ্যোতিঃ তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমিও আরব্ধ ধর্ম্ম্য ও ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক সত্বরেই তথায় উপস্থিত হইব। রাম ও লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম করিলেন—বিমান চলিতে আরম্ভ করিল। রাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আমাদের প্রতি গুরুদেবের বাৎসল্য কি অদ্ভুত! তপস্যা ও বেদ্যাধ্যয়নের নিমিত্ত উহাঁর সময়ের প্রতি মুহূর্ত্ত

যথাযথরূপে সম্বিভক্ত, তথাপি আমাদিগের প্রতি স্নেহপরতন্ত্রতাবশতঃ অযোধ্যাগমন অঙ্গীকারকরিলেন! অথবা ইহা অযুক্ত নহে—যেহেতু ইঁহারা স্বভাবতই করুণাপরতন্ত্র ও মৃদুস্বভাব; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তপোবনের রুরু ও তরুর প্রতি ও ইঁহারা সবিশেষ স্নেহসম্পন্ন। বিশেষতঃ আমাদের জন্মই কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গৃহে, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান শস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারই এই মহাত্মা হইতে অধিগত।

এই সময়ে প্রভূত ধূলিরাশি পুরোভাগস্থ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছে, দৃষ্ট হইল। রাম সবিশেষ দৃষ্টিসন্ধান করিয়া কহিলেন, বোধ হয়, প্রাভঞ্জনির মুখে আমাদের সংবাদ পাইয়া প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য বৎস ভরত সসৈন্যে আসিতেছেন। অতএব এই স্থানেই আমাদের বিমান হইতে অবতরণ করা কর্ত্তব্য। তাহাই হইল। অনন্তর মারুতি সবেগে আসিয়া রামের চরণবন্দনা করিলেন এবং কহিলেন দেব! আমি গিয়া দেখিলাম জটাধারী চীরবাসা ভরত অন্তঃকরণে কি ধ্যান করত বসিয়া আছেন। অনন্তর আমার মুখে আপনকার সংবাদ পাইবা মাত্র 'রাম!' 'রাম!' এই সুধাময় নাম উচ্চারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া হর্ষবিভ্রান্তমানসে প্রকৃতিবর্গের সহিত আপনকার অভিগমন করিতেছেন। রাম উল্লাসিত হইয়া কহিলেন অহো! বহুদিনের পর আয়ুষ্মানদিগের মুখচন্দ্র দর্শনকরিব, আজি আমার সকল আনন্দের উপর আনন্দ! লক্ষ্মণ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসিলেন কৈ?—আর্য্য কৈ? মারুতি কহিলেন সৈন্যের পুরোভাগে যে পাঁচ ছয় জনকে দেখিতেছেন, উহঁাদিগের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী দুই জন মহাত্মা ভরত ও শত্রুঘ্ন। সীতা নিরূপণকরিয়া কহিলেন একি! উহঁাদিগকে অন্যাদৃশ বোধ হইতেছে কেন!—বলিতে বলিতে ভরত সবেগে আসিয়া রামের চরণে পতিত হইলেন। রাম তাঁহাকে তুলিয়া 'বৎস! আইস—আইস' বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রফুল্ল কমলের অকোমল নালের ন্যায় তোমার এই শরীরস্পর্শ আজি যেন আমাকে ব্রহ্মানন্দলাভের আনন্দ অনুভব করাইতেছে! ভরত পাদপতিত লক্ষ্মণকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কে বন্দনা-

করিলেন, উভয়ে 'কুলমর্য্যাদা পালন কর' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অভিমত হও' বলিয়া সীতা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর রাম, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুগ্রীব ও বিভীষণকে দেখাইয়া কহিলেন, পরমমিত্র ও পরমধার্ম্মিক এই কিষ্কিন্ধ্যাপতি এবং এই লঙ্কানাথ, ইঁহারা দুই জনেই আমাদিগের বিপৎসাগরের পোত হইয়াছিলেন—ইঁহাদিগকে আলিঙ্গন কর। ভরত ও শত্রুঘ্ন আলিঙ্গনকরিয়া তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ভরত কহিলেন আর্য্য! কুলগুরু ভগবান্ মৈত্রাবরুণি রাজ্যাভিষেকের সমস্ত সম্ভার সমাহৃত করিয়া আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে যেরূপ আজ্ঞা হয়। রাম মনে মনে চিন্তা করিলেন সে কার্য্যের জন্য অবশ্যই কৌশিকপাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে; এ দিকে কুলগুরু এইরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। অনন্তর কহিলেন কুলগুরু যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই হইবে—এক্ষণে চল—আমরা নগরীতে প্রবেশ করিয়া মাতৃগণের চরণ সন্দর্শনকরি—এই বলিয়া সকলেই পাদচারে অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে রামমাতৃগণ অরুন্ধতীর সহিত স্ত্রীজনোচিত মাঙ্গলিক কার্য্যসকল সমাপনকরিয়া রামের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্ বশিষ্ঠ অভিষেকসামগ্রীর আয়োজন ও যথোচিত শান্তিস্বস্ত্যয়ন সমাপনকরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন রামচন্দ্র ক্ষমার ক্ষেত্র, গুণমণিগণের খনি, আপন্নদিগের আশ্রয় এবং দয়ার আধার;—ইঁহাকে আজি দর্শনকরিব, এই আনন্দে আমার অন্তঃকরণ উচ্ছলিত হইতেছে। অনন্তর প্রকাশে কহিলেন বধু কৌশল্যে! বধু সুমিত্রে! সৌভাগ্যক্রমে বৎসেরা অক্ষতশরীরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন! তাঁহারা দুই জনে কহিলেন, সে কেবল আপনকার আশীর্ব্বাদের প্রভাব। অরুন্ধতী কৈকেয়ীকে দেখিয়া কহিলেন বৎসে কৈকেয়ি! তুমি কেন অত দুর্ম্মনা হইতেছ? কৈকেয়ী কান্দিয়া কহিলেন, অম্ব! আমি অতি হতভাগিনী! সকল লোকেই আমার এই অপবাদ দিতেছে যে, আমিই মন্থরামুখে বৎস-

দিগের অরণ্যবাসের কারণ হইয়াছিলাম! তা আমি কেমন করিয়া তাহা-দিগকে মুখ দেখাইব?—অরুন্ধতী কহিলেন বৎসে! সে অপবাদশঙ্কা বৃথা—তোমাদিগের কুলগুরু আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রভাবে তখনই এ বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। সকলে ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ? অরুন্ধতী কহিলেন, মন্থরাবেশধারিণী শূর্পনখা মাল্যবানের উপদেশানুসারে সেইরূপ করিয়াছিল। সকলে বিস্মিতা ও ভীতা হইয়া কহিলেন, রাক্ষসদিগের দুষ্টাভিসন্ধি কতদূর ভয়ঙ্কর!—এত দূরবর্ত্তী অবলাজনও তজ্জন্য এরূপ কষ্ট পায়! বশিষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, মঙ্গল সময়ে দুঃখের কথার প্রয়োজন নাই—রাক্ষসাভিযোগবার্ত্তার শেষ হইয়া গিয়াছে।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে রামাদি চারি ভ্রাতা ও সীতা তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম বশিষ্ঠকে দূরহইতে দেখিয়া পরমোল্লাসসহকারে কহিলেন, ইনিই সেই মৈত্রাবরুণি—যাঁহাকে দেখিয়া রাকাসুধাকরালোকে চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ বশিষ্ঠের চরণে প্রণিপাত করিলেন। তিনি কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা নীতি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনাবসরে চক্ষুর প্রকৃত সংস্কার লাভকর। অনন্তর তাঁহারা অরুন্ধতীর বন্দনা করিলে, তিনি 'মনোভীষ্ট সিদ্ধ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে যথাক্রমে মাতৃগণকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, আমরা তোমাদিগের জন্য সর্ব্বদাই যে কামনা করি, তোমাদের তাহাই হউক। সীতা বশিষ্ঠের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া প্রণাম করিলে তিনি কহিলেন, বৎসে! বীরপ্রসবিনী হও। অরুন্ধতীকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে নির্ভর আলিঙ্গনকরিয়া কহিলেন বৎসে! লোপামুদ্রা, অনসূয়া, এবং আমি—আজি অবধি তোমাকে লইয়া আমরা চারি জন হইলাম। অনন্তর সীতা শ্বশ্রূদিগকে বন্দনা করিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, জাতে! কুলপ্রতিষ্ঠাপক পুত্র প্রসবকর।

এই সময়ে বিশ্বামিত্র রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন, তিনি আসিয়াই তারস্বরে আজ্ঞা করিলেন হে পুরবাসিব্রজ! তোমরা গৃহে গৃহে মহোৎসবের অনুষ্ঠান কর; হে অধিকৃতগণ! তোমরা নিজ নিজ কার্য্যে অবহিত হইয়া থাক; হে দ্বিজবরবর্গ! তোমরা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহকরিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। বশিষ্ঠদেব বাহির হইতে বিশ্বামিত্রের কণ্ঠস্বর অবগত হইয়া কহিলেন, বৎসের কি ভাগ্যমহিমা! ইহাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য ভগবান্ কুশিকনন্দন স্বয়ং উপস্থিত। বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া সকলেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র রামান্তিকে উপস্থিত হইবার সময়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন—যজ্ঞবিঘ্নশান্তির নিমিত্ত দশরথকর হইতে রামকে লইয়া যাইবার সময়ে আমি যে যে বিষয়ের চিন্তা করিয়াছিলাম, এবং তৎসংসৃষ্ট কার্য্যকলাপের সংসাধনের জন্য যে এতকাল ব্যগ্র ছিলাম, দৈবের অনুকূলতায় তদ্বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি; এক্ষণে সমাহৃত সম্ভারদ্বারা রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বশিষ্ঠসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন ভগবন্ মৈত্রাবরুণে! আর অপেক্ষা কি?—বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন—কিছুই নাই—এক্ষণে যাহা করিতে হয়—কর। বিশ্বামিত্র দিব্যর্ষিগণকে তথায় আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা রামের রাজ্যাভিষেককার্য্য সমাপিত করিলেন-চতুর্দ্দিকে মঙ্গলবাদ্য হইতে লাগিল।

অনন্তর কৃতাভিষেক রামচন্দ্র সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপগত হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা দুই জনেই কহিলেন, হে গুণাভিরাম রামচন্দ্র! তুমি ভ্রাতৃবর্গপুরস্কৃত হইয়া ইক্ষ্বাকুমুখ্যভূপালদিগের চিরধৃত রাজ্যভার বহনকরিতে থাক। অপরাপর ঋষিরাও ‘তথাস্তু’ বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্রের আদেশে সুগ্রীব ও বিভীষণ উৎসবান্তে স্ব স্ব

রাজ্যে গমন করিবার অনুমতি পাইলেন এবং পুষ্পকবিমান, রাজরাজ-সমীপে প্রস্থাপিত হইল। পরে বিশ্বামিত্র কহিলেন বৎস রামচন্দ্র! তুমি গুরুতর গুরুশাসন পালন করিয়াছ,—ধর্ম্মের রক্ষা করিয়াছ—রাক্ষসদিগের সংহার করায় ত্রিলোকীর চিত্তরোগ উপশমিত করিয়াছ এবং অনুজবর্গ, সুহৃদ্গণ ও পত্নীর সহিত রাজ্যলাভ করিয়াছ, অতএব তোমার বিষয়ে আমি যাহা যাহা আশংসা করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই সফল হইয়াছে। অতএব আর আমার বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে আশ্রমে গমন করিয়া নিজ কার্য্যে নিবিষ্ট হই—তুমি আমাদের প্রীত্যর্থে নগরে মহোৎসব কর।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে পর নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইল; —রাজপুরী, রথ্যা, আপণ, চত্বর, সরিত্তট, প্রান্তর প্রভৃতি সকল স্থানেই নৃত্য গীত ও বাদ্য হইতে লাগিল,—নাগরিক লোকেরা মনোরম বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমোদ করিতে আরম্ভ করিল এবং সমস্ত নগরী "জয় জয় রাম!" শব্দে প্রতিক্ষণেই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সমাপ্ত।